



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

পাঁচ সিকা

—প্রকাশক—
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্‌স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৫২

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা


উপহার
[redacted]
উপহার দিলাম।
[redacted]
১৩৫৮

স্নেহের —
[illegible]কে — : — [illegible]
[illegible]

উৎসর্গ



স্বর্গগত পিতৃদেবের

চরণোদ্দেশে

ভূমিকা

বাঙলার কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনেরা! আজ তোমাদের হাতে যে বইখানি তুলে দিচ্ছি তা' সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার ডুমার একখানি বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস "দি ম্যান্ ইন্ দি আয়রণ মাস্ক" গ্রন্থের অনুবাদ। বইখানি তিনি বড়দের জন্য লিখেছেন। কাজেই বইখানাকে তোমাদের উপযোগী করতে গিয়ে, স্থানে স্থানে আমি সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি; কিন্তু যাতে মূল গল্প কোনো মতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি।

ফরাসী দেশের সম্রাট্ ছিলেন তখন ফিলিপ বা ত্রয়োদশ লুই আর অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা য্যানী ছিলেন তাঁর সম্রাজ্ঞী। বিয়ের পর অনেক বৎসর চ'লে গেল তাঁদের কোন সন্তানই হল না। অথচ এই বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করবে কে, তাই ভেবে ভেবে রাজা ও রাণী দুঃখে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ভগবানকে ডাকতে লাগলেন তাঁরা ঐকান্তিক মনে। সঙ্গে তাঁদের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রাজভক্ত প্রজারাও ডাকতে লাগল। এতগুলো লোকের আন্তরিক প্রার্থনা একদিন ভগবান শুনলেন। রাজবংশে পুত্র-সন্তান হল। একটি নয়, ছেলে হল তাঁদের দুটি—যমজ।

সমসময়ে ভূমিষ্ঠ দুটি সন্তানের মধ্যে কাকে যৌবরাজ্যে মনোনীত করা হবে, তাই নিয়ে রাজা এবং রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এই যমজ ভাই দুটির জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে ডুমা রচনা করলেন এই উপন্যাস। আমার মনে হয়, তাঁর অমর-লেখনী তখনকার ফরাসী জাতীয়-জীবনের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত ক'রে তুলেছে, যে কোন জাতির চরিত্র-গঠনে সেই চিত্রের সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। তাই আশা রাখি, এই অনুবাদ হতে ডুমার প্রতিভার আস্বাদ পেয়ে তোমরা বড় হয়ে নিশ্চয়ই তাঁর লেখা বইখানি পড়তে বিশেষ আগ্রহান্বিত হবে। আর সে আগ্রহ যদি সতি-সত্যি তোমাদের হয়, তবেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা হবে সার্থক।

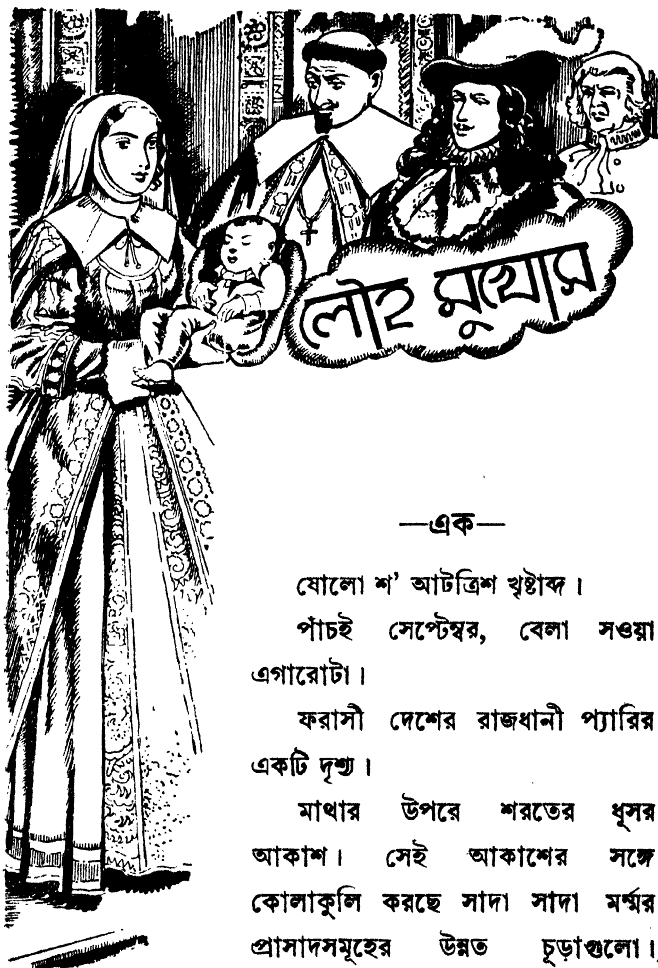
এই গ্রন্থ রচনায় আমি যে-সব হিতৈষীদের কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তাঁদের নাম আজ স্মরণ করছি অতি কৃতজ্ঞ অন্তরে। এই সামান্য ভূমিকায় তাঁদের নাম উল্লেখ ক'রে, তাঁদের পবিত্র বন্ধুত্বকে ছোট করতে চাই না। ইতি—

বাঘুটিয়া, যশোহর
লা, আষাঢ়, ১৩৫০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ



সবাই ভয়ে আঁতকে উঠলেন। দেখলেন রাজপুত্রের মাথায় বিরাট, বিকট একটা লৌহ মুখোস।



—এক—

ষোলো শ' আটত্রিশ খৃষ্টাব্দ।

পাঁচই সেপ্টেম্বর, বেলা সওয়া এগারোটা।

ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারির একটি দৃশ্য।

মাথার উপরে শরতের ধূসর আকাশ। সেই আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করছে সাদা সাদা মর্ম্মর প্রাসাদসমূহের উন্নত চূড়াগুলো। সমস্ত প্রাসাদে আনন্দের কোলাহল।

লৌহ মুখোস

প্রাসাদ-শিখরের পতাকাগুলোও পত্‌পত্‌ ক'রে সে আনন্দে যোগ দিতে আকুলি-বিকুলি করছে।

বিশেষভাবে সেই আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে রাজ-প্রাসাদের অন্দর-মহলে। সেখানে মানুষের ভিড়ে বাতাস সরগরম। সবাই আনন্দে চীৎকার করছে; উন্মত্ত জনতার বহুদিনের স্বপ্ন যেন আজ সফল হয়ে উঠেছে।

এতদিন তা'রা স্বপ্ন দেখে এসেছে, কল্পনা করেছে নানান্‌ রঙের। কিন্তু কখনো তা বাস্তবে পরিণত হয়নি। অথচ সবগুলোই আজ তাদের সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে—একেবারে সত্যি। তাই এতে আনন্দ না ক'রে কি তা'রা পারে! আর সে আনন্দ কি শুধু তাদেরই! সমগ্র ফরাসী দেশের আজ আনন্দ। শুধু আনন্দ আর আনন্দ, খুশী আর খুশী, খেলা আর খেলা, ছুটি আর ছুটি!

দরজায় দরজায় সশস্ত্র প্রহরী আছে সত্য, কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের আইনগুলো আজ আর তত কড়া নেই। বিরাট বিরাট তোরণদ্বারগুলো তার খোলা হয়ে গেছে। পাকা লোহার তৈরী কালো এক একটা কপাট দাঁড়িয়ে আছে যেন ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত। যে দরজাগুলো এতদিন বছরের পর বছর ধ'রে বন্ধ ছিল, সেগুলোও আজ একেবারে উন্মুক্ত, অবারিত।

লৌহ মুখোস

অন্দর-মহলের বিস্তৃত চত্বরে লোক আর ধরে না। প্যারি শহরের গরীব-দুঃখী থেকে বড় বড় ধনীরাও এসে সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। বুড়ো-যোয়ান, বাচ্চা-কাচ্চা সব! ভিতরে যারা ঢুকতে পারেনি তাদের কেউ প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠছে, কেউ বা একদৃষ্টে চেয়ে আছে প্রাসাদের দিকে; আবার কেউ বা ভিড় ঠেলে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই তা'রা উৎসুক, সবাই সুখী।

সৈনিকগুলো আর তলোয়ার খুলে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তলোয়ার খাপের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে, বন্দুকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কাঁধে উঠে। হয়ত বা চাকরীতে আজ পদোন্নতি হবে, মাইনে যাবে বেড়ে।

প্রাসাদের বাইরে বাঁশী বাজছে আর বাজছে তূর্য্য। মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে কামানের শব্দ আসছে। বড় বড় ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে রাজ্যের মন্ত্রীরা এসে পৌঁছেছেন। অন্যান্য রাজ্যের দূতেরাও সব এসেছেন শুভ-কামনা আর আনন্দ নিয়ে।

কিন্তু রাজ্যময় এত আনন্দ আজ কিসের? এত হাসি কিসের? ভিড়ই বা কেন এত?

কেন?

তবে এইবার বলি শোন।

আনন্দ হবে না! আজ যে তাদের নূতন রাজা জন্মেছে! এতটুকু একরত্তি রাজা!

লৌহ মুখোস

তখন রাজা ফিলিপ্ ছিলেন ফরাসী দেশের একচ্ছত্র সম্রাট্, আর তাঁর সম্রাজ্ঞী ছিলেন অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা য়্যানী। বিয়ের পর কত বছর কেটে গেল, কিন্তু একটি পুত্র কিংবা কন্যা, কোন সন্তানই তাঁদের হল না! এমনি ক'রে বয়স যত বাড়তে লাগল, রাজা এবং রাণীর সমস্ত আনন্দে এই চিন্তাটাই প্রবল হয়ে দেখা দিত—তাঁরা নিঃসন্তান! মৃত্যুর পর তাঁদের এই রাজ্যের অবস্থা কি হবে! এত বড় সাম্রাজ্য কার হাত থেকে গড়িয়ে খেলার পুতুলের মতন কার হাতে গিয়ে পড়বে তা' কে জানে! কিন্তু উপায় বা কি! ছেলে তো আর গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছে করলেই অমনি তা' পেড়ে আনা যায়! তাই ফিলিপ্ আর য়্যানীর সারা জীবনটা বিষময় হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে রাজবাড়ীর তো বটেই, এমন কি সারা রাজ্যেরও সমস্ত উৎসব ক'মে গেল, আনন্দ গেল মিলিয়ে।

প্রজাদের মনেও ওই একই চিন্তা—তাদের সম্রাট্ নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিরাট রাজ্যের দশা কি হবে! কত রাজ্যলোভী দানব এসে সিংহাসনের জন্যে কামড়া-কামড়ি করবে, আর রাজ্যে সুরু হবে ভয়ানক বিদ্রোহ, হত্যা, বিভীষিকা! তাদের সুখ-শান্তি সব ঘুচে যাবে, ধন-সম্পত্তি হয়ে উঠবে বিপন্ন!

কিন্তু হঠাৎ একদিন সম্রাজ্ঞীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সম্রাটের দুশ্চিন্তা গেল দূরে। তাঁরা জানলেন, শীঘ্রই তাঁদের বংশে একটি রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যা এবার আসছে।

এ সংবাদ সব প্রজারাও পেল। সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু শান্তির আশায় তা'রা দিন গুণতে লাগল আর ভগবানকে জানাল, সম্রাজ্ঞীর কোলে যেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌কে তা'রা দেখতে পায়। তাদের ছোট্ট সম্রাট্‌!

রাজ্যসুদ্ধ লোকের প্রার্থনা ভগবান সত্যিই শুনলেন। তাই শুধু রাজবাড়ীতে নয় সমগ্র ফরাসী দেশের ঘরে ঘরে আজ এই আনন্দ,—এই উৎসব।

প্রাসাদের শিখর থেকে সমবেত জনতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সম্রাজ্ঞী সুস্থভাবেই প্রসব করেছেন ফরাসী দেশের ভাবী সম্রাট্‌।

মুহূর্ত্তে দুর্গে দুর্গে তা' ঘোষণা ক'রে কামান গর্জ্জে উঠল। পুরোহিত স্তোত্র পড়লেন গীর্জ্জায়। সন্ধ্যায় বেদীমূলে সহস্র সহস্র বাতি জ্বালান হল। বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ রাজধানী থেকে রাজ্যময় পড়ল ছড়িয়ে।

ভিড় ক্রমশঃই বাড়ছে। জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, ব্যাকুল হয়ে পড়েছে তাদের শিশু-সম্রাট্‌কে দেখবার জন্য। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বারান্দার দিকে। সুসজ্জিত বারান্দা।

লৌহ মুখোস

হঠাৎ তূর্য্য বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্মত্ত জনতা একবার আবেগের সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠে চুপ হয়ে গেল! সবাই দাঁড়িয়ে রইল নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে—যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তিশালী যাদুকর সমস্ত জায়গাটাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলল!

এর মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই ধীরে ধীরে বারান্দার সম্মুখ থেকে একটা পর্দ্দা স'রে গেল। সকলেরই নজরে পড়ল, ডানদিকে পুরোহিত, বামদিকে প্রধান মন্ত্রী এবং মধ্যস্থলে উপবিষ্ট সম্রাট্। কোলে তাঁর ক্ষুদ্র একটি শয্যায় শায়িত নবজাত রাজপুত্র।

সানন্দে সম্রাট্ দুই হাত তুলে তাঁর নবজাত পুত্রকে জনতার দিকে এগিয়ে ধর্‌লেন।

আনন্দের উত্তেজনায় জনতা আবার চীৎকার ক'রে উঠল।

পরমুহূর্ত্তেই থেমে গেল তাদের উদ্দাম কলরব!

প্রধান মন্ত্রী এবার নিবিড় পবিত্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"সমবেত জনতা! তোমাদের সম্মুখে তোমাদের রাজপুত্র এবং ফ্রান্সের এই ভাবী সম্রাট্! এঁকে তোমরা অভিনন্দন কর!"

আর এক ঝলক উল্লাস-ধ্বনিতে সমস্ত প্রাসাদটা কেঁপে উঠল!



সম্রাট্ নবজাত পুত্রকে জনতার দিকে এগিয়ে ধরলেন।—৬ পৃষ্ঠা

শিশু-রাজপুত্রকে সম্রাট্ জনতার দিকে আর একবার প্রসারিত ক'রে ধরলেন।

এবার রাজ-পুরোহিত দাঁড়িয়ে বললেন—"ফ্রান্সের সমাগত অধিবাসিবৃন্দ! আমি ফরাসী দেশের ধর্ম্মাধিকরণের শ্রেষ্ঠ যাজক। সদ্যোজাত এই শিশু-রাজপুত্রকে আমি ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট্ স্থির ক'রে আজ তাঁর নামকরণ করছি,—লুই ডফিন্ অব্ ফ্রান্স।"

পুরোহিতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সম্মিলিত কণ্ঠে জনতা চীৎকার ক'রে উঠল—"লুই ডফিন্ অব্ ফ্রান্স!"

জনসমুদ্রের উত্তেজনা ক'মে গেলে সম্রাট্ ঘোষণা করলেন—"সমগ্র ফরাসী দেশের সম্রাট্ আমি, তোমাদের সমক্ষে আজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমার পুত্র 'লুই' ফরাসী দেশের ভাবী সম্রাট্।"

প্রতিধ্বনি ক'রে জনতা অভিনন্দন জানাল—

"জয়, সম্রাট্ ফিলিফের জয়!

জয়, সম্রাজ্ঞী য়্যানীর জয়!

জয়, আমাদের ভাবী সম্রাট্ লুইএর জয়!

জয়, ফরাসী জাতির জয়!"

তাদের আনন্দের উত্তেজনা দেখে নিয়তি কিন্তু হাসলেন একটু পরিহাসের হাসি! সেই কথাই এবার বলব।

লৌহ মুখোস

মানুষের ভাগ্য নিয়তির পরিকল্পনা! অদৃশ্যে ব'সে ছিনিমিনি খেলেন মানুষের ভাগ্য নিয়ে ভগবান।

ভবিষ্যতের সমস্তই অন্ধকার জেনেও মানুষ তা' বুঝতে চায় না। তবুও তা'রা আনন্দ করে, জীবনটাকে ক'রে নিতে চায় পূর্ণমাত্রায় ভোগ।

—দুই—

সন্তান প্রসব ক'রে সম্রাজ্ঞী য়্যানীর ভারী ঘুম পাচ্ছিল। তাঁর আনন্দের সীমা না থাকলেও তিনি বড় দুর্ব্বল, বড়ই কাতর। তবুও মাদাম হোজাকের কোলে যে খোকা ঘুমুচ্ছে তা-ই দুর্ব্বল চোখ দুটো দিয়ে সম্রাজ্ঞী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

প্রসবকালে তাঁর কাছে ছিলেন, সম্রাটের কাকা, রাজ-পরিবারের চিকিৎসকেরা এবং অন্তঃপুরের জনকয়েক রাজবংশীয়া মহিলা। কিছুক্ষণ আগে তাঁরা সবাই সম্রাজ্ঞীকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে চ'লে গেছেন।

চিকিৎসকেরাও আর তাঁর কাছে এখন নেই। সম্রাজ্ঞীর কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে তাঁরা পাশের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

বেলা তিনটে বাজল।

কাতর চোখদুটো জড়িয়ে সম্রাজ্ঞীর তন্দ্রা নেমে এল।

ধাত্রী মাদাম হোজাক শিশু-রাজপুত্রকে নিয়ে পাশের ঘরে ঘুম পাড়াচ্ছেন। প্রসূতির পাশে ব'সে আছেন ধাত্রী মাদাম পেরোনিৎ। অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্রাজ্ঞীর দেহখানা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। মুখের উপরে তাঁর ঈষৎ পাণ্ডুরতা। মাদাম পেরোনিৎ চুপচাপ ব'সে ব'সে তাই দেখছেন।

সত্যিই তাঁর হোজাকের উপর ভারী হিংসে হচ্ছিল।

হবে না?

প্রসবের সময় সবাই ছিল সম্মুখে,—তিনিও। কিন্তু ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট্‌কে কোলে নেওয়ার মত সৌভাগ্য তাঁর হল না। মাদাম হোজাকই হলেন সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী। আর তিনি?

পেরোনিৎ আর ভাবতে পারলেন না।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের দোলায় সম্রাজ্ঞীর দেহটা কেঁপে উঠল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে প্যারির আকাশে। শহরময় জ্বলে' উঠছে আলো আর আলো। এত আলো প্যারিতে অনেকদিন জ্বলেনি। চতুর্দ্দিকে শুধু কোলাহল। পথে পথে সবাই আনন্দ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় তখনো গীত হচ্ছে মঙ্গলমন্ত্র। কোথাও বা বড় বড় ময়দানে বহ্ন্যুৎসব চলছে, আর সেই সঙ্গে চলছে নৃত্য আর গীত।

লৌহ মুখোস

প্যারির সমস্ত আলো ও আনন্দকে ছাপিয়ে উঠেছে রাজপ্রাসাদের আলো। প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায়, তোরণে তোরণে, কক্ষে কক্ষে যেন হাজার হাজার রঙিন সূর্য্য উঠেছে আজ একসাথে।

একটা প্রশস্ত মর্ম্মর-কক্ষে সম্রাট্ তাঁর সান্ধ্য আহারে বসেছেন। সঙ্গে বসেছে প্যারির সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক। পেয়ালা আর রেকাবী ভরা পর্য্যাপ্ত পানীয় আর খাদ্য দিয়ে অতবড় শ্বেতপাথরের টেবিলটা সাজান। সবাই ফ্রান্সের সৌভাগ্যে আজ খুশীতে ভরপূর।

সম্রাটের মুখের উপর থেকে বহুদিনের একটা কালো ছায়ারেখা যেন এরই মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। শুভ্র স্বচ্ছ মুখখানা তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঈষৎ হাসিতে।

মৃদু মৃদু বাতাসে বাইরের জন-কোলাহল ভেসে আসছে। ভিতরেও চলেছে এক অফুরন্ত হাসির হর্‌রা। চতুর্দ্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে অবিরাম এই আনন্দের উত্তেজিত চীৎকার উঠছে।

নীচের তলাতেও আনন্দের শেষ নেই। সেখানে এসে জমায়েৎ হচ্ছে সব মাস্‌কেটিয়ার সৈন্যদল ও সম্রাটের দেহরক্ষীরা। সুখাদ্যে তা'রা উদর পূর্ণ ক'রে করছে হৈ-হর্‌রা। আবার দলে দলে বেরিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের এই নূতন দিনের সংবাদ ঘোষণা করছে।

লৌহ মুখোস

সারা শহরের সেই আনন্দের আতিশয্যে ও কোলাহলে শিশু-রাজপুত্রও মাঝে মাঝে ধাত্রী মাদাম হোজ্জাকের বুকের মধ্যে কখনো কেঁপে উঠছেন! কখনো বা পড়ছেন তিনি ঘুমিয়ে।

এমনি সময় হঠাৎ সম্রাজ্ঞী একটা আর্ত্তনাদ ক'রে জেগে উঠলেন!

ধাত্রী পেরোনিৎ কাছেই ছিলেন। সম্রাজ্ঞীকে অতি সাবধানে তিনি চেপে ধরলেন। কিন্তু যন্ত্রণায় চোখের পলকে তাঁর মুখখানা হয়ে গেল বিকৃত! কাতরভাবে তিনি জড়িয়ে ধরলেন পেরোনিৎকে!

চিকিৎসকেরা তখন কেউ সেখানে ছিলেন না। নিরাপদে সম্রাজ্ঞী ঘুমুচ্ছেন দেখে প্রাসাদের অপর একটি ঘরে তাঁরা আহারের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁদের খবর দিতে যাওয়ার আগেই ধাত্রী পেরোনিৎ সম্রাজ্ঞীর এই যন্ত্রণার সঠিক কারণ অনুমান করলেন, কিন্তু বলতে কিছুই সাহস পেলেন না। ফ্রান্সের বিখ্যাত সব বড় বড় ডাক্তারেরা সেখানে রয়েছেন, —আর তিনি!

সংবাদ পাঠিয়ে পেরোনিৎ প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ডাক্তারেরা তখন সবেমাত্র খেতে বসেছিলেন। সম্রাজ্ঞীর খবর পেয়ে আহার আর তাঁদের হল না,—তাঁরা ছুটে এলেন।

কিন্তু পেরোনিতের অনুমানই হল ঠিক। ডাক্তারেরা পৌঁছবার আগে সত্যসত্যই সম্রাজ্ঞী আর একটি শিশু প্রসব করলেন।

আর একটি পুত্র!...

সম্রাজ্ঞী এবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! তবুও পেরোনিতের মুখখানা উঠল উজ্জ্বল হয়ে,—আনন্দ আর উত্তেজনায়।

তখনো সম্রাটের আহার শেষ হয়নি।

গম্ভীরভাবে সম্রাজ্ঞীর অনুচরী লাপোতি এসে সম্রাট্‌কে অভিবাদন জানিয়ে বললে—"রাণীমা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আহার ছেড়ে সম্রাট্ উঠে দাঁড়ালেন। হাতের একটি বহুমূল্য আংটি পুরস্কার দিলেন লাপোতিকে। পরে একটু মৃদু হেসে তিনি সকলের কাছে অনুমতি চাইলেন এবং বিদায় নিয়ে এগিয়ে চললেন সম্রাজ্ঞীর কক্ষের দিকে।

সম্রাট্ ঘরে ঢুকতেই মাদাম পেরোনিৎ নবজাত শিশুকে নিয়ে তাঁর পাশে এসে বললেন—"এই যে সম্রাট্, বংশহানির ভয় আর আপনার নেই। আমাদের সম্রাজ্ঞী আপনাকে আর একটি পুত্রও উপহার দিয়েছেন।" ব'লেই পেরোনিৎ তাঁকে অভিবাদন করলেন।

সম্রাট্ যেন প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি। পরে আর

একটি পুত্রের পিতা হবার সৌভাগ্যে তিনি আনন্দে মেতে উঠলেন। তাঁর এত আনন্দ সম্রাজ্ঞী জীবনে কোনদিন দেখেননি।

সম্রাট্ এবার সম্রাজ্ঞীর মাথার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে কপালে তাঁর হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলগুলো দিলেন সরিয়ে। সানন্দে তিনি বললেন—"আমায় কেন ডেকেছ রাণী?"

সম্রাজ্ঞীর আর একেবারেই সন্তান হবে না ব'লে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আজ তিনি দুটি পুত্রের জননী হয়েছেন। এতে আনন্দ তাঁর এতটুকুও কম হয়নি। তবে তিনি বড় দুর্ব্বল! তবুও সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে সম্রাজ্ঞী তাঁর সদ্যোজাত দ্বিতীয় শিশু-পুত্রকে দেখিয়ে একটু মৃদু হাসলেন সম্রাটের দিকে চেয়ে।

শিশু দুইটি হয়েছে বেশ সুন্দর, সুস্থ ও সবল।

সম্রাট্ এই সংবাদ প্রথমে পাঠালেন কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু ও মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁর কাছে। অনতিবিলম্বে এসে তাঁরা পৌঁছলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল হঠাৎ সম্রাটের মুখখানা হয়ে গেছে বিষন্ন, তার উপর তিনি বেশ ভীত এবং চিন্তিতও বটে!

দুর্ব্বল হলেও সম্রাজ্ঞীর চোখ তা' এড়াল না। তিনি ভীতভাবে প্রশ্ন করলেন—"কি ভাবছ ?"

—"কিছু না।"

ব'লেই সম্রাট্ কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু এবং মঁসিয়ে মাজার্‍্যার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

মঁসিয়ে মাজার্‍্যা ছিলেন ফ্রান্সের কোষাধ্যক্ষ ও অর্থসচিব।

সবাই বিস্মিত হল। সবাই অবাক হয়ে দেখল,—কাডিন্যালের মুখখানা কি ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়েছে! মঁসিয়ে মাজার্‍্যার মুখখানাও হয়ে উঠেছে ভারী চিন্তিত!

সহসা একটা কালো অশুভ ছায়ায় রাজপুরী যেন ম্লান হয়ে গেল! বাতাস হয়ে উঠল যেন গরম!

এর অর্থ সম্রাজ্ঞী কিছুই বুঝলেন না। পেরোনিৎ ও লাপোতিও আতঙ্কে তাকাতে লাগল এ-ওর মুখের দিকে।

একটু বাদে লাপোতি যাচ্ছিল ঘরের বাইরে। কিন্তু তার যাওয়া হল না, আবার ফিরে আসতে হল তাকে! ভীত গলায় সে বললে—"দোরে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রহরী!"

সে কথা সম্রাজ্ঞীর কানেও গেল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—"সশস্ত্র প্রহরী! আমার কক্ষের দোরে ?"

—"হ্যাঁ সম্রাজ্ঞী।"

—"কেন ?"

—"তা ত জানি না। তবে সম্রাটের আদেশ, আমাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ!"

সম্রাজ্ঞী আর ভাবতে পারলেন না। তাঁর ক্লান্ত মাথার শিরা-উপশিরাগুলো শুধু টন্‌টন্‌ ক'রে উঠল। অসম্ভব!—ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী তিনি, তাঁর কক্ষের দোরে সশস্ত্র প্রহরী! তাঁর অজ্ঞাতে আর সম্রাটেরই আজ্ঞায়?

কিন্তু এ নিয়ে সম্রাজ্ঞীকে বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। মুহূর্ত্তকয়েক মধ্যেই তাঁর চিন্তার অবসান হল।

সম্রাট্ ফিরে এলেন। সঙ্গে এলেন কাডিন্যাল্ রিচল্যু এবং অর্থসচিব মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁ।

সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীর পাশে এসে দাঁড়াতেই সম্রাজ্ঞী প্রশ্ন করলেন—"আমার ঘরের দোরে প্রহরী কেন?"

সম্রাজ্ঞীর ডান হাতখানা হাতে নিয়ে সম্রাট্ তাঁর বিছানার পাশে নতজানু হয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন—"আমায় ক্ষমা কর সম্রাজ্ঞী! আজ আমার বড় দুর্দ্দিন! ফ্রান্সের দরিদ্রতম প্রজার গৃহে যা' অপরিমিত আনন্দ ও সৌভাগ্য ব'য়ে আনতো, তাই এনে দিয়েছে আমাকে আজ অভিশাপ আর সারা জীবনব্যাপী কান্না!"

সম্রাটের চোখ দুটো জলে ভ'রে গেল! বেদনায় তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল গাঢ় ও কম্পিত!

কাডিন্যাল্ রিচল্যু ও মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁ মাথা নত করলেন। তাঁদেরও চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছে!

সম্রাজ্ঞী আরও ভীত হয়ে উঠলেন। উত্তর দিলেন—"কেন ?"

—"সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুর্ভাগ্যও ঘনিয়ে ওঠে! তা'ছাড়া, আমরা যে সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী। আমাদের আনন্দের পেছনে রয়েছে বিরাট কর্ত্তব্য। হত্যার কঠিন তরবারি রয়েছে আমাদের কোমল স্নেহ-মমতার পাশেই!"

সম্রাট্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরে বললেন—"তাই বাধ্য হয়েছিলাম তোমার দোরে সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করতে, পাছে আমার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের কথা বাইরে কিংবা অন্তঃপুরে প্রচার হয়ে পড়ে! পেরোনিৎ এবং লাপোতিকে আমি বিশ্বাস করি। রাজ্যের মঙ্গলের জন্মে, রাজবংশের মর্য্যাদা রাখতে, এ সংবাদ তা'রা কোন দিনই প্রকাশ করবে না—এই আমার আদেশ!"

উন্মাদিনীর মতন উঠে সম্রাজ্ঞী বিছানার উপর বসলেন। কণ্ঠে তাঁর ভাষা যোগাল না। মুখ থেকে শুধু আর্ত্তনাদের মত একটি কথা বেরিয়ে এল—"সম্রাট্..."

সম্রাট্ আর উত্তর দিতে পারলেন না; নীরবে চোখ মুছে ফেললেন। সারা বুকখানা বুঝি তাঁর ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে!

কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু এবার কথা বললেন। স্থির, সংযত, অটল তাঁর কণ্ঠস্বর। এতটুকু দয়া, এতটুকু মমতাও সেই

স্বরে নেই! আছে শুধু নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য, বিচার আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়!

"—অধীর হবেন না সম্রাজ্ঞী! আজ মায়া-মমতার চেয়েও একটা বড় কর্ত্তব্য রয়েছে আমাদের সম্মুখে। ফ্রান্সের মঙ্গলের জন্য, সব প্রজাদের কল্যাণের জন্য এবং এই রাজ-বংশের শান্তির জন্যই দ্বিতীয় রাজপুত্রের জন্মের কথা প্রকাশ করা হবে না।"

কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু্র কথাগুলো যেন সম্রাজ্ঞী বুঝতে পারলেন না, শুধু আতঙ্কে তিনি মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন।

রিচল্যু ব'লে চললেন—"এই রাজপুত্র রাজ্যের আনন্দ, শান্তি এবং সুখ-সৌভাগ্য হবে। কিন্তু এই দুটি রাজপুত্রের জন্য সেই আনন্দ যাবে, শান্তি যাবে, সুখ-সৌভাগ্য হবে নিঃশেষ! তাই……"

"এসব কি বলছেন আপনারা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!"—বাধা দিয়ে বললেন সম্রাজ্ঞী।

সম্রাজ্ঞী ফিরে সম্রাটের দিকে তাকালেন; বললেন—"তুমিই বা অমন নীরব কেন? বল, স্পষ্ট ক'রে বল, তুমি কি বলতে চাও।"

সম্রাজ্ঞীর ওষ্ঠদ্বয় কাঁপতে লাগল, কান্নায় ভারী হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ!

কম্পিত গলায় সম্রাট্ বললেন—"উপায় নেই সম্রাজ্ঞী!

পিতা হয়েও আমি জল্লাদের মত কঠিন হয়েছি, নিষ্ঠুর হয়েছি মৃত্যুর মতই! রাজ্যের সুখ-শান্তি রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখাই হল রাজার কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় রাজপুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে, তা' একটু বুঝতে চেষ্টা কর। বুঝলে, তুমিও এ দায়িত্ব মাথা পেতে নেবে। তা'ছাড়া এ দায়িত্ব শুধু সম্রাটের নয়, সম্রাজ্ঞীরও। পুত্রের মাতার হৃদয়ই কেবল স্নেহপূর্ণ নয়, পুত্রের পিতারও।"

সম্রাট্ স্তব্ধ হলেন। কোন কথাই আর তিনি বলতে পারলেন না।

তখন অনুনয়ের সুরে সুরু করলেন মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁ—"আপনার সাহায্য না পেলে সাম্রাজ্য বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে না, সম্রাজ্ঞী! রাজ্যের জনমত এই দুটি সন্তানের কোন্‌টিকে জ্যেষ্ঠ এবং কোন্‌টিকে কনিষ্ঠ ব'লে স্বীকার করবে তা' বলা এখন সুকঠিন। কারণ চিকিৎসকেরা বলেন,—যমজ সন্তানের দ্বিতীয় পুত্রই হয় জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ মায়ের গর্ভে নাকি সে-ই আসে প্রথম। অথচ সাধারণ লোকেরা বলে,—যমজ পুত্রের জ্যেষ্ঠ হচ্ছে সে-ই প্রথম যে আসে পৃথিবীতে। জানি না, এঁদের কোন্‌টিকে তা'রা জ্যেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করবে। তাই আমরা দ্বিতীয় রাজপুত্রের জন্মের সংবাদ গোপন রাখতে চাই।"

মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু বলতে লাগলেন—সম্রাজ্ঞীকে একটু প্রতিবাদের সময়ও

তিনি দিলেন না—"আজ দুপুরেই যাঁকে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকেই আমরা ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ব'লে মানতে চাই। সমগ্র প্যারির জনসাধারণ প্রজারাও চাইবে তাই। অতএব গৃহবিবাদ, রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ, কাটাকাটির হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে হলেই আমাদের গোপন করতে হবে দ্বিতীয় রাজপুত্রের জন্মের কথা!"

সম্রাজ্ঞী এবার মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনারা তা'হলে আমার বাছাকে নিয়ে কি করবেন?"

—"গোপনে, অতি সাবধানে এঁকে রাজপ্রাসাদের বাইরে পাঠাতে চাই।"

—"না, না, না। কোন মতেই তা' হতে দেব না!"—সম্রাজ্ঞী একটা আর্ত্তনাদ ক'রে বিছানার উপর প'ড়ে গেলেন!

ব্যথা ও সান্ত্বনা-জড়িত সুরে সম্রাট্ বললেন—"বাধা দিও না সম্রাজ্ঞী! আজ আমাদের কর্ত্তব্যের অগ্নিপরীক্ষা। দেখছ না, তোমাকে ও আমাকে কর্ত্তব্য ঐ হাতছানি দিয়ে ডাকছে?"

নীরব, নিস্পন্দ হয়ে সম্রাজ্ঞী চেয়ে রইলেন। বুক চিরে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

সেদিনের সে মুহূর্ত্তেই গোপনে দ্বিতীয় রাজপুত্রকে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর লালন-পালনের ভার পড়ল পেরোনিৎ আর একটি প্রাজ্ঞ লোকের উপরে।

সম্রাট্ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"আমার নামেই ওর নাম রেখ তোমরা ফিলিপ্।"

সম্রাজ্ঞীর তখনো মূর্চ্ছা ভাঙেনি। চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করছেন জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাজ্ঞী আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন!

এমনি ক'রে বহু চেষ্টার পর তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙল। কিন্তু শিশু-রাজপুত্রকে নিয়ে পেরোনিৎ আর সেই প্রাজ্ঞ লোকটি তখন চ'লে গেছেন কোন্ সুদূরের পথে! কত পাহাড়-পর্ব্বত, কত নদী-বন পেরিয়ে তাঁরা চলেছেন। সঙ্গে চলেছে তাঁদের একদল সশস্ত্র সৈন্য।

সৈনিকেরাও জানে না যে, তা'রা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—শুধু জানে তাদের প্রতি সম্রাটের এই আদেশ!

—তিন—

নোইসি-লে-সেক্ প্যারি থেকে অনেক দূরের একটা মস্ত বড় পল্লী। পল্লী হলেও জায়গাটার আবহাওয়া ছিল—আজ থেকে দশ বছর আগে কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলের আবহাওয়া যেমন ছিল ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে ঝিলের মতন আঁকা-বাঁকা বড় ডোবা—সবুজ ঘাসে ছাওয়া তার পাড়। দু'-একটা গাছ ঝুঁকে পড়েছে ডোবার স্বচ্ছ জলের

উপরে। শ্বেত ও রক্ত বর্ণের শালুক ফুল তাতে ফুটে আছে। বড় বড় দু'-চারটা মাত্র রাস্তা সেখানে। দু'ধারে তাদের ফাঁকা ফাঁকা ছোট-বড় বাড়ী। এক বাড়ী থেকে অপর বাড়ীতে যেতে সরু পথ আছে, জঙ্গলও আছে ধারে ধারে—অবশ্য ঘন নয়। তা'ছাড়া, প্রতি পাড়াতেই আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার জন্য নির্দ্দিষ্ট একটা বাগান। বড়দেরও বেড়াতে সেখানে বাধা নেই। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন অতিক্রম ক'রে পেরোনিৎ আর সেই প্রাজ্ঞ লোকটি এসে পৌঁছলেন সেখানে দ্বিতীয় রাজপুত্রকে নিয়ে।

রাজপ্রাসাদের মতন ঝক্‌মকে একটা সুন্দর বাড়ী। বাড়ীর সামনেই অমনি একটা বেড়াবার বাগান। সেই বাড়ীতে তাঁদের পৌঁছে দিয়ে সৈন্যেরা সব বিদায় নিল। কয়েকজন প্রহরী রইল বাড়ীর সদরে, পিছনেও জনকয়েক। অথচ কেউই জানল না যে, ঐ বাড়ীতে কারা এল। পাড়ার প্রতিবেশীরা শুধু শুনল,—শহরের আবহাওয়া আর ভাল না লাগায়, এঁরা প্যারি শহর ছেড়ে এখানেই বসবাস করবেন। পেরোনিৎ আর ঐ আধা-বুড়ো লোকটি—স্বামী-স্ত্রী, শিশুটি তাঁদের ছেলে। কিন্তু নবাগত এই পরিবারটি ছিল বড় অদ্ভুত।

রাজপুত্রের বাইরে যাওয়ার কোনও অবকাশ বা সুযোগ ছিল না। সর্ব্বদা পেরোনিৎ থাকতেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

প্রাজ্ঞ লোকটিরও এতটুকু বিরাম নেই। শিশু হলেও দু'দুটো লোক হিমশিম খেয়ে যেতেন তাঁকে রাখতে। তিনি যে কে, সত্যিকারের বাড়ী তাঁর কোথায়, এ খবর জানবার সুবিধে রাজপুত্রের মোটেই ছিল না। ধীরে ধীরে তিনি বড় হতে লাগলেন। বয়সও বেড়ে গেল তাঁর। পেরোনিৎকে মা আর এই প্রাজ্ঞ লোকটিকে তাঁর বাবা ব'লেই তিনি জানলেন। এঁদের দু'জনকে তিনি ভক্তি করতেন, ভালবাসতেনও খুব। বাড়ীর বাইরে কোথাও বেরোতে হলেই সঙ্গে যেতেন তাঁর মা কিংবা বাবা। এত লোকজন, ছেলেমেয়ে চারিদিকের পথে-ঘাটে। কিন্তু তাঁর মা-বাবা কারো সঙ্গে মিশতেন না, বিশেষ কারো সঙ্গে কথাও বলতেন না। বাড়ীর সামনের বাগানে কত সমবয়সী ছেলেমেয়ে আসত। রাজপুত্রকে তা'রা ডাকত তাদের সঙ্গে খেলাধূলো করতে।

ভারী লোভ হত এতে তাঁর। কিন্তু বাবা আর মা দু'জনেই ভারী কড়া। সর্ব্বদা তাঁকে কাছে কাছে রাখেন। এতটুকুও চোখের আড়াল হতে দেন না। তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে হাসেন, গল্প করেন, খেলতেও সুরু করেন মাঝে মাঝে।

ফিলিপের কিন্তু এসমস্ত মোটেই ভাল লাগে না। মা-বাবাকে তিনি ভালবাসেন। তাঁদের কাছে থাকতেও ভারী ভাল লাগে তাঁর। তা' ব'লে কি সকল সময়?

ফিলিপ্ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে দেখেন,—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেমন দল বেঁধে পথে-ঘাটে খেলা করে। তা'রা কেমন নাচে, হাসে, তা'রা কেমন গায়! কত আনন্দ তাদের! তাদেরও তো মা-বাবা আছেন। তাঁরাও তাদের ভালবাসেন। তবে, তাঁরা কেন তাদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করেন না?

রাগ হয় ফিলিপের মা-বাবার উপর—ভারী রাগ! দুঃখও হয় তাঁর মনে মনে। কিন্তু সে কথা কখনো তিনি বলেন না।

পেরোনিৎ আর সেই প্রাজ্ঞ লোকটি তা' বুঝতে পেরে বলেন—"তোমার শরীর খারাপ হবে বাবা! তা'ছাড়া, পাড়ার ছেলেমেয়েরা ভারী দুষ্টু! ওরা তোমাকে মারবে।"

তবুও রাজপুত্রের রাগ যায় না। বাবা আর মা ভারী ভীতু! ছোট্ট দু'খানা হাতের ছোট ছোট আঙুলগুলো দিয়ে ফিলিপ্ জানালার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর চেয়ে চেয়ে দেখেন। মাঝে মাঝে রাগ হয়, মাঝে মাঝে কান্না পায়, কখনো বা কেঁদেও ফেলেন তিনি। কিন্তু পেরোনিতের আদর-যত্ন তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে তখনই ভুলিয়ে দেয়।

পেরোনিৎ সত্যসত্যই রাজপুত্রকে ভালবাসতেন, নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন তাঁকে। মাদাম হোজাক হয়েছিলেন প্রথম রাজপুত্রের ধাত্রী-মা। তখন তাঁর হিংসে

হয়েছিল, দুঃখও হয়েছিল খুব। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! ভাগ্যের খেলায় এখন পেরোনিৎই হচ্ছেন ফিলিপের মা,—এই কথাই আজ জগতের সবাই জানবে। এ কি তাঁর কম সৌভাগ্য, কম গর্ব্ব তাঁর!

দেখতে দেখতে ফিলিপের লেখাপড়া করবার বয়স হল। পালক-পিতার কাছেই তিনি পড়তে স্বুরু করলেন—ফরাসী, ল্যাটীন, গ্রীক্ ভাষা। তারপর অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ—আরো কত কি শাস্ত্র তিনি শিখলেন।

এমনি বন্দী জীবনেও বড় হতে লাগলেন ফিলিপ্। কিন্তু ফিলিপ্ যে বন্দী, তা' তিনি জানতেন না। এই প্রাসাদ যে তাঁর কারাগার, স্নেহময়ী মা আর এই বাবা যে তাঁর প্রহরী, একথা তিনি কখন কল্পনাও করেননি।

তবে, মাঝে মাঝে মা আর বাবার ব্যবহারে ভারী আশ্চর্য্য লাগত তাঁর। এঁরা যেন তাঁকে সম্মান করেন, সমীহ ক'রে চলেন! কিন্তু কেন? সব বাপ-মাই কি এমনি করে? ফিলিপ্ বুঝতে পারেন না। অন্যান্য বাপ-মা যে কেমন করে আর না করে, তা' ত তিনি জানতেন না। তবু যেন কেমনই একটু আশ্চর্য্য লাগে তাঁর!

তা'ছাড়া, আর একটা ভারী অদ্ভুত জিনিস ঘটত মাঝে মাঝে।

দু'-এক মাস অন্তর কালো পোষাক প'রে কে যেন আসতেন তাঁদের বাড়ীতে। কালো পোষাক? না, পোষাকটা কালো নয়—উপরকার আলখাল্লাটা ছিল তার কালো।

হ্যাঁ, ফিলিপ্ তাঁকে চিনবেনই বা কেমন ক'রে? মুখ ত তাঁর দেখেননি! আর বাবা-মাও তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেননি কখনো তাঁর সঙ্গে। তবে, গলার স্বর ও চলন-ভঙ্গী দেখে, আগন্তুক যে একটি মহিলা তা' তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

অজানা সেই মহিলার সঙ্গে থাকত আর একজন লোক। কী বিরাট তার চেহারা! এত বড় চেহারা ফিলিপ্ এর পূর্ব্বে কখনো দেখেননি!

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা সেই কালো আলখাল্লাটা খুব পাতলা ছিল। দেখবার জন্য ছিল শুধু চোখ দুটো তার খোলা। সেদিকে চাইলেই ফিলিপ্ দেখতেন,—ভিতরের পোষাকটা কী সুন্দর! কত মূল্যবান পোষাক! তেমন পোষাক তাঁর মা-ও কোনদিন পরেননি,—কোনদিনই না!

ফিলিপ্ তাঁর দিকে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতেন। আলখাল্লার সেই ফাঁক দিয়ে মহিলাও দেখতেন তাঁকে, কোলে টেনে নিতেন, পাগলের মত চুমু খেতেন তাঁর ছোট্ট মুখখানার উপরে! মাঝে মাঝে হাসতেন, কাঁদতেন, কোলে ক'রে তাঁকে নাচাতেন। ফিলিপের ভারী অদ্ভুত লাগত এতে। মাঝে মাঝে ভয়ও করত তাঁর।

মা আর বাবা কিছুই বলতেন না। ভয়ে যেন তাঁরা জড়সড় হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকতেন—কথাও বলতেন অতি ভয়ে ভয়ে; মাঝে মাঝে আবার নতজানু হয়েও বসতেন।

ফিলিপের কাছে এই ব্যাপারগুলো লাগত ভারী অদ্ভুত। মা আর বাবাকে তাঁর ভয় পেতে দেখে মনে হত,—এই লোকদুটো বোধ হয় তাঁদের শত্রু। নইলে বাবা আর মা অত জড়সড় কেন? ফিলিপের ভারী রাগ হত। কিন্তু এঁরা যদি শত্রু, তবে তাঁকে এত ভালবাসেন কেন?

ফিলিপ্ আর ভাবতে পারেন না। ওঁরা চ'লে গেলে তিনি মা ও বাবাকে জিজ্ঞেস করতেন—"উনি কে?"

উত্তরে বলতেন পেরোনিৎ—"উনি আমার বন্ধু।"

মায়ের বন্ধু, তাঁর অত সুন্দর পোষাক! বিস্ময় যেন ফিলিপের আরও বেড়ে যেত।

তা'ছাড়া, আর একটা জিনিসও তাঁর চোখে লাগত, মনে হত ভারী দুর্ব্বোধ্য। এই মহিলাটি এলে প্রতিবারেই মা ও বাবা তাঁকে একতাড়া কাগজ এনে দিতেন। প্রতিবারেই!

মহিলাটি তা' খুলে তন্ন-তন্ন ক'রে দেখতেন। প্রত্যেকটি চিঠি তিনি পড়তেন, গুণতেন, পরে তাড়া ধ'রে দিতেন সেই বিরাট চেহারাওয়ালা লোকটিকে।

লোকটি মহিলার সম্মুখেই তা'তে আগুন ধরিয়ে দিত।

কাগজগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেত মুহূর্ত্তে। একটি টুকরোও আর তার আস্ত থাকত না।

তার পর তিনি বেরিয়ে যেতেন। সঙ্গে যেত সেই লোকটিও। রাত্রির অন্ধকারে তাঁদের ঘোড়ার গাড়ী কোথায় মিলিয়ে যেত। দু'মাসের মধ্যে আর কোন খবরই পাওয়া যেত না!

ফিলিপের কাছে এই সব ভারী হেঁয়ালীর মতন লাগত। কিন্তু কোন হদিসই মিলত না।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল তাঁর।

ফিলিপের বয়স তখন সতের বছর।

একদিন সকালবেলা খাবার ও চা পানের পর ঘরে ব'সে তিনি যেন কি করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর মা পেরোনিৎ। এমন সময় হঠাৎ নীচে একটা চীৎকার শোনা গেল।

ফিলিপ্ ছুটে বাইরে এলেন। সঙ্গে মাদাম পেরোনিৎও।

চীৎকার করছিলেন সেই প্রাজ্ঞ লোকটি। একটা কূপের ধারে তিনি হতভম্ব হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে মনে হল, তিনি বুঝি এই মুহূর্ত্তেই ঐ কূপের মধ্যে লাফিয়ে পড়বেন!

সিঁড়ি বেয়ে পেরোনিৎ দ্রুত ছুটে গেলেন। পিছনে গেলেন ফিলিপ্‌ও।

পেরোনিৎ জিজ্ঞেস করলেন—"কি হল তোমার?"

"একদা দম্‌কা হাওয়ায় হাতের চিঠিখানা উড়ে এসে কূপে পড়ল। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে এখন?"—আতঙ্কের সঙ্গে উত্তর দিলেন সেই প্রাজ্ঞ লোকটি।

এই সংবাদে পেরোনিতের মুখখানাও হঠাৎ ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেল! গলাটা শুকিয়ে উঠল মরুভূমির মত! কোন কথাই আর তিনি বলতে পারলেন না। শুধু পাতলা ঠোঁট দুটো তাঁর থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল। চোখে ও মুখে তাঁদের উভয়েরই একটা অব্যক্ত আতঙ্কের চিহ্ন। তাঁরা উবু হয়ে কূপের তলার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কুমার ফিলিপ্‌ কিছুই বুঝতে পারলেন না। মা ও বাবার এত আতঙ্কিত অবস্থা দেখে তিনি একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন। পরে বাবা ও মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও নুয়ে প'ড়ে দেখলেন,—কূপের স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একখানা সাদা কাগজের টুকরো।

কূপে বেশী জল ছিল না। মধ্যে নামবার জন্য তার গায়ে খাঁজ কাটা ছিল। আর পাড়ে একটা বালতি-বাঁধা কাছিও ছিল জল তুলবার জন্য। তা' ধ'রে বেশ সহজেই কূপে নামা যায়। কিন্তু পেরোনিৎ নিজে নামতে সাহস পেলেন না,

প্রাজ্ঞ লোকটিকেও তিনি নামতে দিলেন না। দু'জনে তাঁরা একটা কুলি কিংবা চাকরের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।

কুমার ফিলিপ্ তখন কিশোর। অটুট তাঁর স্বাস্থ্য, মনেও ছিল পরিপূর্ণ সাহস। তা'ছাড়া, কাগজটাতে কি লেখা আছে জানবার জন্য তাঁর কৌতূহলেরও সীমা ছিল না। তাই এই ফাঁকে তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি কূপে নেমে অতি সাবধানে কাগজটা কুড়িয়ে নিলেন।

কূপ থেকে উপরে এসেই ফিলিপ্ বাগানের এক কোণে গিয়ে পালালেন সেখানা পড়বার জন্য। কিন্তু জলে সমস্ত লেখাগুলোই তার মুছে একাকার হয়ে গেছে। চিঠিটার একবর্ণও তিনি বুঝতে পারলেন না। এমন সময় খুঁজতে খুঁজতে পেরোনিৎ এসে তাঁর কাছ থেকে কাগজটা একরকম জোর ক'রেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

সেদিন থেকে দেখা গেল, অতবড় বাড়ীটার সবগুলো ঘরেই যেন কোথা দিয়ে একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে! মা আর বাবার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন উঠেছে সুস্পষ্ট হয়ে—যেন একটা কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে! এর জন্যে তাঁদের দু'জনেরই হয়ত প্রাণ যেতে পারে! ফিলিপ্ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সেই কালো পোষাকপরা

মহিলাটি আর বিরাটকায় সেই লোকটা এসে হাজির। আতঙ্ক যেন এতে সকলেরই আরো বেড়ে গেল !

অনেক কথাবার্ত্তার পর যাওয়ার পূর্ব্বে আবার তেমনি সবগুলো চিঠিই তাঁদের দেওয়া হল। তা' থেকে শুধু একখানা কাগজ আলাদা ক'রে পেরোনিৎ বললেন..."এখানা কূপের জলে প'ড়ে ধুয়ে একেবারে চুপ্‌সে গেছে। অবশ্য এ সংবাদ আমরা তখনই আপনাকে পাঠিয়েছিলাম।"

কালো পোষাকপরা মহিলাটি একটু ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবলেন। পরে, মাদাম পেরোনিৎকে যেন কি সব বললেন পাশের ঘরে গিয়ে। তারপর আগেকার মতই আবার তাঁরা চ'লে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় একটা বিরাট গাড়ী এসে পৌঁছল তাঁদের সদরে। সঙ্গে এল লোকের মারফৎ একখানা তু'লাইনে লেখা চিঠি। অবিলম্বে কুমার ফিলিপ্ সহ পেরোনিৎ ও প্রাজ্ঞ লোকটি সেই গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। সশব্দে ঘোড়ার গাড়ী গ্রামের উপর দিয়ে, অনেক গাছের নীচে দিয়ে এবং অনেকগুলো পুল পেরিয়ে ও মোড় ঘুরে ঘন অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটে চলল।

ফিলিপকে নিয়ে তাঁরা কোথায় চললেন, এ খবর হয়ত তাঁরাও সঠিক জানতেন না...পাড়া-প্রতিবেশী তো দূরের কথা! ... ...

অনেকদিন পরের কথা।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল—সেই প্রাজ্ঞ লোকটি তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে মারা গেছেন, আর মাদাম পেরোনিৎও হয়েছেন একেবারে নিরুদ্দেশ।

—চার—

তারপর ধীরে ধীরে আরো কত বছর কেটে গেল। প্যারির বদ্‌লে গেছে অনেক কিছুই।

বাইশ বছর আগের শিশু-রাজপুত্র হয়েছেন রাজা। তাঁর জন্মদিনের সেই উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের কথা পিতা-মাতারা এখন রূপকথার গল্পের মতই বলতে সুরু করেছেন তাঁদের পুত্র-কন্যাদের কাছে, নাতি-নাতনীদের কাছে সুরু করেছেন ঠাকুরদারাও।

সে রাজা আর নেই—ফিলিপ্ বা ত্রয়োদশ লুই মারা গেছেন। সিংহাসনে বসেছেন তাঁর পুত্র চতুর্দ্দশ লুই অর্থাৎ প্রথম রাজপুত্র। কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু এবং মসিয়েঁ মাজার‍্যাঁও স্বর্গগত হয়েছেন। মাদাম হোজাকও গেছেন ম'রে। সম্রাজ্ঞীর প্রিয় অনুচরী লাপোতিও ইহজগৎ ছেড়ে পালিয়েছে।

কিন্তু সম্রাজ্ঞী আছেন এখনো বেঁচে।

মাঝে মাঝে সেই অতীত ইতিহাস মনে পড়ে, আর বুকের মধ্যে তাঁর আগুন জ্বলে' ওঠে দাউ-দাউ ক'রে। সেই আগুনে

বুকের পাঁজরগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়! এমনি ক'রে রাণীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, শক্তিরও হয়েছে হ্রাস!

প্রায়ই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে গুমরে ওঠেন তাঁর বার্দ্ধক্যের যন্ত্রণায়, পুরাণো স্মৃতি ও স্বামীর শোকে। বিধাতার কাছে তখন প্রার্থনা করেন—"কবে আমার এই শাস্তির শেষ হবে!"

মৃত সম্রাট্ ত্রয়োদশ লুইয়ের একটা বিশেষ সৈন্যদল ছিল। তার নাম ছিল মাস্কেটিয়াস´। এই মাস্কেটিয়াস´ সৈন্যদলের কথা সমগ্র ফ্রান্স, ইউরোপ—এমন কি তখনকার সমগ্র জগৎ পর্য্যন্ত জানত। তাদের মধ্যে তিনজন মাস্কেটিয়াস´ ছিল এক একটি দানবের মত। যেমন বিরাট ছিল তাদের দেহ, তেমনই শক্তি তা'রা রাখত। একজনের নাম এ্যাথস্, একজনের নাম পর্থস্ আর অপর জনের নাম ছিল আরামিস্।

এই তিনজন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একলা তো দূরের কথা, ছোট-খাটো একটা সৈন্যদলও কখনো জিততে পারত না। কিন্তু তাঁরা একদিন দ্যর্তাগ্নান্ ব'লে একজন লোকের কাছে হেরে গেলেন! তারপর তাঁদের ভারী বন্ধুত্ব হল সেই বিজয়ী বীরের সঙ্গে।

তখন থেকে এই চারজন বীরের নামে ফ্রান্সের সবাই চম্‌কে উঠত।

নানারকম বীরত্বের কাজ ক'রে তাঁরা ত্রয়োদশ লুইয়ের কাছে অনেক খেতাব পেয়েছিলেন, খাতিরও পেয়েছিলেন অনেক। তা'ছাড়া ফ্রান্সের সেনাপতির পদে সম্রাট্ নিযুক্ত করেছিলেন ড্যর্তাগ্নান্কে, তাঁর অধীনেই ছিল সম্রাটের সমস্ত সৈন্যদল।

এতে এ্যাথস্, পর্থস্ ও আরামিসের কিছুই গৌরবের লাঘব হল না। কারণ তাঁরা চারজন একে অন্যকে দেখতেন ঠিক নিজের ভাইয়ের মত।

তারপর বৃদ্ধ সম্রাট্ মারা গেলে এই চারজনের মধ্যে তিনজন বীর সমর-ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন এবং তাঁরা সংসার পেতে বসবাস করতে লাগলেন অতি শান্তভাবে।

নূতন সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই তাঁর ছোটবেলা থেকেই এই সমস্ত বীরের কথা শুনে আসছিলেন। তাই ভয় না পেলেও এঁদের অগৌরব করতে তিনি সাহস পেলেন না।

এ্যাথস্কে একটা বড় জমিদারী তিনি দান করলেন। সেখানে এ্যাথস্ বসবাস করতে লাগলেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু প্রায়ই তিনি প্যারিতে আসতেন, আর বিলাসে ডুবে থাকতেন কয়েকদিন যাবৎ।

পর্থস্ ভারী পেটুক ছিলেন আর ছিলেন ভারী নিদ্রাপ্রিয়। একটা বিরাট জমিদারী সম্রাট্ তাঁকেও দিলেন।

আরামিস্ নাকি ছোটবেলায় কবে পাদরীগিরি সম্বন্ধে

পড়াশুনা করেছিলেন। তাই সম্রাট্ তাঁকে জমিদারী না দিয়ে একটা বড় ধরণের পাদরী ক'রে দিলেন।

আরামিস্ পাদরী হয়েই খুশী। কারণ, পাদরীদের আয় ও সম্মান কোন জমিদারের চেয়ে এতটুকু কম নয়। এখন থেকে আরামিসের নাম হল—বিশপ ড্য হার্বলি।

সম্রাটের এই অকৃপণ হাতের দান পেতে আর বাকী রইলেন কেবল দ্যর্তাগ্নান্। তাঁর বীরত্ব ও সাহসের কথা পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি। তা'ছাড়া তিনি ছিলেন ভারী যুদ্ধপ্রিয়, বয়স ছিল তাঁর এই তিনজন মাস্কেটিয়ারের চেয়ে অনেক কম। অতএব তিনি তখনো বিশ্রাম নিতে চাইলেন না, সেনাপতি হয়েই রইলেন। সম্রাট্ও ভারী খুশী হলেন, এই দ্যর্তাগ্নানের মত একজন বীর ও সাহসী সেনাপতি পেয়ে।

এমনি ক'রে তাঁরা চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন; কিন্তু বন্ধুত্বের এতটুকু তাঁদের হানি হল না। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁদের দেখাশুনা হত; আর এই বয়সেও দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাঁরা একসঙ্গেই কাটাতেন।

তাঁদের বয়স হয়েছিল যথেষ্ট, অথচ গায়ের জোর বা মনের শক্তি তাতে কমেনি। তবে, তাঁরা বড় একটা যুদ্ধে যেতেন না। বুড়ো হয়েছেন,—এখন আর কাটাকাটি, খুনোখুনি না ক'রে একটু ধর্ম্মের পথেই থাকতে চান। তা'ছাড়া, আগেকার মত এই নতুন রাজার আমলে আর তত যুদ্ধের

হাঙ্গামাই বা কই? এঁদের কাছে মনে হয়,—রাজ্যের সব লোকই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। আজকালের ছেলে-ছোকরারাও আর তাঁদের আমলের মতন সাহসী বা দুর্দ্দান্ত নেই। অবশ্য তার প্রধান কারণ হল,—রাজ্যের সম্রাট্ নিজেই বড় একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসেন না। বীরত্বের ধার ধারেন তিনি খুব কমই। তিনি শুধু মদে আর বিলাসে ডুবে থাকতে ভালবাসেন।

পূর্ব্বে মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁ ছিলেন ফরাসী দেশের অর্থসচিব। তাঁর মৃত্যুর পর সেই গৌরবময় পদের অধিকারী হলেন, মঁসিয়ে ফুকে।

ফুকে ছিলেন অদ্ভুত রকমের বিলাসপ্রিয়। বিলাসে তাঁর সমকক্ষ লোক সারা ফ্রান্সে তো দূরের কথা, সমগ্র ইউরোপেও তখন ছিল না।

ফুকের এই পদটির জন্য ভারী লোভ ছিল আর এক জনের—নাম তাঁর মঁসিয়ে কোলবাৎ। তিনি ছিলেন ফুকেরই অধীন একজন কর্ম্মচারী। অথচ ফুকের বিলাসের বিপুল সমারোহে তাঁর হিংসা হত। সংশয় হত তাঁর,—ফুকে বোধ হয় রাজকোষ থেকে বেশ মোটা রকমের অর্থ বেমালুম আত্মসাৎ করছেন। নইলে এই বিরাট খরচ তাঁর কোত্থেকে চলে? এত টাকা পান তিনি কোথায়? তাই এর

প্রমাণের জন্য কোলবাৎ কিছু দলিলপত্রও সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য দলিলগুলো আসল কিংবা জাল তা' কোলবাৎ ভাল রকম জানতেন না; কারণ, এগুলো কিনেছিলেন তিনি একজন লোকের কাছ থেকে।

শুধু কোলবাৎ কেন, মঁসিয়ে ফুকে সম্পর্কে ফ্রান্সের আরো অনেকেরই এইরূপ ধারণা ছিল। কারণ, ফুকে যে ভাবে বিলাসিতা করতেন, ফ্রান্সের সম্রাট্‌কেও তা' ছাড়িয়ে যেত অনেক সময়। অথচ পদ যতই তাঁর উচ্চ হোক, একজন অর্থসচিব ছাড়া তিনি ত আর অন্য কিছুই নন। সুতরাং নিজে যখন অর্থসচিব, নিশ্চয়ই কোন রকম অন্যায় উপায়ে তিনি রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করেন।

কিন্তু মঁসিয়ে ফুকে সত্যিই তেমন লোক ছিলেন না। তিনি বিলাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু মনটা ছিল তাঁর অত্যন্ত উদার। বিলাসিতার জন্য তিনি দেনা করতেন। পাছে সে খবর লোকে জানতে পারে, পাছে তাঁর সম্মানের হানি হয়, তাই সে কথা তিনি প্রকাশ হতে দিতেন না।

ফুকে ছিলেন অত্যন্ত মানী লোক। দিনের পর দিন ঋণের ভারে তিনি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তবুও তাঁর বিলাসের শেষ নেই, সংযম নেই তাঁর মনের।

ফুকে হয়ত ভাবতেন, সংযমী হলে লোকে কি বলবে? ঠাট্টা করবে সবাই—'মঁসিয়ে ফুকে ফতুর হয়ে গেছেন!'

তাতে যে তাঁর সম্মান যাবে, রাজসভায় যাবে তাঁর প্রতিপত্তি, রাজার কাছেও গৌরব যাবে!

কিন্তু চিন্তায় মঁসিয়ে কোলবাতের আদৌ ঘুম আসত না চোখে! নিজের মনের মধ্যে একটা তীব্র হিংসার বিষে তিনি দিবারাত্র জ্বলে-পুড়ে মরতেন। তা'ছাড়া, এই কাগজগুলোই তাঁকে ভারী ব্যস্ত ক'রে তুলেছে, চিন্তিত ক'রে তুলেছে আরো! মঁসিয়ে মাজারঁ্যার সেই দলিলপত্রগুলো তিনি একলা চুপি-চুপি নাড়েন আর মতলব আঁটেন কত রকমের। এই দলিলেই আছে,—মঁসিয়ে ফুকে, মঁসিয়ে মাজারঁ্যার কাছ থেকে অনেক অর্থ ধার নিয়েছিলেন। আর মাজারঁ্যা দিয়েছিলেন সে অর্থটা রাজকোষ থেকেই।

ঋণদানের কিছুদিন পরে মঁসিয়ে মাজারঁ্যা হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁরই চাকরীতে নিযুক্ত হলেন মঁসিয়ে ফুকে। অতএব রাজকোষের সেই টাকাটা আর ফেরত না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ ক'রে বসলেন! শুধু সামান্য একটু কষ্ট ক'রে সেটা খাতা থেকে একেবারে তুলে দিলেন স্রেফ্ জাল ক'রে!—দলিলটা হল এই।

মোটের উপর ব্যাপার যাই হোক মঁসিয়ে কোলবাৎ অন্ততঃ গবেষণা ক'রে এইরূপই স্থির করেছেন এবং এই দলিলটা যিনি বিক্রি করেছিলেন, তিনিও এই কথাই বলেছেন তাঁকে।

কিন্তু এ দলিলখানা ছিল জাল দলিল! যাঁর কাছ থেকে কোলবাৎ এটা পেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একটি ধূর্ত্ত মেয়ে; নাম তাঁর মাদাম দ্য সেক্রুজ।

সেক্রুজের এক সময় কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন তিনি এই উপায়ে। তাঁর ধারণা মঁসিয়ে মাজার‍্যাঁ যখন বেঁচে নেই, তখন এর প্রতিবাদ করতে আর তিনি আসবেন না। আর মঁসিয়ে ফুকে তো হলেন নিজেই অপরাধী। অতএব তাঁর কথার মূল্য আর কি-ই বা হবে? তা'ছাড়া ফুকের নামটাও বেশ সুন্দর ক'রে জাল করান হয়েছিল। মেয়েটির জানা ছিল কোলবাতের হিংসুক মনের সবটুকু কথাই। তাই তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হ'লে, এছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না তাঁর।

দলিলপত্রগুলো পেয়ে কোলবাৎ বেশ খুশী হয়েছিলেন। অতি দৃঢ়ভাবেই তিনি জানতেন মঁসিয়ে ফুকের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা করবেন তিনি এই অস্ত্র দিয়ে। তবে, কথাটা এখন সম্রাটের কানে পৌঁছে দেবার একান্ত প্রয়োজন।

কোলবাৎ ব'সে একাকী নিরিবিলিতে ভাবেন, আর প্রতীক্ষা করেন সেই শুভ মুহূর্ত্তের। ভাল কিংবা মন্দ হোক, মানুষ যা' একাগ্রমনে ভাবে, ভগবান তা পূর্ণ করেন। তাই, অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ কোলবাতের সুযোগ একদিন সত্যিসত্যিই এসে গেল।

মঁসিয়ে ফুকে সেদিন সম্রাট্‌কে নিজের বাসভবনে একটি ভোজ দিতে চেয়ে অনুমতির প্রার্থনা জানালেন। সম্রাট্‌ও মঞ্জুর করলেন তা' অতি আনন্দের সঙ্গে।

এই সুযোগেই কোলবাৎ সম্রাট্‌কে জানিয়ে দিলেন—"মঁসিয়ে ফুকে তাঁরই রাজকোষের অর্থ দিয়ে আজ তাঁকেই অভ্যর্থনা করছেন।"

"তার মানে?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন সম্রাট্।

কোলবাৎ কেঁপে উঠলেন! হঠাৎ সম্রাটের মেজাজ আর মতি-গতি তিনি বুঝতে পারলেন না। পরে সাহসে ভর ক'রে বললেন—"ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিবের কাছ থেকে মঁসিয়ে ফুকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। অথচ কত বছর চ'লে গেছে, মঁসিয়ে মাজার‍্যাও গেছেন ম'রে। কিন্তু সে টাকা আজও শোধ করা হয়নি!"

সম্রাট্ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন—"তার প্রমাণ?"

—"মঁসিয়ে মাজার‍্যার কাছে মঁসিয়ে ফুকে যে দলিল লিখেছিলেন, তাই।"

—"কোথায় আছে সে দলিল?"

—"কোন এক সূত্রে আমি পেয়েছি।"

—"ভাল। আমাকে তা' দেখিয়ে দিও।"

মনে মনে কোলাবাৎ ভারী খুশী হলেন। অবিলম্বে তিনি বেরিয়ে গেলেন সম্রাট্‌কে অভিবাদন ক'রে।......

লৌহ মুখোস

মঁসিয়ে ফুকের বাড়ীতে যে সম্রাট্‌কে একটা ভোজ দেওয়া হচ্ছে, সারা রাজ্যময় একথা ছড়িয়ে পড়ল। রাজধানীর সৈন্যদের মধ্যেও দেখা গেল একটা চাঞ্চল্য।

সম্রাট্ বাইরে গেলে তাঁর বাছাই করা সৈন্যদলটা চিরকালই সঙ্গে যায়। তাই এক দলের আনন্দ হচ্ছে, অনেকদিন পরে তা'রা সম্রাটের সঙ্গে ভোজে যাবে। আর যে দল যাবে না, তাদেরও আনন্দের সীমা নেই। কারণ, সে ক'দিন আর দুর্গে তত কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে না। সৈন্যেরাও এই অবসরে ছুটীর আনন্দ ভোগ ক'রে নেবে।

এ্যাথস্, পর্থস্ ও আরামিস্‌ও এই ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই মঁসিয়ে ফুকের বন্ধু কিনা!

অবশ্য দ্যতাগ্‌নান্‌ও বাদ পড়েননি সেই নিমন্ত্রণে। কারণ, ফুকের তিনি বন্ধু ত বটেই। তা'ছাড়া, আবার সম্রাটের হলেন প্রধান সেনাপতি। রাজপ্রাসাদের বাইরে সম্রাটের যে কোন উৎসবে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

এই ভোজের জন্য এ্যাথস্ ও পর্থস্ তাঁদের জমিদারী ছেড়ে এসেছেন প্যারির বাসভবনে। আরামিস্‌ও এসে পৌছেছেন হার্বলির গীর্জ্জা ছেড়ে। আর দ্যর্তাগ্‌নান্ ত প্যারিতেই থাকেন।

এঁদের কয়জনের দেখাশুনা হলেই তাঁরা আগামী ভোজের ব্যাপারে একটা জল্পনা-কল্পনা করেন। অন্য কারো বাড়ীতে

ইলে জল্পনার কিছুই ছিল না। কিন্তু মঁসিয়ে ফুকের বাড়ীতে ভোজ, অতএব বৈচিত্র্য আর বিশেষত্ব কিছু এতে আছেই !

অথচ এই সমস্ত আলোচনাতে আরামিসের কখনো নাগাল পাওয়া যায় না। তিনি যেন বড় ব্যস্ত ! কিন্তু কিসের যে এই ব্যস্ততা, তা' কেউ বুঝতে পারেন না।

হঠাৎ একদিন পথে আরামিসের সঙ্গে এ্যাথস্ ও পর্থসের দেখা হয়ে গেল। তাঁরা অভিমান ক'রে বললেন—"ব্যাপার কি ? বিশপ স্থ হার্বলির যে আর দেখা পাওয়াই ভার !"

অন্যমনস্কভাবে আরামিস্ কি ভাবছিলেন। তিনি চমকে উঠেই একটু হাসতে চেষ্টা করলেন তাঁর বন্ধুদের সান্ত্বনা দিতে ; কিন্তু আগের মতন আর প্রাণ খুলে তেমন হাসতে পারলেন না। সে হাসি যেন আরামিস্ একেবারে ভুলেই গেছেন। এ্যাথস্ ও পর্থসের চেয়ে বয়স তাঁর বেশী নয়। তবুও মুখের উপর পড়েছে একটা বার্দ্ধক্যের ছাপ ! কপালের রেখাগুলো উঠেছে সুস্পষ্ট হয়ে ! গালের উপর চামড়ার ভাঁজ দেখা দিয়েছে ! তা'ছাড়া আরো একটা মস্ত পরিবর্ত্তন এসেছে তাঁর মধ্যে। আজকাল এই তিনজন বন্ধুকে যেন তিনি এড়িয়ে এড়িয়েই চলেন। দিবারাত্র কি ভাবেন, কিসের যেন একটা মতলব আঁটছেন সব সময়।

সন্ধ্যা হয়-হয়। প্যারির ধূসর আকাশে রক্তের রঙ

লেগেছে। স্বচ্ছ কাচের মতন চক্‌চকে শহর। সেই শহরের প্রশস্ত পথ ধ'রে ঘোড়ায় চলেছেন—এ্যাথস্‌, পর্থস্‌ আর ড্যর্তাগ্‌নান্‌। চলতে চলতে তাঁরা প্যারি শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন। শহরের বড় বড় ময়দান আর উপবন। তারই পাশ দিয়ে যেতে যেতে এ্যাথস্‌ একটু হেসে বললেন—"আগের দিনের সব কথাগুলো আজ মনে পড়ছে। এমনি ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা যেতাম, আর প্যারির সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চেয়ে থাকত। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর তাদের বন্ধু ড্যর্তাগ্‌নান্‌কে ভয় করত না কে ?"

ড্যর্তাগ্‌নান্‌ বললেন—"আজও প্যারির সবাই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের নামে ভয় পায়। কিন্তু ভাই, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স যে তাদের একটি বন্ধুকে আজ হারাতে বসেছে !"

পর্থস্‌ বললেন—"হ্যাঁ, আজকাল আরামিস্‌ যেন কেমন হয়ে গেছে !"

ঠিক এমনি সময়ে পিছনে শব্দ হল—খট্‌খট্‌ খট্‌খট্‌ !

একটা ঘোড়া বিদ্যুতের মতন ছুটে আসছে। ঘোড়-সওয়ারকে চিনতে পেরে তাঁরা সবাই চীৎকার করে উঠলেন—"আরামিস্‌ আসছে, বন্ধু আরামিস্‌ !"

চোখের পলকে ঘোড়াটা এসে তাঁদের নিকটে পৌঁছল। অমনি ঘোড়া থামিয়ে আরামিস্‌ গিয়ে দাঁড়ালেন সেই বন্ধুদের পাশেই। হাতটা বাড়িয়ে এ্যাথস্‌ আনন্দে চীৎকার ক'রে

উঠলেন—"এবার আমরা চারজন! সেই আগেকার দিনেরই চারজন,—থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর তাদের বন্ধু দ্যতাগ্নান্।"

আরামিস্ বললেন—"কিন্তু তাদের হাতের অব্যর্থ সে তলোয়ার আজ ঠিক আছে কি? তাদের সে বন্দুক? সে সাহস আর শক্তি?"

দ্যর্তাগ্নান্ উত্তর দিলেন—"আছে বৈ কি বন্ধু! দ্যর্তাগ্-নানের তলোয়ারকে কি আজ ফরাসী দেশের সবাই ভয় করে না?—সম্রাট্ থেকে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত?"

আরামিস্ বললেন—"তা' জানি! সেনাপতি দ্যর্তাগ্নান্ আজও তেমনি সাহসী আর শক্তিশালীই আছেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা? তাঁরা হয়ত জমিদারীর ভোগ-বিলাসে এখন তরবারির কথা একেবারে ভুলেই গেছেন।"

এ্যাথস্ আর পর্থস্ প্রতিবাদ করলেন—"ভুলিনি আরামিস্, আমরা এখনো ভুলিনি! কিন্তু যুদ্ধের সেদিন চ'লে গেছে! সেই বীর-সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি ফরাসী দেশের বীরত্বও কবরে যায়নি? বিলাসী রাজার বিলাসে আজ সমস্ত প্যারির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুর্ব্বল! আজ তা'রা মাতাল, আজ তা'রা ভীরু! তা'রা দুগ্ধফেননিভ শয্যা চায়—আর চায় কোলনের আতর! তা'রা মরেছে—একেবারেই ডুবেছে তা'রা!"

আরামিস্ বললেন—"আর সেই বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে

আরো কি কিছু দেখতে পাচ্ছ না? দেখছ না একদল করছে বিলাস, আর একদল খেতে পাচ্ছে না। একদল নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, আর একদল মরছে হাহাকার ক'রে। অথচ আমরা তো এখনো মরিনি! থ্রি মাস্কেটিয়াস চিরদিন ন্যায়ের জন্যই যুদ্ধ করছে। আজও আমরা তাই করব! আবার বাঁচিয়ে তুলব এই অনাহারে অত্যাচারে পীড়িত দেশকে। যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে মদে আর বিলাসিতায়, তাকে আমরা সুস্থ করব।"

এ্যাথস্ ও পর্থস্ ছ'জনেই বিস্মিত হলেন। কিন্তু দ্যতাগ্‌নান্ দাঁড়ালেন ফিরে। অচঞ্চল, দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—"মঁসিয়ে বিশপ দ্য হার্বলি!"

বিস্মিত নেত্রে এবার আরামিস্ তাকালেন দ্যতাগ্‌নানের মুখের দিকে।

দ্যর্তাগ্‌নান্ বললেন—"বন্ধু আরামিস্ কি তা'হলে রাজদ্রোহ করতে চাও? কিন্তু ফরাসী দেশের সেনাপতির সম্মুখে সে কথা না বলাই ছিল উচিত। কারণ, একদিকে বন্ধুত্ব, আর অন্যদিকে কর্ত্তব্য! বন্ধুকে অত্যন্ত ভালবাসলেও দ্যর্তাগ্‌নান্ তার কর্ত্তব্যের অপমান করতে পারবে না। তাই বলছি, আবার যদি তোমার মুখে ঐ রাজদ্রোহের কোন কথা আমি শুনতে পাই, তবে তোমায় বন্দী করতে বাধ্য হব।"

পরমুহূর্ত্তেই দ্যতাগ্‌নান্ ফিরে আরামিসের দিকে সস্নেহ

দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন, সমস্ত মুখখানা তাঁর কালো হয়ে গেছে! চোখ দুটো উঠেছে বড় হয়ে! বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগামটা ধ'রে তিনি বললেন—"ভয় নেই বন্ধু! রাজদ্রোহ কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অনুরোধ করছি, তা' যেন কখনো দ্যতাগ্নানের কানে না পৌঁছায়। বিশেষতঃ তোমাদের ক'জনের নাম। বিদায় বন্ধুগণ!"

ঘোড়া ছুটিয়ে দ্যর্তাগ্নান্ বেরিয়ে গেলে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে এ্যাথস্, পর্থস্ আর আরামিস্!

তারপর তাঁরাও ক'জনে এগিয়ে চললেন তাঁদের গন্তব্য-স্থানের দিকে; কিন্তু অল্পদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ আরামিস্ বললেন—"আমিও যাই।"

অন্ধকার তখনো প্যারির শহরতলীকে পূর্ণমাত্রায় গ্রাস করেনি। সুস্পষ্ট না হলেও পথের উপরের সমস্ত জিনিসই প্রায় নজরে পড়ে। অথচ আরামিস্‌কে নিয়ে ঘোড়াটা এরই মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল!

নির্জ্জন পথের স্তব্ধতা ভেঙে এ্যাথস্ই প্রথম কথা বললেন —"আরামিস্ এখনো আমাদের মত বুড়ো হয়নি, জরা গ্রাস করেনি তাকে। তাই এখনো তেমনি দুর্দ্দান্তই সে রয়েছে।"

"হ্যাঁ যুদ্ধ মন্দ নয়! তবে জমিদারীও ভাল।"—উত্তর দিলেন পর্থস্।

ঘোড়ার উপরে তাঁরা নীরবে ব'সে রইলেন। তুল্‌কি চালে ঘোড়া এগোতে লাগল—খট্‌-খট্‌, খট্‌-খট্‌!

যে দর্জ্জি সম্রাটের পোষাক তৈরী করত তার নাম, জঁা পার্শারিণ। বড় একটা বাড়ীর দোতলায় ছিল দর্জ্জির দোকান। সেই দোকানের সামনে হল মঁসিয়ে ফুকের সুসজ্জিত বিরাট বাসভবন। সেইখানেই হবে এই ভোজ। আর সে ভোজে আসবেন প্যারি শহরের যত নামজাদা লোক প্রায় সবই। বড় বড় সব গাইয়ে আসবেন, নাচিয়ে আসবেন, নাম-করা বড় বড় কবি, বিখ্যাত শিল্পীরাও সেখানে আসবেন। আর ধনীদের ত কথাই নেই!

অতএব সবারই মধ্যে পোষাক তৈরী করার একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। তাই জঁা পার্শারিণের দোকানে এসেছে আজ সকলের প্রেরিত লোক। ভিড় আর ভিড়—দোকানে লোক আর ধরে না! অগত্যা পথের উপর দাঁড়িয়ে তা'রা হৈ-চৈ করছে, ঠেলাঠেলি করছে সকলেই।

খদ্দেরের চীৎকারে পার্শারিণ বড় ভীত হয়ে উঠেছে। কার লোককে রেখে আগে কাকে বিদায় করে, এই হয়েছে সমস্যা!

হঠাৎ সেই চীৎকারটা যেন একেবারে চুপ হয়ে গেল। সকলেই একদিকে চেয়ে দেখছে,—দুটো ঘোড়া ছুটিয়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার আসছে এদিকে।

জাঁ পার্শারিণও তা দেখতে গেল। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল তাঁদের চিনতে পেরে।

যাঁরা আসছেন তাঁরা তার বন্ধু—অনেক দিনের বন্ধু। আজ না হয় তাঁরা বড়লোক হয়েছেন! কিন্তু একদিন এই জাঁর দোকানেই যে ছিল তাঁদের অবিরাম আড্ডা!

দোকানের সামনে এসে ঘোড়া থামল। সওয়াররা নামলেন তাঁদের ঘোড়া থেকে।

সওয়াররা হলেন—এ্যাথস্ আর পর্থস্!

ঘোড়া রেখে তাঁরা অতিকষ্টে দোকানের ভিতরে চললেন। পথে দেখা হল আরামিসের সঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে আরামিস্ তখন দোকান থেকে নীচে নামছেন।

এ্যাথস্ আর পর্থস্ উভয়েই চীৎকার ক'রে উঠলেন—"বন্ধু আরামিস্…?"

কিন্তু তাঁদের দেখেই আরামিসের মুখ গেল শুকিয়ে। জড়িত গলায় তিনি বললেন—"হ্যাঁ, আমি। এখন যাই, পরে দেখা হবে। বড় ব্যস্ত।"

আরামিস্ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যেন একটা নতুন মানুষ—যেন একটা প্রহেলিকা!

মাঝে মাঝে আরামিস্ এমনি ক'রে এড়িয়ে যান; আবার মাঝে মাঝে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন—ঠিক আগেরই মতন।

এ্যাথস্ ও পর্থস্ পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

পর্থস্ বললেন—"আরামিস্ বোধ হয় কি একটা মতলব আঁটছে। মতলব আঁটতে লোকটা চিরদিনই ওস্তাদ।"

এ্যাথস্ একটু ব্যথাহত হয়ে বললেন—"হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের লুকিয়ে ?"

—"ওইটাই তো আরামিসের বড় দোষ! তবে ব্যাপারটা আমরা ঠিক সময়েই জানতে পারব।"

সম্রাটের দর্জ্জি জঁা এসে তার পুরাতন বন্ধু এ্যাথস্ ও পর্থস্কে উপরে নিয়ে গেল; বললে—"এইমাত্র মঁসিয়ে বিশপ ত্য হার্বলি অর্থাৎ আরামিস্ এখান থেকে গেলেন।"

—"হুঁ; কিন্তু আরামিস্ কেন এসেছিল ?"

—"একটা পোষাক তৈরী করাতে।"

—"ও!"

এ্যাথস্ ও পার্থস্ একটু স্বস্তি পেলেন।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই জঁা বললে—সম্রাটের পোষাক—"

এ্যাথস্ আর পর্থস্ দু'জনেই বিস্মিত হলেন; একসঙ্গেই বললেন—"সম্রাটের পোষাক! আরামিস্ তৈরী করাচ্ছে!"

—হ্যাঁ। মঁসিয়ে ফুকের বাড়ীতে ভোজ। আর সেই নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য সম্রাট্ যে পোষাক করছেন, ঠিক তেমনি আর একটা পোষাক।"

এ্যাথস্ বললেন—"ও, বুঝেছি।"

"কি ?"—প্রশ্ন করলেন পর্থস্।

—"হার্বলির মতন অত বড় একটা গীর্জ্জার বিশপ হয়েও তার সাধ মেটেনি! আরো বোধ হয় একটা কিছু সে হতে চায়। তাই সম্রাট্‌কে তোয়াজ করছে। কিন্তু…"

—"আর কিন্তু নেই।"

—"কিন্তু নেই কেন? সম্রাটের পোষাকের মতন ঠিক অমনি আর একটা পোষাকের কি দরকার হল শুনি?"

পর্থস্‌ একটু বেশ ভাবনায় পড়লেন।

—"তা'ছাড়া, সম্রাটের বিরুদ্ধেই কাল আরামিস্‌ এত কথা ব'লে গেল। আর আজই কনা…"

—"হুঁ, তাও তো বটে!"

জঁা তখন দোকানে একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছিল।

এ্যাথস্‌ চুপি-চুপি পর্থসের কানে কানে বললেন—"নিশ্চয় আরামিস্‌ একটা কি মতলবে আছে। কিন্তু সে মতলবটা কি?"

—"ভয় কি? ভাবনাই বা এত বিসের? সময় মত ঠিক আমরা তা' জানতে পারব।"

কিছুক্ষণ পর দোকানের ভিড় ক'মে গেলে, পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে জঁা-এর অনেকক্ষণ হাসি-তামাসা চলল, গল্প-গুজব হল কত রকমের। তারপর দর্জ্জি-বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে এ্যাথস্‌ ও পর্থস্‌ আবার ফিরে চললেন।

বাড়ীতে এসে এ্যাথস্‌ শুধু ভাবতে লাগলেন—আরামিস্‌ কি করবে? কিসের সে মতলব আঁটছে?

পর্থস্ কিন্তু ওসব কিছুই ভাবলেন না। তিনি জানেন, বন্ধু আরামিস্ ঠিক সময় মতই তাদের জানাবে। এতে ভাবনার কিছু নেই। আর সে-কথা আরামিস্‌কে জিজ্ঞাসা করাও এখন উচিত নয়। হয়ত মতলবের তাতে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।…পর্থস্ কয়েক বোতল মদ পান ক'রে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুতে লাগলেন।

ভোজের দিন।

সকাল থেকেই মঁসিয়ে ফুকের বাড়ীতে একটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ প'ড়ে গেছে। সম্রাট্ ছাড়াও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন প্যারির আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বেলা ক্রমেই বেড়ে চলল। নিমন্ত্রিতেরা এসে পৌছলেন একে একে। সম্রাট্‌ও যথাসময়ে সেই দলিল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন, মঁসিয়ে কোলবাৎ ও অন্যান্য পারিষদবর্গও।

ফুকের উপর সম্রাট্ ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এবার ফুকেকে তিনি জিজ্ঞেস করবেন এই কথাটা। তাঁর চোখে আজ মঁসিয়ে ফুকে ঘোরতর অপরাধী। রাজকোষের সমস্ত অর্থই রাজার। একটি কপর্দ্দকও তার আত্মসাৎ করার অর্থ হচ্ছে রাজার অর্থেই হস্তক্ষেপ করা।

কিন্তু ফুকেকে সম্রাট্ সহজে কিছুই বললেন না। তাঁর

বাড়ীতে তিনি ভোজের নিমন্ত্রণে এসেছেন। তা'হাড়া, এসেছেন আরো কত ভদ্রলোক। আর আজই তাঁকে এই কথাটা বলতে যেন সম্রাটের কেমন একটু বাধ-বাধ ঠেক্‌তে লাগল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে দলিলটা তিনি লুকিয়ে রাখলেন। পরে গোপনে প্রশ্ন করলেন—"মঁসিয়ে ফুকের কি শাস্তি হওয়া উচিত, মঁসিয়ে কোলবাৎ?—তস্করের শাস্তি?"

—"শুধু তস্করের নয় সম্রাট্‌, রাজদ্রোহিতারও।"

—"উত্তম।"

সেদিন থেকেই সম্রাটের কাছে মঁসিয়ে কোলবাতের প্রতিপত্তি বেড়ে গেল, যাতায়াত সুরু হল আরো বেশী। অদূর ভবিষ্যতে কোলবাৎই যে ফরাসী দেশের অর্থসচিব হবেন, এতে আর কোন সন্দেহই রইল না। তবে এ কথাটা চাপা রইল অতি গোপনে। সম্রাট্‌ ও মঁসিয়ে কোলবাৎ ছাড়া আর কেউই তা জানলেন না।

—পাঁচ—

ফ্রান্সের কারাগারের নাম বাষ্টিল। তার কর্ত্তৃপক্ষদের আফিস ছিল উপরে, আর সুগভীর মাটির নীচে ছিল সেই কারাগার। বাতাস সেখানে খুব কমই প্রবেশ করত, সূর্য্যের আলোও ভিতরে আসত ভয়ে ভয়ে! অন্ধকার ঘরের কতকগুলো আবার স্যাঁৎসেতেও ছিল। রাজ্যের সমস্ত কয়েদী থাকত

এই ঘরে। তাদের উপর অত্যাচার করা হত ভয়ঙ্কর। পশুর মতন তা'রা আর্ত্তনাদ করত, ছট্‌ফট্‌ করত যন্ত্রণায়। তাদের কান্না আর চীৎকারে পাতালের এই ঘরগুলো সব ভ'রে থাকত।

এই বিশাল কারাগারের কর্ত্তা ছিলেন মঁসিয়ে বেজিমো। দেশের সবাই তাঁকে ঘৃণা করত, ঠিক জল্লাদদের যেমন ঘৃণা করে মানুষে। কিন্তু মঁসিয়ে সে-সব কথায় কান দিতেন না। কারণ, প্রচুর আয় ছিল তাঁর এই কারাগার থেকে। কারাগারে যত কয়েদী বাড়বে, তত বেশী লাভ হবে মঁসিয়ে বেজিমোর। সরকার থেকে প্রত্যেক কয়েদীর খাবার ও অন্যান্য খরচের জন্য টাকা দেওয়া হত তাঁকে। কিন্তু সেই টাকার বেশীর ভাগ জমা হত মঁসিয়ের নামে ব্যাঙ্কে, কয়েদীরা বিশেষ কিছুই পেত না।

হঠাৎ বিশপ আরামিসের একদিন আবির্ভাব হল মঁসিয়ের বাড়ীতে। বিশপকে দেখে তিনি তো ভয় পেয়ে গেলেন! হার্বলি গীর্জ্জার বিশপ হলেও আরামিস্‌ যে একদিন ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ছিলেন, সে-কথা মঁসিয়ে বেজিমো আজও ভুলেননি। কিন্তু দু'চার মিনিট কথাবার্ত্তার পরই আরামিসের সঙ্গে জেলের কর্ত্তার খুব ভাব হয়ে গেল।

আরামিস্‌ একটু হেসে বললেন—"বাষ্টিলের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা মঁসিয়ে বেজিমোর সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম।"

—"সৌভাগ্য আমার মঁসেনিওর!"

মঁসিয়ের বাড়ীতে সেদিন আহারাদি ক'রে আরামিস্‌

খুব জমিয়ে ফেললেন। আর সেই দিন থেকেই কারাধ্যক্ষের কাছে তাঁর যাতায়াত চলতে লাগল বেশ রীতিমত ভাবে। কারাধ্যক্ষও ধন্য হয়ে গেলেন এত বড় একজন নামজাদা বীর আর বিশপের বন্ধুত্ব পেয়ে।

মাঝে মাঝে আরামিস্ মঁসিয়ের সঙ্গে কারাগার দেখতে যেতেন আর দেখতে যেতেন কারাগারের কয়েদীদের। তিনি গল্প করতেন, হাসতেন, কিন্তু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত তাঁর প্রত্যেকটি কয়েদী আর তার নম্বরের উপর! আরামিস্ নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন, অথচ মঁসিয়ে বেজিমো তা' কল্পনাও করতে পারলেন না।

ক'দিন পরের কথা। সেদিন বিকালের দিকে আরামিস্ এসে উপস্থিত হলেন বাষ্টিলে। মঁসিয়ে বেজিমো অমনি সুরু করলেন তাঁকে অভ্যর্থনা আর আপ্যায়ন করতে।

কথা-প্রসঙ্গে আরামিস্ বললেন—"আচ্ছা মঁসিয়ে, তোমার সঙ্গে বাইরের কোন দলের সম্বন্ধ নেই?"

—"দল! কিসের দল?"

—"এই যেমন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য কিছু।"

—"কই, না তো!"

—"মিছে কথা বলো না মঁসিয়ে, আমি সব জানি। মাঝে মাঝে গীর্জ্জা থেকে বিশপদের তুমি কয়েদীর কাছে আসতে দাও।"

ম'সিয়ে বেজিমো ভীত হয়ে উঠলেন ; সসঙ্কোচে বললেন —"হ্যাঁ, দিই। কিন্তু ম'সেনিওর তা' কি ক'রে জানলেন ? একথা আর কেউ জানলে যে আমার সর্ব্বনাশ হবে। রাজার আদেশ—কোন বিশপেরও কয়েদীর কাছে আসা উচিত নয়।"

—"কিন্তু তুমি তাই কর এবং আমিও গীর্জ্জা থেকে এসেছি সেই জন্যই। তুমি নিশ্চয় আমাকে তাদের কাছে যেতে দেবে।"

খ্রীষ্টানদের মধ্যে রীতি আছ—কেউ পীড়িত বা মরণাপন্ন হলে কোন গীর্জ্জার বিশপের কাছে গিয়ে সে নিজের পাপের সমস্ত কথাই স্বীকার ক'রে আসে। কয়েদীরা তো কারাগারের বাইরে যেতে পারে না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ম'সিয়ে বেজিমো তাদের এই সুবিধাটুকু ক'রে দিয়েছেন। কারণ, সারাজীবন ধ'রে তিনি কয়েদীদের উপর এত অত্যাচার করেছেন, এখনো যদি না একটু পুণ্য সঞ্চয় করেন, তবে পরলোকে গিয়ে ভগবানের কাছে কি জবাব দেবেন ?"

ম'সিয়ে বেজিমো অবাক হলেন ; পরে বললেন—"কৈ, আমি ত কোন গীর্জ্জায় কখনো এমন সংবাদ পাঠাইনি ! আপনি বোধ হয় ভুল করছেন ম'সেনিওর। আমার কয়েদীদের মধ্যে কারো অসুখ করেনি, আর এ সংবাদও আমি দিইনি কাউকে।"

—"কিন্তু আমার কাছে এ আদেশ তবে কি ক'রে এল ?"

এমন সময় একজন প্রহরী এসে সংবাদ দিলে—"মঁসিয়ে, বারো নম্বর কয়েদী ভীষণ অসুস্থ, সে একজন বিশপের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

মঁসিয়ে বেজিমো আরো বিস্মিত হয়ে আরামিসের মুখের দিকে তাকালেন।

আরামিস্ বললেন—"দেখ মঁসিয়ে, তুয়ি আমায় মিথ্যা কথা বলেছ। সত্যই তোমার কয়েদীখানায় একজন কয়েদী পীড়িত এবং সে দেখা করতে চায় একজন বিশপের সঙ্গে। অথচ একটু আগেই তুমি তা' অস্বীকার ক'রে আমার অপমান করলে!"

মঁসিয়ে এবার চারদিক অন্ধকার দেখলেন। আরামিসের মত বীরকে অপমান করার শাস্তি যে কী ভয়ানক, মঁসিয়ে বেজিমোর তা জানা ছিল। হয়ত এক্ষুনি আরামিস্ তাঁকে ডুয়েল লড়তে ডাকবেন! এখন উপায়! আরামিসের সঙ্গে কি তিনি পারবেন?

এমনি ভাবে ভাবতে ভাবতে মঁসিয়ে বেজিমো আঁৎকে উঠলেন ভয়ে। জড়িত গলায় বিনীত স্বরে তিনি বললেন—"আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি বন্ধু! আমি জানতাম না, আমায় ক্ষমা করুন।"

আরামিস্ অতি গম্ভীর ভাবে বললেন—"বেশ, আমায় বারো নম্বর কয়েদীর কাছে পাঠিয়ে দাও।"

"এই মুহূর্ত্তে।"—ব'লেই ম'সিয়ে বেজিমো উঠে দাঁড়ালেন।

আরামিসের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল!

সে হাসি কারাধ্যক্ষ দেখতে পেলেন না। তিনি আগে আগে চললেন, আর তাঁর পিছনে চললেন আরামিস্।

মাটির সুগভীর নীচে দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। চারিদিকে শুধু থম্থমে গাঢ় অন্ধকার! তার মধ্য দিয়ে সেই সুড়ঙ্গপথ গেছে ধাঁধার মতন এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-ফিরে। পথটা ভারী স্যাঁৎসেতে। ঠাণ্ডাও ভয়ানক। ডাইনে-বাঁয়ে তার আরো অনেক রাস্তা বেরিয়ে গেছে—ঠিক গাছের ছোট ছোট শাখার মতন।

পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একজন সশস্ত্র প্রহরী। চেহারা তাদের যমদূতের মত! বছরের পর বছর এই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে তা'রা রাত্রিদিন পাহারা দিয়ে দিয়ে বন্য পশুর মতই হিংস্র হয়ে উঠেছে!—নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে রক্তলোলুপ সৈনিকের মত!

প্রহরীদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা মশালের আলো। সেই আলোতে সেখানকার অন্ধকার একটু কমেছে বটে, কিন্তু পাশের অন্ধকার তাতে হয়ে উঠেছে আরো জমাট, আরো ঘুট্ঘুটে, আরো ভয়ানক! মশালগুলো তো দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে না—তা'রা জ্বলছে শ্মশানের নিবন্ত চুল্লীর মত

ধুক্-ধুক্ ক'রে। কারণ, আগেই বলেছ বাতাসেরও এখানে যথেষ্ট অভাব আছে।

আরামিস্ আর মঁসিয়ে বেজিমো এগিয়ে চললেন সেই ভয়ঙ্কর পথ ধ'রে। কিছুদূর গিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটা পথ। তার মধ্যে ঢুকে কয়েকটা ছোট ছোট খোপ পার হওয়ার পর মঁসিয়ে যেখানে যেয়ে দাঁড়ালেন সেখানকার প্রহরীটা একেবারে নুয়ে প'ড়ে তাঁকে সেলাম দিল। তারপর মঁসিয়ে বেজিমো যেন কি ইঙ্গিত করলেন, আব্ছা অন্ধকারে ঠিক বুঝা গেল না। তবে, সেই খোপের ভয়ঙ্কর কঠিন লৌহ কপাট মুহূর্ত্তে খুলে গেল। কপাট খুলবার শব্দে বাষ্টিলের সমস্ত কয়েদী একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত!

অনতিবিলম্বে তা'রা এই ব্যাপারটার কথা নিজেদের মধ্যে প্রচার ক'রে দিল।

এই কয়েদীগুলো রাত্রিদিন ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য ক'রে ঝিমিয়ে পড়ে। জীবনের কোন সাড়া বা চিহ্ন তাদের মধ্যে দেখা যায় না। মরার মত প'ড়ে প'ড়ে পিঠের উপর তা'রা চাবুকের ঘা সহ্য করে, আঙুলের নখের উপর সহ্য করে আঁটানো স্ক্রুর চাপ, আরো এমন অনেক অত্যাচার তা'রা সহ্য করে। তা'রা যেন পাথর হয়ে গেছে! এই পাষাণ কারার প্রাণহীন প্রাচীরগুলোর মতই তা'রা নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে। অসাড় হয়ে গেছে তা'রা!

কিন্তু প্রহরীরা যখন এই বিরাট লৌহ কপাটগুলো সজোরে টেনে খোলে, তখন তা'রা আর মরার মত প'ড়ে থাকে না— সমস্ত অত্যাচার আর যন্ত্রণাকে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যায়। তাদের মনে হয়, কেউ বুঝি ছাড়া পেল। সেই মুক্তির কথা আর বাষ্টিলের বাইরের আলো-বাতাসের কথা কল্পনা ক'রে তা'রা চীৎকার ক'রে ওঠে। নিজেদের যন্ত্রণার সঙ্গে মুক্ত কয়েদীর আনন্দের তুলনা করে।

অনেক সময় আবার একথাও তাদের মনে হয়, আরো কোন দুর্ভাগ্য হয়ত এখানে এল! তার ভবিষ্যৎ অত্যাচার আর যন্ত্রণার কথা ভেবেও তা'রা চীৎকার ক'রে ওঠে। কয়েদী হলেও পরের জন্য দুঃখ হয়, বেদনা হয় তাদের মনে।

সেই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অজস্র চাবুকের নির্ম্মম আঘাত আর সেই সাথে শোনা গেল এক করুণ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ!

আরামিস্ শিউরে উঠলেন!—কি ভীষণ!

তার পর একটা সকরুণ গোঙানির মধ্যে সমস্ত কারাগারটা চুপ হয়ে গেল। যেন হাজার হাজার কয়েদী একসঙ্গে ম'রে গেল এক মুহূর্ত্তেই!

আরামিস্ সেই উন্মুক্ত দোরের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কি ভীষণ অন্ধকার ঘরের ভিতরটা! মাথার উপরে তার মাত্র

একটা ছোট ঘুলঘুলি। সেখান দিয়ে অতি সামান্য আলো ও বাতাসের ক্ষীণ রেশ কোনমতে এসে এখানে পৌঁছেছে। বহু চেষ্টায়ও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না, শুধু অনুভব করলেন, যেন একটা লোক সেখানে আছে।

আরামিসের মত বীরেরও ভয় করতে লাগল!

তলোয়ার হাতে মুক্ত অবস্থায় খুব বীরত্ব দেখান যায়; কিন্তু পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে এসে অদ্বিতীয় বীরেরও শক্তির কোন মূল্যই থাকে না। আরামিসেরও সবল, দৃঢ় ছুটো বাহু যেন ছুর্ব্বল ও আড়ষ্ট হয়ে এল!

মানুষের ক্ষমতায় এই কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের এক টুকরোও সরান সম্ভব নয়, আর ওই পাষাণ প্রাচীরের লৌহময় কপাটও নড়ান অসাধ্য।

হঠাৎ আরামিসের মনে হল—যদি মঁসিয়ে বেজিমো তাঁকে বুদ্ধি ক'রে এখানেই আটকে ফেলে! তার ইঙ্গিতে এর সমস্ত পাষাণের দরজাগুলো মুহূর্ত্তে খুলে যায়, আবার বন্ধ হয়ে যায় মুহূর্ত্তেই।

আরামিস্ এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থেকে মনের সাম্য ভাব ফিরিয়ে আনলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, মঁসিয়ের এত বড় শয়তানি করবার কোন কারণ নেই। তা'ছাড়া, আরামিসের আসল উদ্দেশ্যের কথা এতটুকুও তিনি জানেন না। আর সাহসও তাঁর নিশ্চয় হবে না মঁসিয়ে

বিশপ দ্য হার্বলির উপর এমনি একটা শয়তানি মতলব আরোপ করতে।

মঁসিয়ে বেজিমো এবার কথা বললেন—"মঁসেনিওর! ভিতরে চলুন।"

—"হুঁ, যাব। কিন্তু, কি ভয়ানক অন্ধকার!"

মঁসিয়ে বেজিমো আবার ইঙ্গিত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মশালধারী দু'জন সশস্ত্র সৈনিক এসে উপস্থিত হল। তা'রা সেই খোপের মধ্যে ঢুকল দুটো মশাল নিয়ে। পেছনে পেছনে মঁসিয়ে বেজিমো প্রবেশ করলেন; সঙ্গে গেলেন আরামিস্‌ও। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরামিস্ দেখলেন একটি কয়েদীকে।

মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল,—একটা লোহার আসনের উপর কয়েদীটি ব'সে আছে; গায়ে তার কতকগুলো পোষাক—সমস্তই অপরিষ্কার, ছিন্নভিন্ন!

মঁসিয়ে বেজিমোকে দেখে কয়েদী উঠে দাঁড়াল। মুখে চোখে তার ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের সুস্পষ্ট চিহ্ন!

আরামিস্ তখন মঁসিয়ে বেজিমোর দিকে তাকিয়ে বললেন —"এবার মঁসিয়ে যেতে পারেন। কারণ, অপরাধীরা ত বিশপ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে তাদের পাপের কথা স্বীকার করবে না। আর সেভাবে পাপের কথা স্বীকার করানটাও খ্রীষ্টানধর্ম্মের নীতি-বিরুদ্ধ।"

মঁসিয়ে বেজিমো চ'লে গেলেন। পেছনে গেল তাঁর মশালচিরাও। মঁসিয়ের ইঙ্গিত মত আগেই তা'রা মশাল দুটোকে খাপে লাগিয়েছিল।

আরামিস্ এবার কয়েদীর দিকে এগিয়ে এলেন।

কয়েদীর বয়স মাত্র বাইশ কি তেইশ বছর হবে। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। কারাবাসের মলিনতা দেহের বর্ণকে একটু মলিন ক'রে দিয়েছে, কিন্তু এই জঘন্য কারাগারের মধ্যে থেকেও স্বাস্থ্য আছে তার অটুট!

কয়েদীর দিকে তাকিয়ে আরামিস্ একটু হাসলেন।

আরামিস্‌কে দেখে কয়েদী যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ দুটো তার চিন্তায় ও বিস্ময়ে উঠল দীপ্ত হয়ে।

আরামিস্ বললেন—"তুমি একজন বিশপকে চেয়েছিলে?"

"না।"—জড়সড়ভাবে উত্তর দিলে কয়েদী।

—"না!"

কয়েদীর মনের ভাবটা আরামিস্ যেন বুঝতে পেরেছেন, ঠিক এমনিভাবে একটু হাসলেন। সে হাসিতে কয়েদী আরো বিব্রত হয়ে পড়ল। আরামিসের মুখের দিকে সে তাকালে।

কয়েদীর চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৌতুক অনুভব ক'রে আরামিস্ প্রশ্ন করলেন—"কি দেখছ? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন একদৃষ্টে?"

—"আমি আপনাকে চিনি। যেন কোথাও এর আগে দেখেছি, অথচ স্পষ্ট মনে পড়ছে না এখন।"

—"হুঁ, দেখেছ। কিন্তু বিশপ চাওনি তুমি?"

—"না, আমি বেশ সুস্থ আছি। কোন অসুখই করেনি আমার।"

—"সে-কথা আমি জানি।"

—"জানেন?"

কয়েদীর বিস্ময় আরো বাড়ল।

—"হ্যাঁ। তোমার খাবারের রেকাবীতে আমিই কাগজের টুকরো পাঠিয়েছিলাম।"

—"আপনি?"

—"কি ক'রে পাঠালাম তা' ভেবে বিস্মিত হয়েছ?—মঁসিয়ে বেজিমোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

আতঙ্কে কয়েদী আঁৎকে উঠল।

—"তা'হলে এ কাগজের টুকরোর কথা মঁসিয়ে বেজিমোও জানেন?"

—"না, ভয় নেই। আমি অতি গোপনে সেটা দিয়েছিলাম; এমন কি যে তোমার খাবার আনে, সেও জানেনি।"

—"কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজন?"

—"প্রয়োজন? আছে। আচ্ছা, আমায় তুমি কোথায় দেখেছিলে, কিছু মনে পড়ে?"

—"হ্যাঁ, একটু একটু পড়ে। বোধ হয় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে।"

—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। মাদাম পেরোনিতের সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতাম।"

—"এ্যাঁ! তিনি যে আমার মা। আপনার সঙ্গে আর একটি মহিলাও দেখা করতে আসতেন।"

—"হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। কিন্তু মাদাম পেরোনিৎ তোমার মা নয়।"

—"মা নয়!"

কয়েদী উন্মাদের মত উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠল।

—"না। তিনি তোমার ধাত্রী।"

—"ধাত্রী!"

জড়িত গলায় কয়েদী রাজপুত্র ফিলিপ্ প্রশ্ন করলেন—"তবে আমার মা কে?"

"শান্ত হও, পরে বলছি! আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে?"

—"হ্যাঁ।"

—"ইতিহাস পড়নি?"

—"ইতিহাস কি?"

"—যে বইতে দেশ-বিদেশের সকল রাজবংশের কাহিনী লেখা থাকে। তেমন বই পড়নি?"

—"না।"

—"তা'হলে ফরাসী দেশের ইতিহাস তুমি জান না?"

—"না। শেখাননি ত!"

—"ফরাসী দেশের বর্ত্তমান সম্রাটের নাম কি তা' জান?"

—"জানি।...চতুর্দ্দশ লুই।"

"হ্যাঁ, তাঁর বাবার নাম ছিল ত্রয়োদশ লুই। তুমি কোনদিন সেই রাজার ছবি বা চেহারা দেখেছ?"

—"হ্যাঁ। টাকার উপরে তাঁর ছবি রয়েছে।"

—"বেশ। যে ঘরে তুমি থাকতে সে ঘরে কোন আয়না ছিল না?"

—"ছিল।"

—"তবে, কখনো তাতে নিজের মুখ দেখনি?"

—"দেখেছি।—কেন বলুন ত?"

—"সবই একে একে বলব, শোন। আয়নাতে যখন নিজের মুখ দেখতে, টাকার উপরে সেই ছবির কথা তোমার মনে পড়ত না?"

—"না।"

—"আচ্ছা, আজ আবার—দেখ দেখি।"

আরামিস্ নিজের জামার পকেট থেকে একখানা ছোট আয়না বের ক'রে দিলেন আর সঙ্গে দিলেন ত্রয়োদশ লুইয়ের মুখ আঁটা একটা টাকা।



টাকা আর আয়নাটা নিয়ে··বার বার দেখল।—৬৫ পৃষ্ঠা

কয়েদী যেন মন্ত্রমুগ্ধ! সে কি বলছে, কি শুনছে সে, তা' যেন তার স্পষ্ট ক'রে কিছুই ধারণা নেই। টাকা আর আয়নাটা নিয়ে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মশালের আলোতে বার বার দেখল। দেখল, এই মাটির নীচে আলো-বাতাসহীন অন্ধকার কারাগারে দীর্ঘকাল বাস এবং নির্ম্মম অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য ক'রে তার মুখের একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে, বিশ্রী হয়েছে মাথার সুন্দর চুলগুলো—কেটে ছোট ছোট করায়। তবুও আয়নাতে সে নিজের মুখ দেখে বিস্মিত হল! মনে হল এ যেন প্রহেলিকা—একটা যাত্বিদ্যা! কয়েদী আর দেখতে পারল না! মগজটা তার কেমন ক'রে উঠল! পাগল হল নাকি সে! বাঁ হাতে আয়নার মধ্যে রয়েছে নিজের প্রতিবিম্ব, ডান হাতে রয়েছে টাকার উপরে রাজার মুখের সুস্পষ্ট ছবি। ত্বটোতে একি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য!

ব্যাকুল ও বিমূঢ়ভাবে সে জিজ্ঞেস করল—"কি, কি এ?"

হঠাৎ আরামিস্ উঠে সেই বন্দীর পায়ের তলায় নতজানু হয়ে বসলেন। পরে অভিবাদন ক'রে গম্ভীর নম্রভাবে বললেন—"আপনিই ফরাসী দেশের সম্রাট্।"

—"আমি!"

চীৎকার করে রাজপুত্র টুলটার উপর ব'সে পড়লেন।

স্বপ্ন! এ কি ত্বঃস্বপ্ন?

রাজপুত্রের অবস্থা বুঝে আরামিস্ একটু মৃত্ব হাসলেন।

আবার সেলাম জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন—"আপনিই ফরাসী দেশের সম্রাট্।"

"আপনি পাগল, না পাগল আমি?"—পূর্ব্বের মতই রাজপুত্র চীৎকার ক'রে উঠলেন।

কিন্তু আরামিস্ এবারেও হাসলেন! তারপর বললেন—"পাগল আমরা কেউই নয়, সম্রাট্।"

—"সম্রাট্? বন্দী—সম্রাট্!"

—"হ্যাঁ, ফরাসী দেশের সিংহাসন যার হওয়া উচিত, তিনি আজ কারাগারের দুর্গন্ধ অন্ধকার কক্ষে বন্দী! আর রাজ্যে যার সত্যিই অধিকার নেই, সে-ই বসেছে সিংহাসনে! অথচ মাতাল ও ব্যভিচারী সে।"

—"এ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে বিশপ! আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? না, সমস্ত কথাই স্পষ্ট ক'রে বলছি ও শুনছি!"

—"ধৈর্য্য ধরুন সম্রাট্।"

আরামিস্ ধীরে ধীরে সমস্ত ইতিহাস বলতে লাগলেন।

কি অদ্ভুত আর কি বিচিত্র সেই অতীত কাহিনী!

রাজপুত্রের ধমনীতে ধমনীতে রক্ত খেলে গেল তড়িতের মতন! একটু কি ভেবে তিনি আবার বললেন—"এ আমি কি শুনছি। এ কি স্বপ্ন, না সত্য?"

আরামিস্ আবার নতজানু হয়ে বললেন—"বর্ত্তমান রাজাকে

ফ্রান্সের অধিবাসীরা চায় না। তা'রা চায় অপর একজনকে, যাঁর কাছে তা'রা প্রাপ্য অধিকার, স্নেহ, বাৎসল্য পাবে—আর পাবে উদার মনের নিখুঁত পরিচয়।"

—"কিন্তু আমি যে বন্দী!"

আরামিস্ একটু থেমে আরো গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন —"কারাগারের এ পাষাণ প্রাচীর ব্যর্থ ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়ব। বছরের পর বছর ফ্রান্সের রাজপুত্র বাষ্টিলের দুর্গন্ধ কক্ষে পচে' মরবেন, একথা ভগবান কখনো সইবেন না, সইবে না কোন মানুষও।"

আরামিসের এই উত্তেজিত কথাগুলো রাজপুত্র ফিলিপ্ বিশ্বাস করছেন কিনা, বোঝা গেল না। চোখ দুটোতে শুধু তাঁর আলো আর ছায়া খেলে গেল। আশা আর হতাশার দোলায় তিনি দুলতে লাগলেন, কোনও কথা বললেন না!

রাজপুত্রের মুখের দিকে আরামিস্ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর মনের অবস্থাটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে।

এমনি ভাবে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড গিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত চ'লে গেল। দু'জনের মধ্যে আর কথা বললেন না কেউ। উভয়েই তাঁরা নীরব, নিস্তব্ধ—যেন পাথরে তৈরী দুটো মানুষের মূর্ত্তি সেখানে ব'সে রয়েছে।

আরামিস্ অতি সুচতুর হয়েও রাজপুত্রকে ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি কি বলতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ

ফিলিপ্ জিজ্ঞেস করলেন—"আমি যে এখানে বন্দী, তা' কি আমার মা জানেন না?"

—"না সম্রাট্! জানবার মত সুবিধে তাঁর নেই।"

রাজপুত্রের চোখ দুটো আশায় ও প্রতিহিংসায় জ্বলে' উঠল।

আরামিস্ বললেন—"কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু আর মঁসিয়ে মাজার্যাঁ মাদাম পেরোনিৎকে হত্যা করিয়েছিলেন আর আপনাকে পাঠিয়েছিলেন এই অন্ধকার কারাগারে। তারপর সম্রাজ্ঞীকে তাঁরা বলেন যে, আপনার মৃত্যু হয়েছে! আপনার শোকে সম্রাজ্ঞী একেবারে ভেঙে পড়লেন। সেই যে তিনি শয্যা নিয়েছেন, আজও সে শয্যা ছাড়েননি!"

রাজপুত্র নীরবে এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললেন—"আর আমি যাঁকে বাবা ব'লে ডাকতাম, তিনি?"

—"তাঁর সংবাদ কেউ রাখে না। তবে, কার্ডিন্যাল্ রিচল্যু আর মঁসিয়ে মাজার্যাঁ প্রচার করেছিলেন, আপনার শোকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সে-কথা একেবারেই মিথ্যা। হয়ত তাঁকেও ওঁরা এমনি ভাবে কোথাও বন্দী ক'রে রেখেছেন, কিংবা শেষ ক'রে দিয়েছেন মাদাম্ পিরোনিতের মতই।"

রাজপুত্র ভাবতে লাগলেন গভীর ভাবনা। এত বড় অতীত আর বিরাট ভবিষ্যৎ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিল।

আরামিস্ আবার নতজানু হয়ে বললেন—"আপনি চিন্তিত হবেন না সম্রাট্। আজ এই কারাগারের অন্ধকার কক্ষে আমি

যাঁকে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন করেছি, দু'দিন পরে প্যারির সিংহাসন-তলে সমগ্র ফরাসী দেশ তাঁকেই প্রণাম জানাবে।"

—"কিন্তু, মঁসিয়ে বিশপ দ্য হার্বলি......"

"আমায় আরামিস্ বলুন সম্রাট্!"—বাধা দিয়ে বললেন আরামিস্ঃ "যে এ্যাথস্, পর্থস্, আরামিস্ আর দ্যর্তাগ্নানের নামে একদিন সারা ফ্রান্স কাঁপত আজও তা'রা কেউ মরেনি। তাদের অস্ত্রও ন্যায়ের জন্য ঝন্ঝন্ শব্দে নেচে উঠবে, যুদ্ধ করবে তা'রা সত্যের জন্য! ফ্রান্সের এই দুর্দ্দিন আবার চ'লে যাবে। অত্যাচার, অনাচার-পীড়িত এই অবস্থার শেষ হবে।"

—মঁসিয়ে আরামিস্! এ স্বপ্ন যে ক্ষুদ্র ভেলায় চ'ড়ে সমুদ্র অভিযানের মতই ভীষণ, তেমনই অলীক!"

—"স্বপ্ন নয়। আপনি হতাশ হবেন না সম্রাট্।"

আরামিসের এই সম্রাট্ অভিভাষণটা রাজপুত্রের কাছে বিদ্রূপের মত মনে হল, মুখে এনে দিল তাঁর এক অদ্ভুত ভাবের অভিব্যক্তি! প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি বললেন—"সম্রাট্? মঁসিয়ে আরামিস্, এ সম্মানটা যেন আমার কাছে পরিহাসের মতই তীব্র ও তিক্ত লাগছে! একটা বন্দী, যার চারদিকে শুধু পাষাণ প্রাচীর দানবের মতন ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার কাছে আলো-বাতাস আসে অতি ভয়ে ভয়ে, বাইরের জগতের অস্তিত্বও গেছে যার কাছে ম'রে, তাকে এ নামে আহ্বান করা কি পরিহাস নয়?

তবে কি সে দেবদূত ?

করযোড়ে রাজপুত্র ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

—ছয়—

সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইএর সঙ্গে স্পেনের রাজকন্যা হেন্‌রিয়েটার বিয়ের ঠিক হয়েছিল ব'লে হেন্‌রিয়েটা তখন প্যারির রাজপ্রাসাদে বাস করছিলেন। অধিকাংশ সময়ই সম্রাট্ মাতাল হয়ে বিলাস-কক্ষে প'ড়ে থাকেন। ভাবী বধূর সঙ্গে তাঁর দেখাশুনা হয় খুব কমই। রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গেও প্রায় সেইরূপ। তা'ছাড়া, প্রহরীদের উপর তাঁর কঠিন আদেশ ছিল যে, বিলাস-কক্ষে যেন ভাবী সম্রাজ্ঞীও কখনো প্রবেশ না করেন।

সম্রাটের এইরূপ ব্যবহারে সমস্ত ফ্রান্স বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, হেন্‌রিয়েটার মনের অবস্থাও ছিল না এতে ভাল। রাজ্যের কাজকর্ম্ম সব রাজকর্ম্মচারীরাই করতেন, সম্রাট্ তা' একেবারেই দেখতেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ আদেশের উপর মন্ত্রীরা এসে তাঁর সই করিয়ে নিতেন।

বছরের যেই পবিত্র দিনে সম্রাট্ গীর্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করেন, সেদিন প্রায় এসে পড়েছে; তাই রাজ্যের সর্ব্বত্র প'ড়ে গেছে একটা বিষম সাড়া।

সেই পবিত্র দিনে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে দেখবার জন্য গীর্জ্জার পথে প্যারি শহরের অজস্র নাগরিক এবং ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারাও ঐ সময়ে আসে। তখন প্রশস্ত পথের দু'ধারে বাড়ীর ছাদে ও বারান্দায়, ছোট-বড় গাছের শাখা-প্রশাখায় লোক আর ধরে না। সেই জন-কোলাহলের মধ্য দিয়ে একটা সুসজ্জিত গাড়ীতে তাঁরা গীর্জ্জায় যান। মুহুর্মুহু চারদিক থেকে উল্লাসধ্বনি উত্থিত হয়, মরালগামী গাড়ীখানা ভ'রে যায় রং-বেরঙের ফুলে।

এই প্রথা রাজার কর্ম্মচারীরা সবাই জানতেন। কিন্তু রাজপুরুষদের কানে এবার একটা নূতন কথা এসেছে—সম্রাটের অনাচার ও অবহেলায় নাকি প্রজাদের আর দুরবস্থার সীমা নেই! তাই এবারও তা'রা আসবে, তবে আনন্দ নিয়ে নয়! তা'রা আসবে সম্রাটের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে, অভিমান করতে ছেলেমেয়ের মতই। অথচ সম্রাট্ এই জনতাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন না। তখন হয়ত জনসমুদ্রের প্রবল স্রোতে রাজার সম্মান ও শক্তি মুহূর্ত্তে কোথায় ভেসে যাবে!

ম'সিয়ে কোলবাতের মুখে ম'সিয়ে ফুকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে সম্রাট্ কোলবাৎকেই নিজের মন্ত্রণার জন্য আহ্বান করতেন এবং তাঁরই হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যের অনেক কিছুরই ভার।

দেখতে দেখতে বাকী দিনগুলো সব চ'লে গেল। নিশা-শেষেই দেখা দেবে সেই পবিত্র দিন।

ভোরের আকাশে শুকতারা তখনো ডোবেনি, পাখীরা বেরোয়নি বাসা থেকে। নগরী তখনো রয়েছে নীরব, নিস্তব্ধ, নিঝুম। এমনি সময় উঠে মঁসিয়ে কোলবাৎ এই পবিত্র দিনটি উদ্‌যাপনের সমস্ত ব্যবস্থা করছিলেন।

বেলা ক্রমে বেড়ে চলল, গীর্জ্জায় যাবার ব্যবস্থাদি হল শেষ। কিন্তু আকস্মিক একটা বিপদ ঘটে গেল।

ঘড়িতে প্রায় ন'টা বাজে। যখন গীর্জ্জায় যাওয়ার কথা, তার বাকী আছে মাত্র আর ঘণ্টাখানেক। অথচ শোনা গেল যে, সম্রাট্ তখনো তাঁর বিলাস-কক্ষেই রয়েছেন! রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বিশেষ ক'রে মঁসিয়ে ফুকে আর মঁসিয়ে কোলবাৎ ত বটেই।

পূর্ব্বের মত কোন কাজে ফুকেকে আর সম্রাট্ তেমন ডাকেন না। তাই না যেয়ে পারলে ফুকেও বড় একটা যান না সম্রাটের কাছে। অতএব ভয়ের এতে যথেষ্ট কারণ থাকলেও কোলবাৎকেই অগত্যা শেষে যেতে হল।

কোলবাৎ প্রহরীর কাছে গিয়ে চুপি-চুপি প্রশ্ন করলেন—"সম্রাটের কি আদেশ, প্রহরী ?"

"তাঁর সঙ্গে আজ কারো সাক্ষাৎ নিষেধ।"—অভিবাদন জানিয়ে উত্তর দিল প্রহরী।

ম'সিয়ে কোলবাৎ বিষম ভাবনায় পড়লেন। সাক্ষাৎ যখন নিষেধ, সম্রাটের তা'হলে দেখা পাওয়া আজ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু গীর্জ্জায় যাওয়ার কি হবে? পথে যে জনতা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের বিপুল অভিযোগ আর অভ্যর্থনা নিয়ে! বছরে মাত্র একটা দিন তা'রা সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীকে দেখবে ব'লে দূর-দূরান্তর থেকে এসে ভিড় করে। অথচ সম্রাটের এই নিষ্ঠুর আদেশ! কি ব'লে তাদের বোঝাব, কি উত্তর দেব তাদের প্রশ্নের? তা'ছাড়া, আজই সেই পবিত্র দিবস। রাজবংশের সমস্ত রাজাই বহুকাল থেকে এই দিনে গীর্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করেছেন। আর এত দিনের সেই নিয়ম আজ ভঙ্গ হবে এই প্রথম! তা'হলে এখন উপায়?

কোলবাৎ খুব ভাবতে ভাবতেই ফিরছিলেন। হঠাৎ পথে দেখা হল তাঁর আরামিসের সঙ্গে।

আরামিস্ একটু মুচকি হেসে বললেন—"সুপ্রভাত!"

"সুপ্রভাত!"—চিন্তাজড়িত সুরে প্রতিধ্বনি করলেন কোলবাৎ।

কোলবাতের সেই চিন্তাজড়িত মুখখানা আরামিসের দৃষ্টি এড়াল না। আরামিস্ আবার একটু হাসলেন। যেন এই চিন্তার কারণ তিনি পূর্ব্বেই কিছু জানতে পেরেছেন!

"ব্যাপার কি? ম'সিয়েকে আজ যেন খুব চিন্তান্বিত দেখছি।"—প্রশ্ন করলেন আরামিস্।

—"হুঁ।"

—"কিন্তু চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে? মঁসিয়ের উপর ত সম্রাটের দৃষ্টি আজকাল খুব প্রসন্ন!"

মঁসিয়ে কোলবাৎ নীরব হলেন। তিনি অনুভব করলেন আরামিসের কথার ভাবার্থটা। তারপর মুখ থেকে তাঁর চিন্তার সমস্ত ছায়া সরিয়ে ফেলে বললেন—"মঁসেনিওরকেও ত সম্রাট্ তাঁর প্রসাদ থেকে এতটুকু বঞ্চিত করেননি!"

আরামিস্ এবার হাসলেন—ক্ষীণ, কুটিল হাসি! কিন্তু মঁসিয়ে কোলবাৎ সে হাসির অর্থ কিছুই বুঝতে সক্ষম হলেন না!

আরামিস্ বললেন—"আজ এই পবিত্র দিবসে আমি সম্রাটের জয় কামনা করি।"

"আমিও প্রার্থনা করি তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন জয়ের!"—উত্তর দিলেন মঁসিয়ে কোলবাৎ।

"রাজপথ লোকারণ্য। সম্রাটের শোভাযাত্রা বেরোবে কখন?"—প্রশ্ন করলেন আরামিস্।

আরামিসের প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কোলবাৎ বললেন—"তা' ত ঠিক জানি না মঁসেনিওর!"

আরামিস্ বেশ স্পষ্ট বুঝলেন, মঁসিয়ে কোলবাৎ তাঁর কথার উত্তর দিতে নারাজ; তাই তাঁকে এমনিভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ এই উত্তরটাতে আরামিসের যথেষ্ট প্রয়োজন

আছে। তা'ছাড়া, রীতিমত একটা মতলবও এঁটে এসেছেন তিনি। কিন্তু কোলবাতের এড়িয়ে চলার এই প্রচেষ্টায় তিনি একটু কি ভেবে বললেন—"এ যে অসম্ভব, মঁসিয়ে!"

-"অসম্ভব?"

মঁসিয়ে কোলবাৎ ভ্রূকুটি করলেন। যেন আরামিস্ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছেন আর অপমান করছেন একটু ঘুরিয়ে!

আরামিস্ ভ্রূকুটি লক্ষ্য করলেও ভীত হলেন না তাতে এতটুকুও। বেশ শান্ত, সহজ ও সংযত গলায় তিনি উত্তর দিলেন—"অসম্ভব বৈ কি! মঁসিয়ে কোলবাৎ হচ্ছেন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। তা'ছাড়া, দু'দিন পরে যে তিনিই ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব হবেন, তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। আর সেই মঁসিয়ের কাছে কখনো সম্রাটের কোনও কথা লুকান থাকতে পারে? অসম্ভব! আপনার মত ভাগ্যবান্ ফ্রান্সে এখন আর একজনও নেই। সত্যই ত, এমন সুযোগ্য লোক যে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, তাতে সন্দেহেরই বা কি থাকতে পারে? এতে অবশ্য সম্রাটেরই বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।"

অতি বড় দানবও প্রশংসায় কাতর হয় আর মানুষ ত অতি সামান্য। তাতে আবার মঁসিয়ে কোলবাৎ। তা'ছাড়া, এত সহজে দুর্ব্বল হয়ে পড়ারও তাঁর একটু কারণ ছিল।

কোলাবাৎ নিজে জানেন যে, সম্রাট্ তাঁর উপর সত্যিই খুব

প্রসন্ন। কিন্তু রাজসভাতে কেউ তাঁকে সম্মান করে না, মানতে চায় না তাঁর প্রতিপত্তি। মঁসিয়ে ফুকেরই সেখানে আধিপত্য এখনো অটুট। তাঁর নামে সবাই একেবারে সম্ভ্রমে যেন জল হয়ে যায়! অথচ আরামিসের মত একজন লোকের মুখে আজ তার বিপরীত কথা শুনলেন। শুনে কোলবাৎ ভুলে গেলেন সম্রাটের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ—ভুলে গেলেন যে দুশ্চিন্তা তাঁর হয়েছিল। মুহূর্ত্তে সারা অন্তরটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলোও তাঁর মনে হল,—আরামিসের মত একজন সহকারী, একজন বন্ধু পাওয়া নিতান্ত কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়! তাঁর বন্ধুত্ব পেলে ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে এ্যাথস্, পর্থস্, আর সেনাপতি দ্যর্তাগ্নানের বন্ধুত্ব। ফরাসী দেশে এই চারজনের সম্মান ও প্রতিপত্তিই এখন সবচাইতে বেশী। তাঁদের নামে আজও দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সম্ভ্রমে মাথা নত করে, শিউরে উঠে সবাই ভয়ে। আর মঁসিয়ে ফুকের এই ভীষণ প্রতিপত্তির একটা কারণও হল এই চারটি বীরের বন্ধুত্ব। হাতে-রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা পেতে হলে, আমাকেও ধীরে ধীরে এই চারজনের বন্ধুত্ব পেতে হবে।

মঁসিয়ে কোলবাতের কোন সন্দেহই ছিল না যে, আরামিস্ তাঁর সঙ্গে ধূর্ত্ততা করছেন। কারণ, মাস্কেটিয়াররা চিরদিন যুদ্ধ করছেন সত্যের জন্য। মিথ্যা কথা বলাকে

তাঁরা সব সময় পাপ ব'লেই ভাবেন। তা'ছাড়া আরামিস্ এখন ফ্রান্সের হার্বলির মত একটা শ্রেষ্ঠ গীর্জ্জার সম্ভ্রান্ত বিশপ। তাঁর মুখে মিথ্যা কথা অসম্ভব। তাই আরামিসের কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের একটু ইসারা পেয়ে কোলবাৎ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি একটু থেমে বললেন—"মঁসিয়ে বিশপ ছ্য হার্বলিও ত সম্রাটের প্রসাদ থেকে একটুকু বঞ্চিত হননি।"

আরামিস্ তৎক্ষণাৎ সেই মেঝের উপর নতজানু হয়ে সম্রাটের উদ্দেশে নমস্কার, সম্মান ও ধন্যবাদ জানালেন। মঁসিয়ে কোলবাতের কোমল কণ্ঠস্বরে তাঁর মুখে ফুটে উঠল হাঁসির রেখা। ঠোঁটের তুই কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত হল আরামিসের।

"কিন্তু মঁসিয়ে, এখন সম্রাট্ কোথায়?"—প্রশ্ন করলেন আরামিস্।

—"তাঁর বিলাস-বক্ষে।"

—"বিলাস-কক্ষে?"

অস্ফুট-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলেন আরামিস্। আগে থেকেই যেন এমনি একটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন।

আরামিস্ একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু গীর্জ্জায় যাওয়ার সময় ত প্রায় হল! তা'হলে কি সম্রাট্ আজ গীর্জ্জায় যাবেন না?"

—"সম্রাটের সেই রকমই আদেশ। বিলাস-কক্ষের দরজা বন্ধ, পাহারায় দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রহরী। সেখানে প্রবেশ সকলেরই নিষেধ।"

আরামিস্ ভাবতে লাগলেন; তারপর বললেন—"কিন্তু বিরাট জনতা যে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করছে! তা'ছাড়া, আজকার পবিত্র দিনে গীর্জ্জাতে সম্রাটের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। নইলে রাজ-বংশ কলঙ্কিত হবে, পূর্ব্বপুরুষদের মাথা লজ্জায় নত হবে পৃথিবীর সম্মুখে!"

"কিন্তু উপায় কি? সম্রাটের খেয়াল! তিনিই আইন ও সংস্কারের পিতা, রক্ষকও তার তিনি। তিনি রাখতেও পারেন, ধ্বংস করতেও পারেন। সবই ত মঁসেনিওর, নির্ভর করে তাঁরই ইচ্ছার উপর।"

মঁসিয়ে কোলবাতের কথাটা যেন সম্রাটের কার্য্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করল।

আরামিস্ একটু থেমে বললেন—"তা ত সত্যি কথা। কিন্তু আমরা যত সহজে বুঝতে পারি, দেশের মূর্খ লোকেরা ত তা' পারে না। সংস্কারগুলোকেই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তা'রা পবিত্র ব'লে ভাবে।"

—"তা ব'লে মূর্খদের নিয়ে সম্রাটের বেঁচে থাকা চলে না!"

—"অর্থাৎ আজকের এই পবিত্র দিনে সমাট্ গীর্জ্জায় যাবেন না, কেমন?"

"যাওয়া সম্ভব হবে না তাঁর।"

—"উত্তম। কিন্তু মঁসিয়ের কাছে আমার একটা প্রস্তাব ছিল।"

—"ছিঃ! নম্রতা দেখিয়ে আমায় লজ্জিত করবেন না, মঁসেনিওর।"

আরামিস্ একটু সৌজন্যের হাসি হেসে উত্তর করলেন—"বেশ, বন্ধুর মত সহজ ভাবেই বলছি তবে।"

—"বলুন।"

—"আচ্ছা, মূর্খ প্রজাদের মনে মিছামিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

—কিন্তু সম্রাটের বিলাসে বাধা হতে পারে, এমন কাজে প্রজাদের দুঃখ করাও কি অন্যায় নয়? তা'ছাড়া, রাজভক্তিরও তো তাতে বিনাশ হয়।"

—"নিশ্চয়ই! কিন্তু মূর্খ প্রজাদের যদি ঠকান যায়, তবে কি আরো বেশী গৌরবের হয় না? সম্রাটের তাতে সম্মান থাকে, বিলাসের হয় না হানি আর মূর্খ প্রজারাও ঠকে, অথচ কষ্টও পায় না তা'রা।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ আরামিসের কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলেন না। অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আরামিসের মুখের দিকে। মুহূর্ত্তে পরে বললেন—"মঁসিয়ে বিশপের কথা ত আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

আরামিস্ ঈষৎ হাসলেন।

নিজেকে বেশ মনোযোগী ক'রে কোলবাৎ আবার তাকালেন আরামিসের দিকে।

—"এমন ভাবে সে কাজটা করা যেতে পারে যে, আমাদের সম্রাট্ আর সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত মঁসিয়ে কোলবাৎ জানবেন আর জানবে সম্রাটের প্রসাদ-ভোগী এই বিশপ আরামিস্। তা' ভিন্ন জগতের আর সকলেই ঠকবে, একথা আমি দিব্যি ক'রেও বলতে পারি।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ এবার বিস্মিত হলেন; বললেন—"কেমন ক'রে তা' হতে পারে?"

—"কেমন ক'রে, তবে শুনুন।—বাষ্টিলে গিয়েছিলাম একজন রোগী কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে। মুহূর্ত্ত কয়েক যেতে না যেতেই তার চেহারা দেখে আমি আশ্চর্য্য হলাম। তাকে ঠিক সম্রাটের মত দেখতে।"

—"সম্রাটের মত!"

"—হ্যাঁ, অবিকল সম্রাটের মত। এমন কি সাজিয়ে দিলে আমরাও হয়ত ঠকে যেতে পারি। তাই বলছিলাম যে, কারাগার থেকে আজ তাকেই নিয়ে এসে রাজবেশ পরিয়ে গীর্জ্জায় পাঠান যেতে পারে।"

—"কিন্তু সম্রাটের যে তাতে অপমান হবে।"

—আরামিস্ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। পরে মুখ

এগিয়ে কোলবাতের কানের কাছে অতি চুপি-চুপি বললেন— "মূর্খ প্রজাদের ঠকান হবে আর সম্রাটেরও এতে অসম্মানের কোন কারণ নেই। কারণ, রঙ্গমঞ্চে যখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ভূমিকায় অভিনয় করা হয়, তখন ত আর সত্যিই তাঁদের অপমান হয় না। আমাদের সম্রাটও হলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অতএব তাঁর ভূমিকায় সাধারণ লোক অভিনয় করলেও কিছু এসে যায় না। তা'ছাড়া বুঝতে বা জানতেও ত পারবে না কেউ এসব কথা!"

ভবিষ্যতের আশায় কোলবাৎ রাজী হয়ে বললেন—"বেশ, কয়েদীর নম্বর কত?"

—"বারো।"

—"আচ্ছা, এই বারো নম্বর কয়েদীর মুক্তির প্রয়োজন জানিয়ে আমি সম্রাটের নামে এখুনি আদেশ দিচ্ছি। মঁসিয়ে বেজিমো নিশ্চয় সে আদেশ অমান্য করতে সাহস পাবেন না।"

—"নিশ্চয়ই না। বর্ত্তমান ফ্রান্সে মঁসিয়ে কোলবাতের কথার অসম্মান করে তেমন লোক আর নেই বললেই চলে। এমন কি মঁসিয়ে ফুকেও বোধ হয় পারেন না।"

আত্মগৌরব শুনে কোলবাৎ একটু হাসলেন তৃপ্তির হাসি। সম্রাটের নামে নিজেই তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ লিখে দিলেন।

সানন্দে আরামিস্ ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন বাষ্টিলের পথে।

—সাত—

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরামিস্ এসে বাষ্টিলে পৌঁছলেন একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে। গাড়োয়ানটা ছিল তার একেবারেই অন্ধ। তবে, গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে ঘোড়াকে সে খুব তালিম ক'রে নিয়েছে আর বাষ্টিলের পথেই এসেছে অনেকবার।

ঠিকই হয়েছে। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে।

আরামিস্ চেয়েছিলেন,—গাড়োয়ানটা যাতে এখানকার পথঘাট কিছু না চেনে, দেখতে না পায় কোনও লোককে। এমন কি গাড়ীটা যে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছে তাও যেন সে না বুঝতে পারে। অথচ কাজটা তাকে দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে যায়। কারণ, জানা-জানি হলে এতে অনেক অসুবিধে আছে, আশঙ্কাও আছে যথেষ্ট।

আরামিস্ জানতেন গাড়োয়ানটা একেবার প্রাসাদের মধ্যে কোন দিন যায়নি। অতএব সেখানকার পথঘাট সমস্তই তার অজানা। তবুও সাবধানের মার নেই। কি জানি, পাছে সে প্রচার ক'রে দেয় যে, সম্রাটের মত আর একজন লোক এইমাত্র কারাগার থেকে প্রাসাদের দিকে গেল। তাই এই ব্যবস্থা, এই সাবধানতা আরামিসের।

ঠিক হল, তাঁর ঘোড়া চলবে আগে আগে আর সেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ লক্ষ্য ক'রে গাড়োয়ান চালাবে গাড়ী।

গাড়ীখানার চারিদিকে একটা কালো কাপড় জড়ান; ভিতরে তার কে আছে না আছে কেউই জানতে পারল না। বরং বাইরের সবাই ভয় পেয়ে গেল এই অদ্ভুত ধরণের সজ্জা দেখে!

বাষ্টিলের দোরে এসে গাড়ী পৌঁছতেই গাড়োয়ান বাজালে তার গাড়ীর ঘণ্টা।

সেই অদ্ভুত গাড়ী আর তারই সঙ্গে ঘোড়ার উপর মঁসিয়ে আরামিস্‌কে দেখে একজন প্রহরী ছুটে গেল মঁসিয়ে বেজিমোর কাছে। মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে অভিবাদন ক'রে সে জানাল—একটা অদ্ভুত ধরণের গাড়ী আর বিরাট এক সিপাই এসেছে বাষ্টিলের ফটকে। তা'রা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।"

বেজিমো আর দেরী না ক'রে প্রকাণ্ড একটা চাবির গোছা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সংবাদ পেয়ে তাঁর আনন্দ হয়েছিল খুব। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত নতুন কোন কয়েদী এল। কয়েদী এলেই তাঁর বেশী লাভ কিনা। সে-কথা তোমাদের আগেই বলেছি।

একটু দ্রুত পায়েই বেজিমো এসে বাষ্টিলের ফটকে পৌঁছলেন। সঙ্গে এল তাঁর দেহরক্ষীরাও। কিন্তু ফটকে এসেই বেজিমো একেবারে অবাক! তিনি আরামিস্‌কে নমস্কার ক'রে একটু হাসলেন—শুষ্ক হাসি। পরে বললেন—"মঁসিয়ে বিশপ ছ্য হার্বলি?"

—হ্যাঁ।”

—“কিন্তু আপনি এই বেশে হঠাৎ বাষ্টিলের পথে!”

সত্য সত্যই মঁসিয়ে আরামিসের পোষাকের মধ্যে বেশ একটু নতুনত্ব ছিল। তাঁর গায়ে আর সেই বিশপ বা পুরোহিতের পোষাক নেই। পুরোদস্তুর সৈনিকের বেশে তিনি এখন সজ্জিত। মনে হয় প্রৌঢ় দেহে তাঁর যৌবন আবার ফিরে এসেছে—ললাটের কুঞ্চনগুলো যেন একেবারেই গেছে মিলিয়ে!

মঁসিয়ে আরামিস্ একটু হাসলেন। সে হাসির অর্থ বেজিমো কিছুই বুঝলেন না। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন—“বাস্তবিক মঁসেনিওর, সন্ন্যাসীর পোষাক ছেড়ে একেবারে সৈনিকের বেশে আপনাকে খুবই অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।”

“কি করব, সম্রাটের আদেশ।”—একটু হেসে উত্তর দিলেন আরামিস্।

—“আদেশ?”

—“হুঁ। আজকের দিনের জন্য এই বেশের প্রয়োজন হল। এই নিন সেই আদেশ-পত্র।”

আদেশ-পত্রখানা পড়বার আগেই বেজিমো একবার গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—“নতুন কয়েদী বুঝি?”

—“পড়েই দেখুন।”

চিঠিখানার যে ছত্রে বারো নম্বর বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ লেখা ছিল বেজিমো তখন সেইখানটায় পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখখানা তাঁর শুকিয়ে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল সমস্ত আশাই!

কোথায় আশা করেছিলেন তিনি একটা নতুন কয়েদী পাবেন, লাভ আরো বেড়ে যাবে তাঁর। না, এল এই আদেশ-পত্র কয়েদীকে খালাস ক'রে দিতে হবে!

মঁসিয়ে বেজিমোর মুখের ভাব আরামিসের চোখ এড়াতে পারল না। কারাধ্যক্ষের এই মর্ম্মান্তিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে তাঁর মনে মনে হাসি পেল, ঘৃণাও হল খুব। এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুধু কাজ হাসিলের জন্যই ছিল—কৌশলমাত্র। নইলে মানুষকে ঘৃণা করা যে মানুষের পাপ, একথা জেনেও আরামিস্ ওকে ঘৃণা করেন।

কেন?

শত শত কয়েদীর মুখের খাদ্য আর দেহের পোষাক ছিনিয়ে নিয়ে এই নরপশুটা কেবলই টাকা জমাচ্ছে! তা'ছাড়া, বেজিমোর মুখের উপর সত্যি সত্যিই এমন একটা ছাপ আছে, যা' দেখলে প্রত্যেক লোকেরই ভয় ও ঘৃণা একসঙ্গে জেগে ওঠে। দিনের পর দিন অত্যাচার ক'রে তাঁর মুখের উপর ছায়া পড়েছে শয়তানির! শত-সহস্র লোকের কান্না আর আর্ত্তনাদ শুনে শুনে মুখখানা তাঁর বীভৎস হয়ে উঠেছে!

বেজিমো কিন্তু নিজের হতাশ ভাবটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সাদা, শুষ্ক ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে' একটু হাসির চেষ্টা করলেন। হাসি অবশ্য পরিষ্কার তাঁর মুখে ফুটে উঠল না। তিনি বললেন—"চলুন। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু সইটা যেন মঁসিয়ে কোলবাতের ব'লে মনে হচ্ছে না?"

আরামিস্ এবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। তিনি চান, এই প্রশ্নটা একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিতে।

এতে বেজিমো একটু অপ্রস্তুত হলেন, অবাকও হলেন। তিনি আরামিসের এই হাসির অর্থ আদৌ বুঝতে পারলেন না। বেকুব বনে' তিনি প্রশ্ন করলেন—"ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে বিশপ দ্য হার্বলি। আমি জানতে চাই, মানে—অপরাধ নেবেন না। মানে—আমি কোন সন্দেহ করছি না। তবে কিনা শুধু জানতে চাই, মানে—সম্রাট্ কিংবা মঁসিয়ে ফুকে থাকতে—এই মানে,—ইয়ে......"

আরামিস্ একটা আতঙ্কের ভঙ্গী করলেন। বেজিমোও ভীত হয়ে উঠলেন সে ভঙ্গী দেখে।

অতি চাপা গলায় বললেন আরামিস্—"একটু আস্তে কথা কন মঁসিয়ে। ফ্রান্সের পোড়া ইটেরও কান আছে!"

"কেন?"—ভীত কণ্ঠে বেজিমো জিজ্ঞেস করলেন।

—"হাঁ, হাঁ! তাও জানেন না? বাস্তিলের কারাগারে থাকেন আর ফ্রান্সের খবর রাখেন না?"

—"কি খবর বলুন ত।"

—"মঁসিয়ে ফুকের কথা বলছি।"

—"কেন, কি হয়েছে তাঁর ?"

—"এক কথায় যাকে বলে, সর্ব্বনাশ।"

—"কি রকম ?"

—"অর্থাৎ তিনি সম্রাটের কৃপা হারিয়েছেন ! এখন মঁসিয়ে কোলবাৎই হয়েছেন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। তা'ছাড়া, সম্রাট্ আজকাল মঁসিয়ে কোলবাতের কথায় ঘুমান আবার জেগে ওঠেন তাঁরই কথায় !"

—"এমন ? আর মঁসিয়ে ফুকে ? তাঁর চাকরী ?

—"চাকরী এখনো ঠিক আছে। কিন্তু যেতে কতক্ষণ ? একটা কোন অজুহাত পেলেই—যাক্, আর দেরী নয়। আমি এখন লোকটিকে নিয়েই চ'লে যেতে চাই। আপনিও নিশ্চয়ই মঁসিয়ে কোলবাতের আদেশ অগ্রাহ্য করতে সাহস করবেন না। কারণ—"

কারণটা আর বিশদ ক'রে বলতে হল না। মঁসিয়ে বেজিমো সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয় !. তা'ছাড়া, এ সম্রাটেরই আদেশ। সই যিনিই করুন না কেন। আর মঁসিয়ে বিশপ ড্য হার্বলি যখন নিজেই এর বাহক।"

কথা বলতে বলতে মাটির নীচে সেই সুড়ঙ্গপথ বেয়ে তাঁরা কারাগারের ফটকে এসে পৌছলেন। বিরাট লৌহ

কপাট খুলতেই তু'জন সশস্ত্র সেপাই বেরিয়ে এল আর সঙ্গে এল তাদের একজন মশালচি। দিনের বেলায়ও সেই কারাগারের মধ্যে মশালচি লাগে! এমনই তুর্ভেদ্য অন্ধকার আর অন্ধকূপ সেটা!

বেজিমো চললেন আগে আগে, পিছনে আরামিস্। আঁকা-বাঁকা অন্ধকার পথগুলো পেরিয়ে এসে তাঁরা পৌঁছলেন বারো নম্বর কয়েদীর ঘরের সম্মুখে।

দোর খুলে গেল। জেলের কর্ত্তা বেজিমোকে কয়েদী প্রণাম করল ভূমিষ্ঠ হয়ে। মুহূর্ত্ত কয়েক মধ্যেই একটা সাদা পোষাক এল কয়েদীর জন্য। বেজিমো তাকে পরতে দিয়ে বললেন—"সম্রাটের করুণায় তুমি আজ মুক্তি পেলে; ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি আর কোন দিন নিশ্চয় কোন অপরাধ করবে না।"

কয়েদী অর্থাৎ রাজপুত্র ফিলিপ্ অবাক হয়ে আরামিসের মুখের দিকে তাকালেন। একি সত্য? আরামিসের বুদ্ধি এত প্রখর!

বেজিমোর অদৃশ্যে আরামিস্ একটু মৃতু হাসলেন।

তারপর সাদা কাপড়-চোপড় প'রে রাজপুত্র এসে বসলেন সেই অদ্ভুত গাড়ীটাতে। তাঁদের পিছনে বাষ্টিলের দরজা ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সূর্য্যের আলোয় ঝল্‌সে উঠল ম'সিয়ে আরামিসের ধারাল তরবারী! তাঁর ঘোড়ার খুরের শব্দ অনুসরণ ক'রে গাড়ী এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

গাড়ীর মধ্যে রাজপুত্র ফিলিপ্ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। শুধু বিস্ময়ে আর আনন্দে তাঁর বুকটা মাঝে মাঝে দুলতে লাগল, কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটা কি মায়াবী? নইলে বাষ্টিলের কারাগার থেকে তাঁকে এত সহজে মুক্তি দিলে সে কি ক'রে!

রাজপুত্র ফিলিপ্ এবার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ভবিষ্যতের জন্যই প্রস্তুত হতে লাগলেন।

—আট—

প্রাসাদের এক নির্জ্জন অংশে এসে গাড়ী পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নেমে আরামিস্ খুলে দিলেন গাড়ীর দরজা। রাজপুত্র সেই কালো পর্দ্দার অন্তরাল থেকে বাইরে এলেন। চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী আর দুর্লঙ্ঘ্য বিরাট প্রাচীর! তা' দেখে রাজপুত্র শিউরে উঠলেন। মনে হল যেন একটা কারাগার থেকে তাঁকে অন্য কারাগারে আনা হয়েছে। আরামিসের ইঙ্গিতে একজন সশস্ত্র প্রহরী এল। তার সঙ্গে চ'লে গেল সেই অদ্ভুত গাড়ী আর অন্ধ গাড়োয়ানটা।

এরপর রাজপুত্র ও আরামিস্ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আরামিসের মুখে গৌরবের দীপ্তি ও আনন্দের হাসি ফুটে উঠল আর রাজপুত্রের মুখে দেখা দিল এক বিস্ময় ও অজানা ভীতির সুস্পষ্ট চিহ্ন।

আরামিস্ চললেন আগে আগে, পিছনে তাঁর রাজপুত্র ঠিক পুতুলের মতই এগুতে লাগলেন। সিঁড়ির বড় বড় ধাপগুলো যেন প্রহেলিকাময়! এই সোপানশ্রেণী পার হয়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন! অর্দ্ধস্ফুট-কণ্ঠে রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন—"কোথায় যেতে হবে?"

—"প্রাসাদে। যে কক্ষে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে!"

তারপর আরামিস্ তাঁকে চুপি-চুপি সমস্ত ঘটনাটাই বুঝিয়ে বললেন।

এতক্ষণে তাঁরা প্রাসাদের সেই অংশে এসে পড়েছিলেন—যেখানে তাঁদের গন্তব্যস্থান।

আরামিস্ বললেন—"এই ক্ষুদ্র কক্ষে—"

—"ক্ষুদ্র?"

—"ক্ষুদ্র বৈ কি! সারা রাজপ্রাসাদের যিনি মালিক, তিনি এই কক্ষে আজ সাধারণ একজন অতিথির মত—কিন্তু উপরে ভগবান আছেন, আছে পৃথিবীতে এখনো সত্য। যাঁর সিংহাসন, তাঁর কাছে আবার নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

—"কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে মঁসিয়ে আরামিস্, কি ক'রে আমি ফ্রান্সের সিংহাসন পেতে পারি!"

"—এখনও মঁসিয়ে কেন? আপনি আমাকে আরামিস্ ব'লেই ডাকবেন।"

আরামিস্ একটু হাসলেন তৃপ্তি ও গৌরবের হাসি। পরে বললেন—“আরামিসের বাহুবলে একদিন সমস্ত ফ্রান্স বিস্মিত হয়েছিল। সম্রাটের তখন বয়স খুবই কম। তাই সম্রাট্‌কে একবার চম্‌কে দিতে চাই সেই বুদ্ধিবলে!”

—“সম্রাট্‌কে?”

অভিবাদন ক’রে আরামিস্ বল্‌লেন—“হ্যাঁ, সম্রাট্‌কে—অর্থাৎ আমার সম্রাট্‌কে। লুইকে আমি ফ্রান্সের সম্রাট্ ব’লে স্বীকার করি না। কারণ, আমি জানি, ফ্রান্সের সত্যিকারের সম্রাট্ হচ্ছেন ফিলিপ্।”

—“কিন্তু—”

—“এরপর আর কিন্তু নেই। আজ সম্রাটের ভূমিকায় অভিনয় ক’রে আপনাকেই প্রজাদের ঠকাতে হবে।”

—“তাতে লাভ? তা’ছাড়া, সিংহাসনে বসবার আগেই একটা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া…”

—“লাভ আছে বৈ কি। আর মিথ্যার কথা বলছেন? কূটরাজনীতি বড় শক্ত সম্রাট্। তার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা তা’ বুঝে নেওয়া বড় সহজ কথা নয়। হাজার প্রজা ঠকবে আর একজনকে ঠকাতে কতক্ষণ?

—“একজন! মাত্র একজন?”

—“হ্যাঁ। সে মঁসিয়ে কোলবাৎ। আপনার কথা কোলবাৎ ছাড়া আর কেউ জানে না। তারপর একদিন সুযোগ

মতন আপনিই সম্রাটের সিংহাসনে বসবেন। লুইকে পাঠিয়ে দেব বাস্তিল কারাগারে—আপনার পরিত্যক্ত সেই অন্ধকার কক্ষে! সেখানে থাকবে সে বন্দী হয়ে আর আপনার আদেশেই কোলবাৎ ছেড়ে যাবে এই পৃথিবী।"

—"কিন্তু—তবু—"

—"সাহস চাই সম্রাট্! বুকে সাহস চাই।"

একটু থেমে মঁসিয়ে আরামিস্ বললেন—"আপনি তৈরী হয়ে নিন। মঁসিয়ে কোলবাৎ এখুনি এসে পড়বেন।"

রাজপুত্রের জন্য কক্ষে সমস্ত ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র পূর্ব্ব থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। প্রসাধনকারীরাও ছিল প্রস্তুত হয়ে। আরামিসের ইঙ্গিতমত তা'রা রাজপুত্রকে সাজিয়ে দিলে। এমন সময় একজন প্রহরী এসে দোরের কাছে ঘোষণা করলে—"মঁসিয়ে কোলবাৎ এসেছেন।"

আরামিস্ চুপি-চুপি রাজপুত্রকে বললেন—"অভিনয়।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র তাঁকে অভিবাদন করলেন নতজানু হয়ে। এ দৃশ্যে আরামিস্ ভ্রুকুঞ্চিত করলেন—অবশ্য কোলবাতের অলক্ষ্যেই; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারলেন না। সত্যিই এ তাঁর অত্যন্ত অসহনীয় বোধ হচ্ছিল। ফ্রান্সের রাজপুত্র আজ ভাগ্যের দোষে একজন সামান্য কর্ম্মচারীর পদতলে লুণ্ঠিত! অভিনয়? তবু অপমানজনক! তবু অসহ্য!

মঁসিয়ে কোলবাৎ রাজপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। অস্ফুট-কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন—"অদ্ভুত! সম্রাট্ ব'লেই ভ্রম হয় বটে!"

আরামিস্ হাসলেন একটা দুর্ব্বোধ্য হাসি।

মঁসিয়ে কোলবাৎ তীব্র দৃষ্টিতে রাজপুত্রকে আরো অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। পরে বললেন—"হুঁ! ঠিকই হবে! আর কিছু চাই?"

—"রাজার পোষাক, সৈন্য-সামন্ত সমস্তই শোভাযাত্রায় যাবে।"

—"নিশ্চয়! আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। মূর্খ প্রজাদের তো বটেই, এমন কি সম্রাট্কেও একেবারে বিস্মিত ক'রে দেব। সত্যি এ পৃথিবীর একটা সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ চ'লে গেলেন ঘরের বাইরে।

আরামিস্ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—"এ অপরাধের শাস্তি পাবে!"

—"কে?"

রাজপুত্রের কণ্ঠে একটা বিস্ময়ের সুর।

—"মসিয়ে কোলবাৎ।"

—"কি অপরাধ তাঁর?"

—"ফ্রান্সের রাজপুত্রকে সে অপমান ক'রে গেল। তার

স্পর্দ্ধা আর সাহসকে ধন্যবাদ যে, আপনার অভিবাদন সে গ্রহণ করলে!"

—"কিন্তু, মঁসিয়ে ত একাজ অজ্ঞাতেই করেছেন।"

—"তবু অপরাধ! আর সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়!"

আরামিস্ এবার নিজের আবিষ্কারের আনন্দে নিজেই হাসতে লাগলেন। তারপর সুরু হল তাঁদের অভিযান।

—নয়—

গীর্জ্জার পথে শোভাযাত্রা চলছে। বিরাট শোভাযাত্রা!

রাজার আসনে রাজবেশে ব'সে আছেন রাজকুমার ফিলিপ্। দেহে তাঁর রাজপোষাক, মথায় ফ্রান্সের রাজমুকুট পরা আর হাতের পাশেই রয়েছে তাঁর রাজদণ্ড। বামদিকে আরামিস্ ব'সে আছেন রাজপুত্রের অতি নিকটে, দক্ষিণে আছেন তাঁর সেনাপতি দ্যত'াগ্নান্।

আরামিস্, রাজপুত্র আর মঁসিয়ে কোলবাৎ ছাড়া আসল ব্যাপারটা আর কেউই জানত না।

দ্যর্ত'াগ্নান্ জানতেন, তিনি দেহরক্ষী হয়ে যাঁর পাশে ব'সে যাচ্ছেন তিনিই ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই। কারণ, রাজ-পরিবারে এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ঘটনা আর পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি। তাই হাজার হাজার প্রজাকে ঠকিয়ে রাজার

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সেই গীর্জ্জার দিকে।

শোভাযাত্রা অনেক দূর এগিয়েছে, এমন সময় পথে এক জায়গায় দেখা গেল কতকগুলো প্রজা দলবদ্ধ হয়ে জটলা করছে। হঠাৎ বানের জলের মতন তা'রা এগিয়ে এল সেই দিকে। তাদের চীৎকারে সমস্ত বাদ্য ডুবে গেল। রাজার সেনারা হয়ে উঠল সতর্ক। সেনাপতি দ্যর্তাগ্নান্ তাঁর খাপের অসিতে হাত দিলেন। সবাই ভীত হয়ে উঠেছে। এই বিদ্রোহী জনতাকে ঠেকান দায়! তা'ছাড়া জনতার একটা অংশ ভেঙে এসে সম্রাটের গাড়ী আটকে ফেলেছে।

আরামিস্‌ও ভীত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু মঁসিয়ে কোলবাৎ হলেন একটু পুলকিত। মন্দ কি! এরা যদি এই নকল সম্রাট্‌কে আজ হত্যা করে, কালই তাঁর বুদ্ধির খ্যাতিতে সমস্ত ফরাসী দেশ মুখর হয়ে উঠবে। তিনি ভাবছিলেন,—ভ্রান্ত প্রজার দল! একজন সাধারণ নগণ্য লোককে বধ ক'রে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এ তোমাদের ভুল! ফ্রান্সের সত্যিকারের সম্রাট্ তাঁর বিলাস-কক্ষের সুকোমল শয্যায় এখনো মাতাল হয়ে ঘুমুচ্ছেন।...একটা অদ্ভুত হাসিতে কোলবাতের মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল।

এরপর দেখা গেল, সৈন্যদের হাতের অগণিত বন্দুকের

চ'লে গেছে এমন দরদী কথা আর কারো কাছেই শোনেননি। আরামিস্ চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতে দেখলেন—নতুন একটা সাম্রাজ্য, সম্রাট্ তার নতুন। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নতুন প্রজার দল !

শোভাযাত্রা এবার নির্ব্বিঘ্নে এগিয়ে চলল।

তারপর রাজপুত্র ফিলিপ্ এসে পৌঁছলেন গীর্জ্জায়। গীর্জ্জায় প্রবেশ ক'রে তিনি বেদীর সম্মুখে ব'সে প্রণাম করছিলেন, এমন সময় কে এক দেবীমূর্ত্তি এসে বসলেন ঠিক তাঁর বাম দিকে। সমস্ত গীর্জ্জাটা বাতির আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। সেই আলোয় রাজপুত্র দেবীমূর্ত্তিটিকে দেখলেন। কি সুন্দর সে মুখ ! প্রশান্ত দুটি চোখ ! কপালে তাঁর গৌরবের আভাস। মেয়েটিকে রাজপুত্র চিনতে পারলেন না।

গীর্জ্জার পুরোহিতের কাছ থেকে মেয়েটি একটি মোম-বাতি চেয়ে নিলেন। রাজপুত্রও প্রথা অনুসারে, এর আগেই একটা বাতি জ্বালিয়ে সেই বেদীর উপর রেখেছিলেন। মেয়েটি নিজের হাতের বাতিটা নিয়ে সেই আগের বাতিটার পাশেই রাখলেন।

রাজপুত্র বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন—এই দেবীমূর্ত্তিটি কে ? এত সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। রাজপুত্র নীরবে তাঁকে দেখতে লাগলেন।

মেয়েটি একটু হাসলেন রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে।

পুরোহিত তখন কি কাজে ঘরের বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে মেয়েটি নিজের হাতে তুলে নিলেন রাজপুত্রের সুন্দর হাতখানি।

কোন বাধা দিলেন না এতে রাজপুত্র। তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ! সস্নেহে সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রাজপুত্র আবার হাসলেন।

এর একটু পরেই মেয়েটি হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন। রাজপুত্র ব'সে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। এ কি স্বপ্ন—না মায়া! পুরোহিত ফিরে এসেছেন। মন্ত্রপাঠ করলেন তনি। কিন্তু সেই মন্ত্র রাজপুত্রের কানে প্রবেশ করল না। শুধু তিনি ভাবতে লাগলেন—কে এই মেয়েটি!

—দশ—

রাজপুত্র ফিলিপ্ তাঁর সম্রাটের অভিনয় শেষ ক'রে এলেন।

মঁসিয়ে কোলবাৎ তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এই কৃত-কার্য্যতার জন্য। পরে একবার সম্রাট্ লুইয়ের শয়ন-কক্ষের দিকে তিনি উঁকি মেরে এলেন। দেখলেন—সম্রাট্ তখনো তাঁর মদের নেশায় মশগুল।

প্রহরীটা কোলবাৎকে নমস্কার দিলে।

ম'সিয়ে বললেন—"কেউ যেন আজ সম্রাটের কাছে না আসে এ সম্রাটেরই আদেশ জেনো।"

প্রহরী মাথা নত ক'রে অভিবাদন করলে।

আরামিস্ এতক্ষণ আনন্দিত মনে রাজপুত্র ফিলিপের পাশেই ছিলেন। তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন—রাজপুত্রের মুখে একটা চিন্তার ছায়া। আরামিস্ বুঝতে চাইলেন, কি থাকতে পারে তাঁর চিন্তার। কিন্তু ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলেন না। তাই রাজপুত্রকে তিনি অন্যমনস্ক করবার জন্য বললেন—"হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ প্রজা আপনার মুখের কথা শুনে আজ খুশী হয়ে গেছে।"

রাজপুত্র হাসতে চেষ্টা করলেন ; তারপর বললেন—"কিন্তু, এ যে শুধু অভিনয়।"

"একদিন এই অভিনয়ই সত্য হয়ে উঠবে সম্রাট্!"—উত্তর দিলেন আরামিস্।

হঠাৎ রাজপুত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

আরামিস্ তা' লক্ষ্য ক'রে বললেন—"আমায় সম্রাট্ কি কিছু বলবেন ?"

—"হ্যাঁ।"

পরমুহূর্ত্তেই রাজপুত্রের সুন্দর মুখখানা একেবারে রক্তাভ হয়ে গেল লজ্জায়। পরে তিনি একটু কি ভেবে বললেন—"আচ্ছা, কে ওই দেবীমূর্ত্তি ?"

আরামিস্ এবার রাজপুত্রের কথাটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন—"নাঃ মাঝে মাঝে দেখছি, আমারও ভুল হতে সুরু করেছে। নইলে ওঁর পরিচয় আপনাকে আমার আগে দেওয়াই উচিত ছিল।"

—"কে উনি ?"

—"স্পেনের রাজকন্যা—কুমারী হেন্‌রিয়েটা।"

—"উনি এই গীর্জ্জায় ?"

—"হ্যাঁ। লুইয়ের ভাবী বধূ। ওঁদের বিবাহ হবে এই মাইকেল্-মাসে। তা-ছাড়া, রাজবংশের প্রথানুযায়ী বৎসরের এই পবিত্র দিনে গীর্জ্জায় সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে উপাসনা করতে হয়। তাই উনি গত কয়েকদিন যাবৎ এই রাজপ্রাসাদেই আছেন।"

রাজপুত্রের মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আরামিস্ তা' বুঝতে পেরে বললেন—"কিন্তু আমি জানি, তিনি আমাদের সম্রাজ্ঞী হবেন,—ঠিক লুইয়ের বধূ নয়।"

রাজপুত্র এই ইঙ্গিতটা মোটেই বুঝতে পারলেন না। তিনি আরামিসের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, পরে বললেন—"অর্থাৎ ?"

—"স্পেনের সম্রাজ্ঞী চান, তাঁর কন্যা হেন্‌রিয়েটা হবেন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী। তা' সিংহাসনে লুইই থাকুন অথবা থাকুন ফ্রান্সের যে কোন একজন লোক। কিন্তু তু'দিন পরেই

আর ফ্রান্সের সম্রাট্ ত লুই থাকছেন না। সেখানে সম্রাট্ হচ্ছেন রাজপুত্র ফিলিপ্।”

—“কিন্তু আমি বড় দুর্ব্বলতা বোধ করছি মঁসিয়ে।”

আরামিস্ অমনি নতজানু হয়ে তাঁর অসি অর্দ্ধকোষ-মুক্ত ক'রে বললেন—“ভয় কি সম্রাট্? আরামিস্ এদের সমস্ত শক্তিকেই জানে। এমন কি ফ্রান্সের রাজশক্তিকেও!”

অতীত ইতিহাস ভেবে রাজপুত্র চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতে লাগলেন—ভবিষ্যতের গর্ভে না জানি আরো কি লুক্কায়িত আছে!

পরমুহূর্ত্তেই তাঁর চোখের সম্মুখে আবার ভেসে উঠল রাজকন্যা হেন্‌রিয়েটার সেই ডাগর দুটো চোখ। কি সুন্দর! কি স্নিগ্ধ! কি উজ্জ্বল সেই চোখ!

আরামিস্ জানালার পানে গেলেন।

—এগারো—

রাজকন্যা হেন্‌রিয়েটা গীর্জ্জা থেকে প্রাসাদে ফিরলেন—একটু হাসি, একটু তৃপ্তি নিয়ে। সম্রাট্ আজ তাঁর দিকে চেয়ে হেসেছেন! ক'দিন হল তিনি স্পেন ছেড়ে আছেন ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে। সম্রাটের তিনি বাগ্‌দত্তা—ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী। অথচ সম্রাট্ তাঁর দিকে একদিনও অমন

ক'রে তাকাননি। সব সময়ই যেন সে মুখে একটা কি বিতৃষ্ণা, কি একটা বিরক্তি লেগে আছে। তাঁর বিলাস-কক্ষ নিয়েই তিনি ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্তও সহজ ও শান্তভাবে তিনি রাজকন্যার সঙ্গে কথা কননি।

আজ গীর্জ্জায় হেন্‌রিয়েটাও রাজপুত্র ফিলিপ্‌কে ঠিক আর সকলের মতই সম্রাট্ ব'লে ভ্রম করলেন। তিনি বিস্মিত হলেন সম্রাটের এই মধুর ব্যবহার দেখে। কিন্তু তাঁর হাসিতে আজ রাজকুমারীর আনন্দও হল খুব।

হেন্‌রিয়েটা প্রাসাদে এসে পোষাক ত্যাগ ক'রে আবার নতুন ক'রে সাজসজ্জা করলেন। তাঁর ইচ্ছা হল—গীর্জ্জায় সম্রাটের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কওয়া হয়নি, অতএব সম্রাটের কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এবার তিনি কথা কইবেন। সেই মুহূর্ত্ত কয়েকের দেখা আর একটুখানি হাসি, হেন্‌রিয়েটার চোখের সম্মুখে তখনো আলোর মতই জ্বলছে। কি সুন্দর—কি মধুর সে হাসি!

রাজকুমারী আর দেরী না করে সম্রাটের কক্ষে এলেন। কিন্তু সম্রাট্ সেখানে নেই। প্রতিহারীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"সম্রাট্ কোথায়?"

"বিলাস-কক্ষে।"—অভিবাদন ক'রে উত্তর দিলে প্রতিহারী।

হেন্‌রিয়েটা সম্রাটের বিলাস-কক্ষের দিকেই চললেন। মনে আজ বিপুল আনন্দ আর পায়ের গতিতে তাঁর চঞ্চলতা।

কিন্তু বিলাস-কক্ষের সম্মুখে আসতেই প্রহরী তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বাধা দিলে—"প্রবেশ নিষেধ।"

রাজকন্যার সারা দেহ অপমানে বিষিয়ে উঠল, লজ্জায় রক্তাভ হয়ে গেল তাঁর সুন্দর মুখ। প্রহরীর কি স্পর্দ্ধা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল,—প্রহরী হয়ত তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—"প্রহরী, আমায় তুমি চেন ?"

রাজকন্যার পায়ের তলায় নতজানু হয়ে ব'সে প্রহরী বললে—"জানি মা, আপনি আমাদের ভাবী সম্রাজ্ঞী।"

হেন্‌রিয়েটার ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হল।

কাকুতিভরা কণ্ঠে প্রহরী বললে—"তবু, পথ ছাড়ার আদেশ নেই। সম্রাটের এই আদেশ।"

—"তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর উপরেও কি সেই আদেশ বহাল থাকবে প্রহরী ?"

প্রহরী আবার অভিবাদন ক'রে বললে—"হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী।"

হেন্‌রিয়েটার পা দুটো এবার থরথর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, সারা দেহ হয়ে উঠল ঘর্ম্মাক্ত। তিনি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না,—ছুটে পালিয়ে এলেন তাঁর নিজের কক্ষে। দু'দিন পরেই ফ্রান্সের তিনি সম্রাজ্ঞী হবেন, অথচ প্রাসাদের একটি সামান্য প্রহরীর উপরেও তাঁর কোন অধিকার নেই !

কিন্তু একটা কথা ভেবে তাঁর আনন্দ হল,—যে জাতির মধ্যে

এমন কর্ত্তব্যপরায়ণতা আছে সে জাতি সত্যই একটা জাতির মত জাতি। তুর্ব্বল, ক্ষুদ্র রাজ্য স্পেন আর তারই রাজকন্যা তিনি। তাঁর উপর ফ্রান্সের সবার এই মনোভাব ত হতেই পারে! হেন্‌রিয়েটার আরো মনে পড়ল,—আজ কয়েকদিন হল তিনি ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদেই আছেন। কিন্তু সম্রাট্ তাঁর সঙ্গে বিশেষ কোন ভাল ব্যবহার করেননি। তা'ছাড়া, সমস্ত মুহূর্ত্ত-গুলো তিনি তিল তিল ক'রে ভেবে দেখলেন,—এই অতীত দিন কয়টি যেন একেবারে শূন্য ব'লেই আজ মনে হল তাঁর কাছে!

রাজকন্যা সহচরীকে বললেন স্পেনের দূতকে সংবাদ দিতে। তিনি মায়ের কাছে স্পেনেই আবার ফিরে যাবেন। প্রয়োজন নেই তাঁর এই ফ্রান্সের সিংহাসনে! এত গৌরব, এত ক্ষমতাও আর তিনি চান না।

হেন্‌রিয়েটার চোখ তুটি জলে ভ'রে এল। কি ভীষণ অপমান! স্পেনের রাজকন্যা আজ ফ্রান্সের প্রাসাদ থেকে ভিখারিণীর মত ফিরে যাচ্ছেন!

—বারো—

ম'সিয়ে কোলবাৎ তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন। আজকের এই অপূর্ব্ব কৃতিত্বটা তিনি সম্রাট্‌কে জানাবার মত একটু অবকাশ পাচ্ছেন না। তাই ভারী বিশ্রী

লাগছিল তাঁর। এমন সময় রাজপ্রাসাদ থেকে একজন লোক এল। নমস্কার ক'রে সে মঁসিয়েকে একখানা পত্র দিল।

পত্র দিয়েছেন—কুমারী হেন্‌রিয়েটার একজন সহচরী।

কোলবাতের মাথা ঘুরে গেল তা' প'ড়ে। অত্যন্ত লজ্জা ও কলঙ্কের কথা হবে যদি রাজকন্যা এমনি ভাবে প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে যান। তা'ছাড়া, স্পেনের সঙ্গে শত্রুতা করা ফ্রান্সের মোটেই সমীচীন হবে না। যতই দুর্ব্বল হোক না স্পেন, তবুও সীমান্ত-প্রদেশকে সে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পারে।

কোলবাৎ তখনি ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদের দিকে চললেন। ইচ্ছা, একেবারে হাজির হবেন গিয়ে নকল সম্রাট্ ফিলিপের কক্ষে। কিন্তু আরামিস্‌কে দেখে তিনি পথেই নেমে পড়লেন তাঁর ঘোড়া থেকে; বললেন—"সর্ব্বনাশ হতে চলেছে বিশপ ড্য হার্বলি।"

—"সর্ব্বনাশ ?"

—"হ্যাঁ। আপনার সেই লোকটিকে আবার অভিনয় করতে হবে একবার সম্রাটের ভূমিকায়।"

—"আবার ? কেন ?"

—"স্পেনের রাজকন্যা আমাদের সম্রাটের বাগ্‌দত্তা—একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

—"কিন্তু—"

—"সম্রাট্ এখনো তাঁর বিলাস-কক্ষে। রাজকন্যা দেখা

করতে গিয়ে তাঁর দেখা পাননি। তাই অপমান বো
করেছেন তিনি।"

—"তারপর?"

—"ফিরে এসে তখুনি তিনি যাত্রা করেছেন স্পেনে
দূতাবাসের অভিমুখে। সেখান থেকে স্পেনে তাঁর মায়ে
কাছে আজই রওনা হবেন। তাহ'লে ব্যাপারটা কি অশুভ
ও ভয়ঙ্কর হবে তা' আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন।"

—"হুঁ—"

আরামিস্ মনে মনে একটু হাসলেন। তিনি জানতেন, ফিলিপ্ মুহূর্তের দেখায়ই রাজকন্যাকে ভালবেসেছেন। অতএব রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হবে, একথা শুনে আরামিসের মনে আর আনন্দের সীমা রইল না। তবুও আরামিস্ হাসি লুকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—"আপনি কি স্থির করেছেন?"

—"আমি? আমি স্থির করেছি, আপনার সেই লোকটি আবার সম্রাট্ সেজে এখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে যাক। রাজকন্যা হয়ত পথেই এখনো আছেন। যেমন ক'রেই হোক তাঁকে অনুনয়-বিনয় ক'রে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি ওকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন না। ভগবানের এই অদ্ভুত সৃষ্টিকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ আপনার আবিষ্কারকে।"

—উত্তম।"

আরামিস্ আর কিছু না ব'লেই ব্যস্তভাবে রাজপুত্রের কাছে এলেন। সংক্ষেপে তাঁকে সব বুঝিয়ে বললেন এই বিপদের কথা।

তখন রাজপুত্রেরও কোন অমত রইল না। অনতিবিলম্বে তিনি আবার অভিনয় করতে চললেন সম্রাটের ভূমিকায়।

—তেরো—

সম্রাটের বেশে রাজপুত্র ফিলিপ্ ফ্রান্সের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। সঙ্গে চলেছে তাঁর সশস্ত্র দু'জন দেহরক্ষী। তা'রাও কুমার ফিলিপ্‌কে চিনতে পারল না। পথের সকলেই তাঁকে অভিবাদন করছে আর কম্পিত বুকে দেখছে তা'রা চেয়ে।

এমনি ক'রে তাঁর ঘোড়া ছুটে চলেছে। কিন্তু রাজকুমারীর গাড়ী নজরে পড়ছে না!

রাজপুত্র ঘোড়াকে চাবুক মারলেন। ঘোড়া ছুটে চলল এবার তীরের মত।

একটু বাদেই দেখা গেল—রাজকন্যার গাড়ীও তীব্র গতিতে চলেছে।

গাড়ীর মধ্যে রাজকন্যা তাঁর অপমানাহত বুকখানাকে চেপে কোন রকমে ব'সে ছিলেন। এমন সময় তাঁর কানে

এল ঘোড়ার খুরের খট্-খট্ শব্দ। গাড়ীর পিছনের জানালায় মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন—তিনজন অশ্বারোহী আসছে! ঘোড়ার গতি দেখে মনে হল, তা'রা আসছে নিশ্চয়ই তাঁকে ফিরিয়ে নিতে। রাজকন্যা স্থির করলেন, তিনি ফিরবেন না—কোন মতেই আর না!

শব্দ ক্রমশঃই নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল। মুহূর্ত্ত কয়েক মধ্যেই এসে গাড়ীর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল সেই অশ্বারোহীরা!

কুমারী হেন্‌রিয়েটা অত্যন্ত বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে তাঁর চালককে হেঁকে বললেন—"কে? কে স্পেনের রাজকন্যার গাড়ীর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল? এত স্পর্দ্ধা হল কার?"

একজন অশ্বারোহী নেমে রাজকন্যার গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলে, ভিতরে মুখ এগিয়ে রাজপুত্র উত্তর করলেন—"ফ্রান্সের সম্রাট্। তাঁকে তুমি ক্ষমা করবে কি স্পেনের রাজকুমারী?"

আবার সেই মিষ্ট সুর, সেই মিষ্ট হাসি দেখে রাজকন্যা কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। অথচ গীর্জ্জাতেও সম্রাট্ তাঁর দিকে চেয়ে ঠিক এমনি ক'রেই হেসেছিলেন। তাই নিজেকে এবার সামলে নিলেন রাজকন্যা। কিন্তু তিনি ভাবতেও পারেননি যে, সম্রাট্ স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসতে পারেন!

রাজপুত্র ফিলিপ্ আর বাক্যব্যয় না ক'রে রাজকন্যার গাড়ীতেই উঠে বসলেন। চালককে আদেশ দিলেন তিনি—গাড়ী ফেরাতে।

হেন্‌রিয়েটার হাত দুটো হাতে নিয়ে ফিলিপ্ বললেন—"তুমি আমায় ক্ষমা করবে না রাজকন্যা ?"

রাজকুমারীর চোখ দুটো জলে ভ'রে এল। বিনা দোষে যে অপমান করে, এত মিষ্টি কথা সে বলে কি ক'রে ? শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক চিরে। কিছু উত্তর দিতে পারলেন না তিনি।

রাজপুত্র ফিলিপ্ মনে মনে হেন্‌রিয়েটাকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। কিন্তু রাজকন্যা তাঁকে সম্রাট্ ব'লেই ভুল করলেন।

রাজপুত্র বললেন—"তোমার সম্রাট্‌কে তুমি শাস্তি দিও রাজকন্যা। তোমার দেওয়া শাস্তি সম্রাট্ মাথা পেতে নেবে।"

হেন্‌রিয়েটা এবার হেসে বললেন—"সম্রাট্, আমি তোমায় চিনতে পারিনি। তুমি যেন একটি প্রহেলিকা !"

ফিলিপ্ মনে মনে একটু হাসলেন।

সত্যই রাজকন্যা তাঁকে চেনেন না। রাজকন্যা কেন,—ফরাসী দেশের দু'জন ছাড়া আর কেউই জানে না তাঁকে।

হেন্‌রিয়েটার হাতখানা হাতে নিয়ে ফিলিপ্ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গাড়ী চলতে লাগল প্রাসাদের পথে।...

—চৌদ্দ—

পরদিন প্রাতে সম্রাট্ তাঁর বিলাস-কক্ষ ত্যাগ করলেন। মদের নেশা আর তখন নেই। সমস্ত স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চিন্তাধারাও ফিরে এসেছে। তবে মাঝে মাঝে এক-আধটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে তাঁর এলোমেলো। প্রভাতে তিনি পায়চারী করছিলেন উদ্যানে। তখন মনে হচ্ছিল, যেন জগতে তিনি আবার নতুন ক'রে ফিরে এসেছেন। কিংবা সবে মাত্র এই পৃথিবীই জন্মলাভ করেছে তাঁর চোখের সামনে। শ্যামলা ধরণীর বুকে চক্‌চকে রৌদ্র পড়েছে, গাছে গাছে ফুটেছে নানা রঙের ফুল আর চারদিকে তার রঙিন কাচের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় মসৃণ, চিকন সাদা ধব্‌ধবে পাথর। আয়নার মত তাতে মুখ দেখা যায়।

সম্রাটের ঠিক মনে পড়ছে না যে, মাসের আজ তারিখ কত। শুধু মনে হচ্ছে যেন কবে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর অনেক দিন কেটে গেছে তার পরে। ঘুরতে ঘুরতে কৃত্রিম ঝরণার ধারে সম্রাট্ এলেন। সেখানে তিনি ভাবতে লাগলেন, একটা লতাকুঞ্জে আবৃত নির্জ্জন বেঞ্চের উপর ব'সে। বুঝতে চাইলেন সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা কি? কবে তিনি ঘুমিয়েছিলেন? আর ঘুমিয়েছিলেনই বা কেন?

ধীরে ধীরে সম্রাটের মনে পড়তে লাগল সমস্ত কথা। না, না, তিনি তো ঘুমাননি। তিনি ছিলেন বিলাস-কক্ষে আর সঙ্গে ছিল তাঁর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মদের বোতল। সেই বোতলগুলোকে তিনি একটার পর একটা নিঃশেষ করেছিলেন। মদ খুব ভাল লাগছিল তাঁর। তাই অবিরাম তিনি পান ক'রেই চলেছিলেন।

তারপর ?.......

হ্যাঁ, তারপর উঠে সম্রাট্ ফুলের গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে তাঁর হাতে নিলেন। তাই দেখতে দেখতে তিনি ভাবতে লাগলেন আরো কত কি! মনে পড়ল তাঁর, মদ খাওয়ার সময় যেন মাঝে মাঝে না খেতে তিনি চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মদ চুম্বকের মত আকর্ষণ করছিল তাঁকে,—কোনমতেই তা এড়াতে পারেননি। শুধু মনে হয়েছে—আরো খাই। আরো! আরো !!

হঠাৎ সম্রাট্ উঠে দাঁড়ালেন।

অস্পষ্ট একটা স্মৃতি এসে তাঁর মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে! অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না তিনি।

সম্রাট্ ভ্রূ কুঁচকে ও দাঁতে উপরের ঠোঁট চেপে চেষ্টা করলেন সেটাকে মনে করতে। তাই তো, কেন মদ খেতে তাঁর অনিচ্ছা হয়েছিল ? আর মদ না খেতে তিনি চেষ্টাই বা করেছিলেন কেন ?

আরো ভাবতে লাগলেন সম্রাট্! ভাবতে ভাবতে সঠিক কারণটা এবার মনে প'ড়ে গেল! সমস্ত দেহ শিউরে উঠল তাঁর। প্রথানুযায়ী বছরের যেদিনে গীর্জ্জায় যাওয়ার কথা, বিলাস-কক্ষে যাওয়ার পরদিনই ছিল সেই নির্দ্দিষ্ট দিন। তাই তিনি মদ্যপান করতে চাননি! কিন্তু সেদিন কি পেরিয়ে গেছে? কত তারিখ আজ? বারই বা আজ কি?

সম্রাট্ প্রাসাদে ফিরে এলেন। একজন প্রতিহারীকে ডাকলেন তাঁর সহকারী মন্ত্রী মঁসিয়ে কোলবাৎকে খবর দিতে।

প্রতিহারী এসে' অভিবাদন করলে।

—"মঁসিয়ে কোলবাৎ!"

প্রতিহারী আবার অভিবাদন ক'রে চ'লে গেল।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সম্রাট্ ভাবতে লাগলেন—আজ কি বার, কত তারিখ আজ! গীর্জ্জায় যাওয়ার দিন কি অতীত হয়ে গেছে!

শুধু তাঁর মনে হতে লাগল, যেন মদের নেশায় তিনি অনেক দিন বিভোর হয়ে ছিলেন! অনেক দিন! তাঁর স্পষ্টই ধারণা হল, গীর্জ্জায় যাওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিন নিশ্চয়ই পেরিয়ে গেছে! ছিঃ, ছিঃ, প্রজারা কি ভাবল!

সম্রাট্ একটু অস্বস্তির সঙ্গে পায়চারী করতে লাগলেন।

প্রতিহারী এসে জানাল—"মঁসিয়ে কোলবাৎ।"

—"নিয়ে এস।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালেন।

নতমুখে সম্রাট্ গম্ভীর ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন, তাঁকে কি প্রশ্ন করবেন তাই ভেবে।

কতক্ষণ চ'লে গেল।

সম্রাট্ কিছুই বলছেন না দেখে, কোলবাৎ বললেন—"সম্রাট্ কি কিছু বলবেন ?"

—"হ্যাঁ, মঁসিয়ে, আজ তারিখ কত ?"

—"পাঁচই নভেম্বর।"

—"হুঁ! গীর্জ্জায় যাওয়ায় সেই পবিত্র দিনটা ছিল কবে ?"

—"চার তারিখে।"

—"হুঁ!"

সম্রাট্ পায়চারী করতে লাগলেন।

পরে হঠাৎ ব'লে উঠলেন—"ভেড়ার পাল বুঝি খুব বিরক্ত হয়েছে ?"

মঁসিয়ে একটু হাসলেন। ভেড়ার পাল অর্থে সম্রাট্ দেশের জনসাধারণের কথা বলছেন।

—"হ্যাঁ, ভেড়ার পাল চিরদিন ভেড়ার পালই থাকে সম্রাট্! তাদের বুদ্ধি সম্রাটের বুদ্ধির কাছে কখনো আসতে পারে কি ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"সম্রাট্ এই দাসের উপর তাঁর রাজ্য পরিচালনার

যেটুকু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব সে রাখতে পেরেছে সম্রাট্ !”

—“আপনার বক্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ম'সিয়ে কোলবাৎ !”

সম্রাট্ একটু বিরক্তির সঙ্গে পায়চারী করতে লাগলেন।

—“একটা লোক দিয়ে সম্রাটের ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলাম।”

ব'লেই সম্রাটের কৃপা প্রার্থনার ভঙ্গীতে ম'সিয়ে কোলবাৎ তাঁর পায়ের তলায় ব'সে পড়লেন।

—“অভিনয়।”

—“হ্যাঁ। একজন লোক, ঠিক আপনার মত তাকে দেখতে।...”

—“আমার মত !”

সম্রাট্ বিস্মিত হলেন।

—“হ্যাঁ, অবিকল আপনার মত ! ম'সিয়ে বিশপ দ্য হার্বলি তাকে আবিষ্কার করেছেন বাস্তিলের কারাগার থেকে।”

—“তারপর ?”

—“উপায় ছিল না, সম্রাট্ ! ক্ষমা করবেন। তা'ছাড়া, পথে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার সময় উন্মত্ত জনতা সম্রাটের আসন আক্রমণ করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সম্রাট্ তখন অনুপস্থিত ছিলেন, তাই কোনও অমঙ্গল ঘটেনি।”

মঁসিয়ে কোলবাৎ একটু থেমে লক্ষ্য করলেন, সম্রাটের মুখের ভাবটা। পরে বললেন—"সেই লোকটাকে সম্রাটের পোষাক পরিয়ে গীর্জ্জায় পাঠান হল। মূর্খ প্রজারা তাকেই অভিবাদন করলে সম্রাট্ ব'লে। চিনতে পারল না তা'রা। বিনা গোলযোগেই গীর্জ্জার উৎসব শেষ করা হল।"

—"হুঁ!"

সম্রাট্ ভাবতে ভাবতে বললেন—"পথে শোভাযাত্রা আক্রমণ করেছিল বিদ্রোহী জনতা?"

—"হ্যাঁ, সম্রাট্!"

—"কি হল তারপর? রাজকীয় বাহিনীর কেউ হতাহত হয়েছে? কিংবা দুর্ব্বৃত্তদের বন্দী হয়েছে কেউ?"

—"না, সম্রাট্।"

-"না!"

সম্রাট্ আরো বিস্মিত হলেন।

—"উন্মত্ত জনতা এক মুহূর্ত্তেই থেমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। তা'রা আর এগোতে সাহস পেল না।"

—"কেন?"

—"কি অদ্ভুত সে অভিনয় সম্রাট্! মাপ করবেন আমাকে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওই জনতার মধ্যে সম্রাট্ স্বয়ং থাকলেও সন্দেহ করতেন, ফ্রান্সের সত্যিকারের সম্রাট্ কে? —আপনি, না সেই অভিনয়কারী বন্দী?"

—"হ্যাঁ! রূপকথার গল্পই বটে! তারপর আপনাদের সন্দেহ হয়নি ত?"

সম্রাট্ নিজের রসিকতা ও শ্লেষের অনুভূতিতে হাসলেন একটু বক্র হাসি!

মঁসিয়ে কোলবাৎ সম্রাটের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে বললেন—"আমার এই স্পর্দ্ধা মাপ করবেন সম্রাট্!"

—"কিন্তু, আমি তাকে দেখতে চাই মঁসিয়ে কোলবাৎ!"

—"সম্রাটের ইচ্ছা! কিন্তু সম্রাট্, আরো একটা মহাবিপদ থেকে ফ্রান্সকে সেই যুবক রক্ষা করছে।"

—"হ্যাঁ, সেই যুবকটি দেখছি ভগবানের পূর্ণ অবতার!"

সম্রাট্ হাসলেন এবার ব্যঙ্গের হাসি।

মঁসিয়ে কোলবাৎ নিজেকে একটু সংযত ক'রে সেই পরিহাসটা এড়িয়ে গেলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাট্ও উঠলেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে।

পরে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বিপদ হয়েছিল শুনি?"

—"স্পেনের রাজকুমারী......"

—"কুমারী হেন্‌রিয়েটা,—আপনাদের ভাবী সম্রাজ্ঞী? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে তাঁর?"

—"সম্রাটের সঙ্গে তিনি বিলাস-কক্ষে দেখা করতে যান। কিন্তু........"

মঁসিয়ের কথা শুনে সম্রাট্ বিব্রত হয়ে উঠলেন। তিনি

চান না যে, তাঁর এই বীভৎস দোষগুলো স্পেনের রাজকন্যা অর্থাৎ তাঁর ভাবী পত্নীর কাছে ধরা পড়ে।

—"তারপর ?"

—"ফটকের প্রহরী তাঁকে সেখানে ঢুকতে দেয়নি। সম্রাটের এইরূপ আদেশ ছিল।"

—"হুঁ! কিন্তু রাজকন্যার হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন ?"

—"তা জানি না, সম্রাট্ !"

—"আচ্ছা, তারপর ?"

—"রাজকন্যা সম্রাটের উপর অভিমান ক'রে স্পেনের দূতাবাসের দিকে চ'লে যান এবং স্থির করেন যে, তখনি তিনি স্পেনে তাঁর মায়ের কাছে রওনা হবেন।"

সম্রাটের মুখখানা অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা যাতে মঁসিয়ের কাছে না প্রকাশ পায়, তাই বললেন—"তাতে ফ্রান্সের কিছুই বয়ে যেত না। ক্ষুদ্র রাজ্য স্পেন না হয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করত! যাক, সেই যুবক কি করলে তখন ?"

—"আপনার বেশে গিয়ে সে রাজকন্যার ক্ষমা চেয়ে নিলে। রাজকন্যা ফিরে এলেন আবার প্রাসাদে।"

—"হুঁ! কে এই অর্ব্বাচীন যুবক যে ফ্রান্সের ভাবী সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ স্বামীর অভিনয় ক'রে আসতে পারে ? আমি তাকে দেখতে চাই।"



"...এ কি তোমার পুত্র? আমার ভাই?—১২৩ পৃষ্ঠা

তখুনি সম্রাটের অভিপ্রায় মত লোক পাঠান হল। অবিলম্বে রাজপুত্র ফিলিপ্‌কে আনা হল সম্রাটের সম্মুখে। সঙ্গে এলেন তাঁর আরামিস্‌। রাজপুত্রের পরিধানে সাধারণ পোষাক। পুরোহিতের পোষাক পরা আরামিসের।

সম্রাট্ সেই যুবকের মুখের দিকে তাকালেন। কি অদ্ভুত! কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এ! একেবারে একই রকম মুখ! চেহারাও একই রকম! আয়নাতে সম্রাট্ নিজের মুখ দেখতে লাগলেন। পরে বিভ্রান্তের মত একটা আসনে ব'সে বললেন—"কে এই যুবক? কোথা ছিল এ? এর পরিচয় বা কি?"

"এ ছিল বাষ্টিলের কারাগারে।"—অতি শান্ত গলায় উত্তর দিলেন আরামিস্‌।

সম্রাট্ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন; পরে বললেন—"আমি এই যুবককে তার কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দিতে চাই!"

আরামিসের মুখের উপর দিয়ে একটা আনন্দের হাসি খেলে গেল।

রাজপুত্র ফিলিপ্‌ও হলেন বেশ আনন্দিত। তিনি দু'চোখ ভ'রে সম্রাট্‌কে দেখছিলেন, অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলেন এতক্ষণ! এই তাঁর ভাই, যমজ ভাই! একই মায়ের গর্ভে জন্মেছেন তাঁরা! দেহের রক্ত তাঁদের একই! একই আত্মা, একই প্রাণ—অথচ···

ফিলিপ্ আর ভাবতে পারলেন না। হঠাৎ বুকের মধ্যটা তাঁর তোলপাড় ক'রে উঠল—ভাই, আমার ভাই!

সম্রাট্ নিজের আনন্দে একটু মুখ টিপে টিপে হাসলেন। পরে বললেন—"হুঁ, পুরস্কার! উপযুক্ত পুরস্কারই দেব। সে পুরস্কার হল—তোমার প্রাণদণ্ড যুবক! নইলে আর একজন নকল সম্রাট্ কখনো ফ্রান্সে বাস করতে পারে না। সত্যিকারের সম্রাটের অস্তিত্ব তাতে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে।"

ব'লেই মুখ বাঁকিয়ে সম্রাট্ হেসে উঠলেন—নিষ্ঠুর, বীৎভস এক ক্রূর হাসি!

সঙ্গে সঙ্গে আরামিস্ আর ফিলিপ্ অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। মঁসিয়ে কোলবাৎ দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ, নিরুত্তর হয়ে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আরামিসের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা চ'লে গেল, আবার ফিরে এল তাঁর শক্তি ও বুকভরা সাহস। সম্রাটের মুখের দিকে তিনি সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—"সম্রাট্!"

—"মঁসিয়ে!"

—"এই যুবকের প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করুন সম্রাট্। ফ্রান্সের ইনি রাজপুত্র।"

—"রাজপুত্র!"

বিহ্বলের মত সম্রাট্ আসনের উপর ব'সে পড়লেন; পরমুহূর্ত্তেই আবার দাঁড়িয়ে বললেন—"রাজপুত্র?"

—হ্যাঁ, সম্রাট্ ! আপনার ভাই—যমজ ভাই !”

সম্রাট্ পরাজিতের মত আবার সেই আসনের উপর ব’সে পড়লেন।

ফিলিপ্ উদ্যত হলেন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে ; কিন্তু কোন কথাই তাঁর হল না।

তীব্রকণ্ঠে সম্রাট্ ব’লে উঠলেন—“মিথ্যা কথা ! এসব জাল—ষড়যন্ত্র এর সবই !”

“রাণীমাকে প্রশ্ন করুন সম্রাট্।”—নতজানু হয়ে বললেন মঁসিয়ে বিশপ ড্য হার্বলি।

তারপর রাণীমা প্রবেশ করলেন সেই রঙ্গমঞ্চে যেখানে তাঁর এক পুত্রের আদেশে অন্য পুত্রের হতে চলেছে প্রাণদণ্ড ! এক ভাই দিচ্ছেন আদেশ, অপর ভাই শিউরে উঠছেন তা’ শুনে ! পাত্রমিত্রেরাও সব দাঁড়িয়ে আছেন নীরব, নিস্পন্দ হয়ে !

উচ্চকণ্ঠে সম্রাট্ মাকে জিজ্ঞেস করলেন—“কে এই যুবক ? এ কি তোমার পুত্র ? আমার ভাই ?”

রাজপুত্র ফিলিপ্ তখন মাকে দেখে ছোট শিশুর মতই তাঁর বুকের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন !

এতদিনের চাপা বেদনা আজ রাণীমার বুক ভেঙে ঠেলে বেরুল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—“হ্যাঁ, তোমার যমজ ভাই !”

"অর্থাৎ ফ্রান্সের সিংহাসনে সে সমান অধিকারী ?"—সম্রাট্ তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

সে-কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না রাণীমা। শুধু কান্নায় তিনি মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়লেন। তাঁকে সরিয়ে দূরে নিয়ে যাওয়া হল সেখান থেকে।

কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে গেল।

ঘরের আর সকলেই নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশ্বাস ফেলতেও যেন আর কারো সাহস হচ্ছে না!

অকস্মাৎ সম্রাট্ তাঁর আসন থেকে উঠে পায়চারী করতে সুরু করলেন। মাঝে মাঝে দেখতে লাগলেন কক্ষের এদিকে-ওদিকে চেয়ে। বড় বড় চোখ দুটো তাঁর লাল হয়ে উঠেছে আগুনের গোলার মত! ভ্রূ-যুগল আছে কুঁচকে! উপরের ঠোঁটে নীচের ঠোঁট চেপে আছেন! সে মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, যেন ভিতরে ভিতরে একটা কি মতলব আঁটছেন তিনি।

সম্রাট্ একবার আরামিসের মুখের পানে তাকালেন। পরে দু'পাক ঘুরে এসে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"বিশপ দ্য হার্বলি! রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনার এই বৃদ্ধবয়সেও একটু বিশ্রাম নেই। তা'ছাড়া, আমার স্বর্গগত পিতার আমল থেকেই আপনি আছেন। সুতরাং আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আর সেইজন্যই এর প্রাণদণ্ডাদেশ আমি প্রত্যাহার করলাম।"

"সম্রাট্ উদার, মহানুভব।"—নতজানু হয়ে বললেন আরামিস্।

—"হ্যাঁ, তবে যুবককে আবার বন্দীশালায় যেতে হবে।"

—"কিন্তু......."

—"এরপর আর কিন্তু নেই, বিশপ!"

আরামিস্ নিরাশ হয়ে চ'লে গেলেন। রাজপুত্র ফিলিপ্‌কে করা হল বন্দী!

সম্রাট্ এবার পাগলের মতন দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন সেই কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত।

পাশেই মঁসিয়ে কোলবাৎ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন। ইচ্ছা থাকলেও ভয়ে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না তিনি।

হঠাৎ সম্রাট্ ব'লে উঠলেন—"আমার ভাই! ভিন্ন দেহে একই রক্ত বয়ে চলেছে আমাদের। না, ঠিকই হয়েছে। তাকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ফ্রান্সের আর কেউ ও মুখ কখনো দেখতে না পায়।"

মঁসিয়ে কোলবাৎ এতক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়েই শুনছিলেন আর দেখছিলেন সম্রাটের ভাবের অভিব্যক্তি। এবার সাহস পেয়ে যেন কি তিনি বলতে যাবেন, এমন সময় সম্রাট্ বললেন—"একটা লোহার—হ্যাঁ, লোহারই—খুই শক্ত, মজবুত তৈরী মুখোস দিয়ে ওর মুখখানা একেবারে চিরদিনের

মতন ঢেকে ফেলতে হবে। আর এমন ভাবে সেটা আটকে দিতে হবে যা খুলতে গেলে হবে ওর প্রাণান্ত !”

সম্রাট্ ললাটের ঘাম মুছলেন ; পরে বললেন—“আর সেই মুখোসের চাবি থাকবে আমার কাছে।”

কোলবাৎ নতজানু হয়ে অভিবাদন করলেন, পরে চ’লে গেলেন সেই আদেশ পালনের জন্য ।

সম্রাট্ ব’সে ব’সে একাকী ভাবতে লাগলেন—ভাই ? একই রক্ত ? একই আত্মা ? একই প্রাণ ?—নাঃ ! এ সমস্তই ভুল। সে আমার শত্রু—পরম শত্রু ! সিংহাসনের সে সমান অধিকারী !

—পনেরো—

তখুনি সম্রাটের ইচ্ছামত এক লোহার মুখোস তৈরী করতে আদেশ দেওয়া হল কামারকে। শীগ্‌গির শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এল—ভারী ভয়ঙ্কর সেই মুখোস !

মুখোসটা দেখতে কেমন হল ?

তোমরা অনেকেই হয়ত মনিহারী দোকানে গাটাপার্চ্চার তৈরী জন্তু-জানোয়ার কিংবা দৈত্য-দানার মুখোস দেখেছ। এ মুখোসটার সামনের দিক হল ঠিক তেমনি একটা মানুষের মুখের মতন। তবে, এর পিছনের দিকেও একটা ঢাকনি

আছে। আর সেই দুটো অংশকে আটকে রেখেছে মজবুত কয়েকটা কব্জা। উভয় দিকের নীচে ঘাড়ের কাছে তার ছিদ্রও আছে। মুখোসটা পরিয়ে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লাগাতে হয় তালা।

কুমার ফিলিপের মুখে সেই ভয়ঙ্কর মুখোস পরিয়ে দেওয়া হল! যন্ত্রণা ও ভয়ে তিনি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। কিন্তু শত্রু! হ্যাঁ, ভাই হলেও সে শত্রুর আর্ত্তনাদ তখন শুনছে কে?

সম্রাটের আদেশমত সমুদ্রতীরে এক পাহাড়ের গুহায় নির্জ্জন কারাগারে তাঁকে আটকে রাখা হল! একথা জানলেন মঁসিয়ে কোলবাৎ আর জানলেন সম্রাট্ নিজে; তা'ছাড়া, এই পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কেউ জানল না।

সম্রাটের এই নিষ্ঠুর আদেশের কথা জানতে পেরে আরামিস্ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। নিতান্ত হতাশ হয়ে তিনি রাজধানী থেকে বিদায় নিলেন একেবারে সুদূর গাঁয়ের দিকে। কিন্তু মনে তাঁর এতটুকুও শান্তি নেই—সমস্ত আশাই ভেঙে গেছে। ছেলেমেয়ে ত আরামিসের কখনো ছিল না, তাই রাজপুত্রকে তিনি ভালবেসে ফেলেছিলেন ঠিক নিজের ছেলের মতই।

এরপর কতদিন চ'লে গেল। আরামিস্ চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁর সাধ্যতীত ক'রে। কিন্তু রাজপুত্রের সন্ধান আর কোন মতেই পাওয়া গেল না।

হঠাৎ কি একটা ভেবে তিনি ঘোড়ায় চ'ড়ে একদিন প্যারিতে এসে ঢুকলেন। অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে কালো হয়ে নেমে এসেছে। রাত্রি বিশেষ হয়নি। তবু শহরটা যেন এরই মধ্যে কেমন নীরব, নিঝুম।

আরামিসের শুধু মনে হচ্ছিল, সেই ভীষণ লৌহ মুখোসের কথা! তার মধ্যে রাজপুত্রের ছবির মতন মুখখানা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! ওঃ, কি ভীষণ! কেন তাঁকে বাইরে এনেছিলেন তিনি? কেন, কেন? সেই কারাগার-জীবনের যন্ত্রণা যে এই ভয়ানক যন্ত্রণার চেয়েও শতগুণে কম ছিল!

আরামিস্ ভাবতে ভাবতে ম'সিয়ে কোলবাতের বাড়ীর দিকে চললেন। মুখে তিনি দুঃখের এতটুকু রেখাও প্রকাশ পেতে দিলেন না। রাজপুত্র ফিলিপ্ যে বাষ্টিল কারাগারে বন্দী, এ সন্ধান তিনি হঠাৎ পেয়েছিলেন। আর সেটা ছিল একটা নিতান্তই তুচ্ছ কাহিনী। আশা—আজও যদি তেমনি একটা কোন কিছু কূল-কিনারা করা যায়। অবশ্য সম্রাট্ যা করেছেন তা' নিতান্তই যুক্তিযুক্ত! জাগতিক লোকের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল আশা করা একেবারেই ভুল।

ম'সিয়ে কোলবাৎ তাঁর বৈঠকখানা থেকে উঠেছেন, এমন সময় আরামিস্ গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ আরামিস্‌কে দেখে কোলবাৎ একটু চম্‌কে উঠলেন; ভাবলেন—আবার কী একটা মতলব এঁটে

এসেছেন ইনি! এঁর কথায়ই সেইবার বাস্তিল কারাগারের বন্দীকে আমি সম্রাটের নামে মুক্তির আদেশ দেই। আর সেই বন্দীকে নিয়ে শেষটায় কি বিপদেই না পড়েছিলাম! নিতান্ত বরাত জোর যে সম্রাট্ আমাকে ভালবাসতেন। নইলে, ওই সময়েই তো আমার শির গিয়েছিল আর কি!...কিন্তু মুখে কোলবাৎ আনন্দের ভাবই দেখালেন। আরামিস্‌কে আদর-যত্ন করলেন আগের মতই।

রাত্রি অধিক হয়েছে। তা'ছাড়া কাজ হাসিলের জন্য সে রাত্রিটা আরামিস্ সেখানেই রয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে মঁসিয়ের সঙ্গে তাঁর গল্প-গুজব হল নানা রকমের। তখন কল-কৌশলে তিনি আবিষ্কার করলেন দুটি জিনিস—সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গুহার নিশানা একটি, অপরটি সেই লৌহ মুখোসের চাবির কথা।

চাবি সম্রাটের নিজের কাছেই আছে, আর এমন জায়গায়ই আছে, যে সাধারণ লোকের তা' পাবার সম্ভাবনা কোন রকমে নেই। চাবি রেখেছেন সম্রাট্ অতি সাবধানে তাঁর নিজের গলায় মুক্তা-হারের মধ্যে বেঁধে।

অনেক চেষ্টায় সে সন্ধান আরামিস্ পেলেন। কিন্তু তখন হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি। নাঃ, রাজপুত্রকে দেখছি উদ্ধার করার উপায় আর নেই। সম্রাটের কণ্ঠদেশ থেকে চাবিটাকে হস্তগত করা একেবারেই অসম্ভব। আরামিস্

চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবুও একটু হেসে বিদায় নিলেন তিনি।

কথায় কথায় মঁসিয়ে যে কখন আরামিস্‌কে এই ছুটো খবর ব'লে ফেলেছেন, তা' আর তাঁর খেয়ালই হল না। তাই আরামিসের হাসির অর্থও বুঝলেন না তিনি কিছু।

কয়েকদিন চ'লে গেল।

আরামিসের কিন্তু আর দেখা পাওয়া গেল না।

তারপর সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বছরও ধীরে ধীরে কালের কোলে ঢ'লে পড়ল।

সেদিন মঁসিয়ে ফুকের বাড়ীতে আবার উৎসব হচ্ছে। সেই উৎসবে সম্রাট্ থেকে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী এসেছেন, অথচ সর্ব্বত্রই যেন কেমন একটা বিশৃঙ্খলা। সৈন্যেরা মদ খেয়ে মাতলামি করছে, প্রহরীরা করছে ঘুমাবার চেষ্টা। চারিদিকেই শুধু আলো আর চীৎকার, ঘুম আর প্রলাপ!

আরামিস্‌ও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হঠাৎ একটু নিরিবিলি জায়গায় দেখা হল তাঁর সেই পুরাণো তিন বন্ধুর সঙ্গে।

দ্যর্ত'াগ্‌নান্ বললেন—"কি বন্ধু, দেখা নাই যে আর?"

"হুঁ! এই অধর্ম্ম আর অত্যাচারের রাজ্যে কোন মানুষ বাস করতে পারে?"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন আরামিস্।

—"অধর্ম্ম? অত্যাচার?"

সবাই অবাক।

তারপর আরামিস্ ব'লে চললেন সমস্ত ঘটনাটাই।

অনেকদিন পরে একটা করবার মতন কাজের সংবাদ পাওয়া গেল। দুঃসাহসিক হলেও কাজটার সন্ধান পেয়ে তাঁরা সকলেই ব'লে উঠলেন—"আমরা সেই কারাগার ভেঙে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসব! আমাদের সম্রাটের পুত্র, তিনিই আমাদের সম্রাট্! উন্মত্ত জনতা সেদিন তাঁর কথাতেই শান্ত হয়েছিল। এমনই সরল, এমনই মধুর তাঁর ব্যবহার! অথচ তাঁর এই পরিণাম! এ আমরা কখনই সহ্য করব না। তাঁকেই বসাব আমরা সম্রাটের আসনে।"

—"হ্যাঁ। তা'ছাড়া, একই রাজার এঁরা দুটি পুত্র। আর সেই দুটি পুত্রের মধ্যে নির্য্যাতিত কুমার ফিলিপ্ই হলেন ফ্রান্সের সিংহাসনের সত্যিকারের অধিকারী। অথচ একটা উচ্ছৃঙ্খল, একটা মাতালকে আমরা সিংহাসনে বসিয়ে রেখে দেশের ক্ষতি করছি, ক্ষতি করছি এই নিষ্কলঙ্ক রাজ-বংশের! তবে, রাজ্যে কোন বিদ্রোহ না আসে, না জানতে পারে কোন লোকই—এমনি ভাবে আমাদের কাজ করতে হবে। আর সেই সমস্ত কাজ চুকিয়ে ফেলতে চাই আজকার এই উৎসব-রাত্রেই! কারণ প্রবাদ আছে—শুভস্য শীঘ্রম্ অর্থাৎ যা' কিছু ভাল কাজ তা' যথাসম্ভব শীগ্গির শীগ্গির শেষ করবে।"

পর্থস্ বললেন—"কিন্তু সেই লোহার মুখোস, তা' খুলবে কি ক'রে? তার চাবি যে রয়েছে সম্রাটের গলায়!"

—"চিন্তা নেই, তার ব্যবস্থা আমি এখুনি ক'রে দিচ্ছি। রাজকন্যার সঙ্গে আমার কাল রাত্রে দেখা হয়েছিল।"

—"রাজকন্যা?

—"হ্যাঁ। রাজকন্যা হেন্‌রিয়েটা। তাঁর সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের পূর্ব্বেই দু'বার দেখা হয়েছে। তখন রাজকন্যা তাঁকে চিনতে পারেননি। কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল তাঁর—একজন লোকই এত ভাল আর এত মন্দই বা হতে পারে কি করে? সমস্ত ঘটনা ব'লে আমি রাজকন্যার কাছে ঐ ভিক্ষাই চাইলাম যে, সম্রাটের গলা থেকে অতি গোপনে সেই লৌহ মুখোসের চাবিটা তাঁকে এনে দিতে হবে।"

—"রাজকন্যা কি বললেন?"

—"সানন্দে তিনি স্বীকার করেছেন। কুমার ফিলিপ্‌কে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন অজ্ঞাতে।"

—"সত্য?"

—"হ্যাঁ। তোমরা সব প্রস্তুত হও। আমি রাজকন্যার কাছে যাই। দুপুর রাত্রেই দেখা করবার কথা আছে তাঁর সঙ্গে। সম্রাটের পাশের ঘরেই তিনি থাকবেন। আর তাঁরই অনুরোধে সম্রাট্ আজ মদ্যপান করবেন খুব! এতক্ষণ তিনি

অজ্ঞান হয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু বুড়ো পর্থস্, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে কি ?"

পর্থস্ হেসে বললেন—"আমার চেয়েও বুড়ো হয়ে গেছে এ্যাথস্। সে মদই খেতে পারে না ভাল ক'রে। তবু আমাদের ধারণা যে, তার গায়ে যা' শক্তি আছে, ফ্রান্সের আর কারো তা' নেই। কি বল দ্যর্তাগ্নান্ ?"

দ্যর্তাগ্নান্ এতক্ষণ নীরবেই কি যেন ভাবছিলেন। তিনি বললেন—"কিন্তু এ যে রাজদ্রোহ। আর আমি যে ফ্রান্সের সেনাপতি !"

—"সেনাপতি তুমি কার ? লুইএর, না স্বর্গগত সম্রাট্ ফিলিপের ? সম্রাট্ ফিলিপের অতি আদরের পুত্র কুমার ফিলিপ্ বিনা দোষে কারাগারে বন্দী, অথচ যে থ্রি মাস্কেটিয়াস আর বন্ধু দ্যর্তাগ্নান্ চিরকাল ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করেছে—টুঁটি চেপে ধরেছে অন্যায়ের, তাদের শক্তি ও সাহস কি আজ ভীরু মেষের মতই লুকিয়ে থাকবে ?"

দ্যর্তাগ্নান্ আর কোন উত্তর না দিয়ে বন্ধুদের অনুসরণ করলেন। একটু বাদে চাবি নিয়ে আরামিস্ ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। চুপি-চুপি তিনি বলিলেন—"এখুনি এই রাত্রির মধ্যেই আমাদের প্রধান কাজটা শেষ করতে হবে। অস্তগত সূর্য্য যেন কাল নবোদিত হয়ে ফ্রান্সের সত্যিকারের সম্রাট্‌কে দেখতে পায়।"

কিন্তু সহসা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে পড়ল আরো ঘন। দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারের গর্ভ হতে ঝড়ো হাওয়া দেখা দিল। আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চিরে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল, তার সঙ্গে সুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি!

পর্থস্‌ বললেন—"একটু দেখে বেরুলে হয় না?"

"না।"—উত্তর দিলেন আরামিস্‌।

দ্যর্তাগ্‌নান্‌ বললেন—"এই ত সুযোগ।"

"ওর বয়স হয়েছে কিনা।"—একটু হেসে বললেন এ্যাথস্‌।

"হাঁ, বয়স হলেও কাজে অকর্ম্মণ্য হইনি। এখনো দু'বোতল মদ অনায়াসে পান করতে পারি। আর তুই?"—বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিলেন পার্থস্‌।

আরামিস্‌ বললেন—"চল।"

এরপর কয় বন্ধু মিলে সমুদ্রতীরে সেই পর্ব্বতের গুহার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। চারজনের হাতেই ধারাল অসি। কোন দিকে আর তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘোড়া ছুটে চলল। আস্তে আস্তে পিছনের অন্ধকারে উৎসবের আলোগুলো গেল সব মিলিয়ে।

—ষোলো—

দুর্য্যোগ রাত্রির অন্ধকারে সমতলভূমি থেকে উঁচু পার্ব্বত্য কারাগার পাষাণের আবরণে গা লুকিয়ে একটা ভীষণ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে তার অন্ধকার আর অন্ধকার! ক্বচিৎ দু'-একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে জোনাকীর অস্পষ্ট আলোর মত। চারজন বীরের দুরন্ত ঘোড়া পাহাড়ের বুক বেয়ে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে এই ভয়াবহ দুর্য্যোগ ঠেলে। তাদের পায়ের শব্দ মুহূর্ত্তে গিয়ে মিশে যাচ্ছে উন্মত্ত হাওয়ার সঙ্গে।

আরামিস্ চলেছেন সবার আগে, পেছনে তাঁর আর তিনজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা এসে পৌঁছলেন তোরণের পাশে। রাত্রি তখন একটা হবে! কারাগারের তোরণের বিশাল দরজা লৌহ আর পাষাণে তৈরী। সেখানে কোন প্রবেশপথের সুবিধা না দেখে তাঁরা কারাগারের অপর পাশে এলেন। এ কারাগারের সমস্ত অংশই তাঁদের জানা আছে। কত দিনে কত দুরন্ত কয়েদীকে তাঁরা এই কারাগারে এনে রেখে গেছেন। যেখানে তাঁরা এলেন, সেদিকটা অতি নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। এ পথ দিয়ে কোন কয়েদী কখনো পালাতে পারে না। ভীষণ কাঁটায় পূর্ণ আর সর্প সঙ্কুল সেই স্থান! তা'ছাড়া বনের শেষেই কূল-কিনারাহীন দিগন্ত-প্রসারী সমুদ্র!

দ্যর্তাগ্নান এলেন এবার আগে। তাঁর সবল হাতে অসির

এক এক আঘাতে পথ পরিষ্কার হতে লাগল। ধীরে ধীরে ঘোড়া এগিয়ে চলল সেই পথে। এমনিভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁরা সেই প্রাচীরের পাশে এসে পৌঁছলেন। পাথরে তৈরি বিরাট উঁচু প্রাচীর। তা পার হয়ে যাওয়া অসম্ভব! দেখে সকলেই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় আকাশে মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আবার বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল। সেই আলোতে আরামিস্ দেখতে পেলেন প্রাচীরের পাশেই একটা বড় গাছ। চোখের পলকে আরামিস্ গিয়ে ঐ গাছে উঠে বসলেন। তারপর বাদুড়ের মত তার শাখা-প্রশাখা বেয়ে লাফিয়ে পড়লেন ভিতরের দিকে; সঙ্গে এ্যাথস্, পর্থস আর ডার্তাগ্‌নানও।

নীরব নিঝুম সুরক্ষিত অন্ধকার কারাগার। তারই মধ্য দিয়ে চুপি-চুপি তাঁরা হেঁটে যেতে লাগলেন। কিন্তু কতদূর যেতে না যেতেই চারজনে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন খাপের তরবারিতে হাত দিয়ে! অস্পষ্ট হলেও তাঁদের মনে হল, কে যেন কথা কইছে।

কিন্তু একে নিবিড় অন্ধকার, তার উপর বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দে আর দম্‌কা হাওয়ায় তাঁরা কিছুই দেখতে পেলেন না, কথাও আর শুনতে পেলেন না কিছুই।

তখন ডার্তাগ্‌নান বললেন—"ও বোধ হয় কয়েদীদের কেউ কথা কইছিল। কিংবা কোন অশরীরী আত্মাও হতে পারে।"

"হুঁ। হয়ত তাই।"—উত্তর দিলেন আরামিস্।

তাঁরা আবার নিঃশব্দে চলতে লাগলেন। তবে, আরো সতর্কভাবে, অতি সন্তর্পণে। কিন্তু এ কি! আবার সেই কণ্ঠস্বর—পরিষ্কার মানুষেরই কণ্ঠ! স্বরটা এবার সকলেই শুনতে পেয়েছিলেন। তাই পিছনের গাঢ় অন্ধকারের দিকে যতদূর দেখা যায় তাঁরা তীব্রদৃষ্টিতে তাকালেন স্তব্ধ হয়ে।

এর পর সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড গিয়ে কয়েক মুহূর্তও অতীত হল, অথচ দেখা গেল না কিছুই। হঠাৎ শোনা গেল—"উঃ আর ত পারিনে মা! আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

আরামিস্ চুপি-চুপি বললেন—"শুনছ, একটা কয়েদী কথা কইছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের রাজপুত্র তা'হলে বেঁচে আছেন ত!" —উত্তর দিলেন পর্থস্।

দ্যর্তাগ্নান বললেন—"না-না, ও কিছু নয়। কয়েদীটা স্বপ্নে কথা কইছে। চল রাত আর বোধ হয় বেশী নেই। কাজ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

বৃষ্টির বেগ তখনো কমেনি। বাতাস বয়ে চলেছে সমানে। গোলক-ধাঁধার মত আঁকা-বাঁকা সরু পথ পেরিয়ে তাঁরা এসে পড়লেন কারাগারের সামনের দিকে।

দিবসের ক্লান্তি আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বন্দীরা সকলেই ঘুমিয়ে

পড়েছে। প্রহরীদেরও কেউ ঝিমুচ্ছে দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে, কেউ বা সজাগ পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরে দূরে দেওয়ালের গায়ে জ্বলছে অনুজ্জ্বল আলো। সেই আলোর ক্ষীণ-রশ্মিতে দেখা গেল—কারাধ্যক্ষের ঘরের সম্মুখে পায়চারী করছে একটা বিরাটকায় প্রহরী।

ড্যার্তাগ্নান্ তাঁর সঙ্গীদের ইঙ্গিত করলেন, আর চোখের পলকে গিয়ে পিছন থেকে চেপে ধরলেন সেই প্রহরীটার মুখ! ধ্বস্তাধ্বস্তি যে একটু না হল তা' নয়, কিন্তু ড্যার্তাগ্নানের সবল হাতের চাপে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শব্দ করবার মতন শক্তিও তার আর তখন নেই।

এ্যথস্ আর পর্থস্ গিয়ে নিকটের ঘুমে-কাতর প্রহরীদের মুখ বেঁধে ফেললেন। বয়স হলেও এই চারজন বীরের শক্তির কাছে তখনো ফ্রান্সে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। তা'ছাড়া, ভগবান ছিলেন তাঁদেরই সহায়। তাই নিঃশব্দে সেই দুরন্ত প্রহরীগুলো হল এক মুহূর্ত্তে বন্দী।

ইতিমধ্যে আরামিস্ গিয়ে কারাধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানেও আলো জ্বলছিল অতি ক্ষীণভাবে। একখানা পালঙ্কের উপর দুধের মত সাদা ধব্ধবে বিছানায় শুয়ে কারাধ্যক্ষ অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। কারাগারের প্রত্যেক কক্ষের চাবিগুলো ঝুলছে দেওয়ালের গায়ে একটা বড় পেরেকে। একটা টেবিলে কতকগুলো বই আর খাতা সাজান

রয়েছে। আর একটা টেবিলের উপর আছে কয়েক বোতল মদ। তা' থেকে আরামিস্ ছ'-তিনটা বোতল আর চাবির গোছাটা নিয়ে মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় তিনি আলোটা নিয়ে এলেন নিবিয়ে।

প্রহরীর বুকের উপর তরবারি চেপে ধ'রে ছর্তাগ্নান এবার ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন—"খা, মদ খা,—নইলে…"

তরবারিতে একটু চাপ দিলেন ছর্তাগ্নান।

প্রাণভয়ে ভীত প্রহরীটা বোতলের পর বোতল মদ পান করতে লাগল। তারপর অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল সে।

আরামিস্ তার হাতে, পায়ে আর মুখে বাঁধন দিয়ে তাকে ফেলে রাখলেন—যাতে না সে প্রলাপ বকতে পারে, না করতে পারে চীৎকার।

তারপর খানিকটা নিশ্চিন্তে তাঁরা এগিয়ে চললেন সেই প্রেতপুরীর মধ্য দিয়ে। নির্য্যাতন আর অত্যাচারের ভয়ঙ্কর এই আস্তানাটিও রাত্রির অন্ধকারে স্তব্ধ, মৃত! প্রত্যেকটি ছোট কামরার অতি ছোট ছোট জানালার পাশে তাঁরা এক একজন গেলেন। তীব্রদৃষ্টিতে অস্পষ্ট আলোয় সেখানে দেখতে পেলেন কয়েদীগুলো সব ঘুমুচ্ছে—একটুও নড়ছে না, জাগছে না তা'রা একজনও। যেন কারাগারের এই জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তা'রা! এমনি ক'রে একটার পর একটা

কামরা ছেড়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। হঠাৎ দ্যর্তাগ্‌নানের কানে এল একটা আর্ত্তনাদ—অতি ভীষণ ও মর্মান্তিক! ক'জনেই এবার থমকে দাঁড়ালেন। জানালার ফাঁকে তাকিয়ে আরামিস্ দেখলেন—ঐ ঘরের মধ্যটা অত্যন্ত অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না! অথচ তার ভিতরে যেন কে দুরন্ত যন্ত্রণায় গোঁঙাচ্ছে!

আরামিসের মনে কেমন সন্দেহ হল। চুপি-চুপি বললেন—"কে, রাজপুত্র?"

গোঁঙানি থেমে গেল ভিতরে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাতুর গলায় উত্তর এল—"না, না, আমি রাজপুত্র নই। আমি অভিশপ্ত! উঃ!"

"রাজপুত্র! আমি আরামিস্—আপনার সেই দাসানুদাস। সদলে আমরা এসেছি।"—উত্তর দিলেন আরামিস্।

দ্যর্তাগ্‌নান্ চাবি দিয়ে দোর খুললেন।

এ্যাথস্ আর পর্থস্ দাঁড়িয়ে রইলেন পাহারায়।

দোর খোলা হলে মশালের আলোয় দেখা গেল রাজপুত্রের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা! সবাই ভয়ে আঁৎকে উঠলেন! দেখলেন রাজপুত্রের মাথায় বিরাট, বিকট একটা লৌহ মুখোস! আর তারই ভারে রাজপুত্রের মাথাটা গেছে বেঁকে! দু'হাত দিয়ে সেই মুখোসটাকে ধ'রে অতিকষ্টে রাজপুত্র তাঁর মাথাটা সোজা করলেন। এঁদের দেখে তিনি বললেন—"অভিশাপ! অভিশাপ মঁসিয়ে! উঃ! কী যন্ত্রণা!"

—"আর সহ্য করতে হবে না রাজপুত্র, অভিশাপও আজ কেটে যাবে ! আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।"

—"এ অতি ভয়ঙ্কর মুখোস। আমায় না মেরে এ মুখোস খোলা যাবে না মঁসিয়ে ! উঃ ! আর পারিনে !"

—"ভয় নেই রাজকুমার ! মুখোস যত ভয়ঙ্করই হোক, এই যে তার চাবি নিয়ে এসেছি।"

ঝন্‌ঝন্ শব্দে আরামিস্ একবার চাবির গোছটাকে বাজালেন। একটা আনন্দের উত্তেজনায় ভেঙে পড়লেন রাজপুত্র। কোন কথাই আর তিনি বলতে পারলেন না, তাঁর গলা ধ'রে এল।

এর পর তাঁরা রাজপুত্রকে অতি সাবধানে কোলের উপর ধ'রে, তাঁর মাথার লৌহ মুখোস খুলে দিলেন।

রাজপুত্র যেন নরকের ভীষণতম যন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচে স্বর্গে এলেন ! আরামিসের হাত দুটো ধ'রে তিনি বললেন—"আমি রাজ্য চাইনে মঁসিয়ে ! সিংহাসন চাইনে আমি। শুধু একটু বেঁচে থাকতে চাই।"

রাজপুত্রের এই মর্ম্মান্তিক আবেদন আর যন্ত্রণা দেখে দ্যর্তাগ্‌নানের কঠিন হৃদয়ও গ'লে গিয়েছিল। হাতের ধারাল তরবারি তিনি রাজপুত্রের পায়ের তলায় রাখলেন। পরে নতজানু হয়ে বললেন—"আমি ফ্রান্সের সেনাপতি, রাজপুত্র। এ তরবারি আপনার !"

নির্ব্বাক রাজপুত্র একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত তরবারিখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন—"এ তরবারি আপনার হাতেই শোভা পায়! যোগ্য সম্মান এর দিতে পেরেছেন আপনিই।"

"এরা এ্যাথস্ আর পর্থস্!"—পরিচয় করিয়ে দিলেন আরামিস্।

"ফ্রান্সের সেই অদ্বিতীয় বীর?"—একটা আশা ও আনন্দের জ্যোতি খেলে গেল রাজপুত্রের চোখে।

আরামিস্ ব্যস্তভাবে বললেন—"আর দেরী নয়। কে জানে শুভর পিছনে অশুভ আছে কিনা! চলুন কারাগারের বাইরে যাই। তা'ছাড়া, এখনো অনেক কর্ত্তব্যই বাকী। আমরা চাই, নবোদিত প্রভাত-সূর্য্য কাল ফ্রান্সের নতুন সম্রাটকে অভিবাদন করবে।"

তাড়াতাড়ি তাঁরা কারাগারের বাইরে এলেন।

—সতেরো—

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তাঁরা মঁসিয়ে ফুকের প্রাসাদে আবার ফিরে এলেন। উৎসব-বাসর যেন ঘুমে ভেঙে পড়েছে। সর্ব্বত্রই তার ক্লান্তি আর জড়িমা। ছায়ার মত চারজনে এবার নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন সম্রাটের কক্ষের দিকে।

উজ্জ্বল আলোর তীব্রতায় তাঁরা দূর থেকেই দেখলেন, দোরের সম্মুখে একটা প্রহরী ব'সে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু প্রহরীটা সত্যিই ঘুমুচ্ছে—না ঝিমুচ্ছে সে মদের নেশায় ?

আরামিস্ চুপি-চুপি এগিয়ে গেলেন।

হাতে তাঁর খোলা তরবারি। নাঃ, প্রহরীটা ঘুমুচ্ছে ঠিকই। তিনি ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, হিংস্র ব্যাঘ্রের মতন তাকালেন সম্রাটের মুখের দিকে।

সম্রাট্ বেশ অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। পাশেই রয়েছে একটা মদের শূন্য গ্লাস—সেই সঙ্গে মদের নেশায়ও পেয়ে বসেছে তাঁকে।

আরামিস সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

বারান্দার আলোগুলো জ্বলছিল তীব্রভাবে। দ্যর্তাগ্নান সেগুলো নিবিয়ে দিলেন একে একে। বাদ পড়ল না সম্রাটের কক্ষের আলোটাও। সমস্ত ঘরখানা মুহূর্ত্তেই প্রেতপুরীর মত হয়ে গেল।

আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, চাঁদের জ্যোৎস্না পড়েছে সারা পৃথিবীর বুকে। তারই অস্পষ্ট আলোকে তাঁরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে সজোরে চেপে ধরলেন।

ঘুম ভেঙে সম্রাট্ চীৎকার করতে চাইলেন; কিন্তু চোখের পলকে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন কয়েকটা কঠিন হাতের চাপে!

আরামিসের সবল হাতটা তাঁর মুখ চেপে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্ অনুভব করলেন—অজ্ঞাত আততায়ীরা তাঁকে শূন্যে তুলছে। তা'রা যেন কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে। তাঁর কোনও শক্তি নেই। কঠিন হাতগুলো সব সাঁড়াশির মত তাঁর সমস্ত দেহকে চেপে ধরেছে। মাঝে মাঝে সম্রাট্ চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে মুক্ত করবার জন্য; কিন্তু পারলেন না। বৃথাই চেষ্টা।

হঠাৎ দপ্ ক'রে একটা মশাল জ্বলে উঠল। সম্রাটের মুখের উপর থেকে হাত গেল স'রে। তিনি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। দেখেই চিনতে পারলেন সেই আততায়ী—দ্যর্তাগ্নান্, আরামিস্, অ্যাথস্, পর্থস্ আর ফিলিপ্‌কে।

আরামিস্ এক হাতে তরবারিখানা উঁচু ক'রে ধরলেন। মশালের আলোয় সেখানা জ্বলে উঠল ঝিক্‌মিক্ ক'রে। তারপর সম্রাটের বুকের উপর সেই ক্ষুরধার অসির অগ্রভাগ রেখে বললেন—"উত্তরাধিকার। আজ থেকে রাজপুত্র ফিলিপ্‌ই ফ্রান্সের সম্রাট্। আর সম্রাট্ লুই হলেন তাঁর কারাগারের বন্দী।"

হঠাৎ সম্রাটের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বড় বড় চোখ দুটো কপালে তুলে বিকৃত মুখে তিনি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ফিলিপ এগিয়ে এলেন সেই লৌহ মুখোসটা নিয়ে।